অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহা অনেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও জানেন না। সুতরাং, এরূপক্ষেত্রে শিক্ষিত মাতাপিতাকেই সেই অল্পবয়স্ক শিশুর শিক্ষাদানের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভারতের শিক্ষালোক আশানুরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিবে কি-না সন্দেহ। বাঙ্গলার মাতৃজাতি যদি শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন, তবে তাহাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে, দায়িত্বহীনতার কলঙ্ক-কালিমা নারীজাতির দেবীত্বকে আঁধার করিয়া ফেলিবে, এবং অন্যান্য সভ্যজাতির নারীসমাজের নিকটে তাঁহারা ঘৃণ্য ও হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

শিশু-জননীগণ, আপনারা একবার য়ুরোপ ও আমেরিকার শিশুশিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন, ফ্রোবেলের আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রী-জাতিই অগ্রণী। ব্যারণেস বার্থা ভন ম্যারেনহোল্জ বালো (The Baroness Bertha Von Marenholtz Bulow) ফ্রোবেলের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীগুণে আকৃষ্ট হন। ফ্রোবেলের তিরোধানের (১৮৫২ খৃঃ) একবৎসর পরে উক্ত মহিলা তাঁহার প্রাণাধিক একমাত্র সন্তান হারাইলেন। সন্তান-হারা হইয়াও তিনি অধীরা হইলেন না। গুরুদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর বিস্তার-কার্য্যে তিনি স্বকীয় অর্থ ও শক্তি-সামর্থ্য সমস্ত অর্পণ করিলেন। অবিশ্রান্তভাবে বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে, তাঁহারই একনিষ্ঠ কর্ম্মকুশলতাগুণে পশ্চিম য়ুরোপে কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষা-পদ্ধতি লোকপ্রিয় হইয়া সকলের শ্রদ্ধাভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডে যিনি সর্ব্বপ্রথম কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিও একজন বিদুষী রমণী। তাঁহার নাম মিসেস্ রঙ্গ (Mrs. Ronge)। তিনি ও তাঁহার স্বামী উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ব্যারনেস বার্থাও নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরে আরও কয়েকজন ইংরেজ রমণী ঐ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন।

আমেরিকায় যিনি সর্ব্বপ্রথম "কিণ্ডারগার্টেন" স্থাপন করেন, তিনিও একজন রমণী। এই বিদুষী রমণীর নাম মিস্ এলিজাবেথ পামার পীবডী (Miss Elizabeth Palmer Peabody)। জার্ম্মেণীর কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি শিশুর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তিনি ফ্রোবেলের শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তল্লিখিত পুস্তকাবলী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ফ্রোবেলের কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষা-পদ্ধতির মূল সূত্রগুলি এবং শিক্ষাদানের বিশিষ্ট প্রণালী-গুলি অবগত হইয়া, তিনি ১৮৬০খৃষ্টাব্দে বোষ্টন-নগরে এক কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশের লোক হইলে তখনই হয় ত, ফ্রোবেলের "কিণ্ডারগার্টেন"-শিক্ষাপ্রণালীর শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি কি করিলেন? তিনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাদানের প্রণালী দেখিয়া

শুনিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য য়ুরোপে গমন করিলেন। সেখানে কিণ্ডার-গার্টেনের কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া অধীত বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর দোষ-ত্রুটি তিনি সম্যক্ অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং প্রকৃত কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন-মানসে উৎসাহভরে আমেরিকায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আরও দুইজন রমণীকে কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী-অনুসারে শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের হস্তে বোষ্টন "কিণ্ডার-গার্টেন বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিয়া, তিনি উক্ত শিক্ষার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যিনি নিজে কখনও কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী-অনুসারে শিক্ষা প্রদান করেন নাই, তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রমণীগণ কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী ও ডাক্তার মণ্টেসরীর শিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া দেশের শিশু-শিক্ষা-সমস্যার সমাধান-কার্য্যে অগ্রসর হউন। শিশুর শিক্ষা স্ত্রীজাতি-রই প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। প্রত্যেক সভ্যদেশে শিক্ষিত রমণীগণই এ-বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালার শিক্ষিত রমণীগণ এরূপ অতি-প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কেন উদাসীন থাকিবেন ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

চির-নবীনের কল্পনা।

দুলাল ব'লে ভাইটি আমার
মস্ত ভাবুক সুগভীর,
সদাই সে তা'র ভাবে মগন,
হাস্‌ছে কাঁদ্‌ছে, কি অস্থির!
দিনের মধ্যে হাজারটি বার
হচ্ছেন্ তিনি গাধা ঘোড়া;
সারা ভারত খুঁজ্‌লে পরে
মিল্‌বে না-ক তাঁহার জোড়া।
কখনো বা বিড়াল হয়ে
চুপটি করে ঘরের কোণে
বসে আছেন মুখটি বুজে
ধর্‌তে ইঁদুর সঙ্গোপনে।
কখনো বা ইঁদুর হয়ে
হাত-পা দিয়ে লাফিয়ে চলে,
বিড়াল দেখে প্রাণের ভয়ে
ছুটে লুকান খাটের তলে।
দণ্ডে দণ্ডে নতুন্ খেলা করেন্ তিনি আবিষ্কার,
হাত পা বেঁধে সাপের মত
বুকে হাঁটেন্ চমৎকার!
তেঁতুল হয়ে তেঁতুল গাছে
ঝুল্‌তে তিনি সদাই চান,
মাটির টিয়া-পাখীর মাথায়
জোড়েন্ তিনি হাতীর কাণ।
কেঁচো হয়ে শুয়ে চলেন্ মাটির উপর গুটি গুটি,
চেঁচিয়ে বলেন্, 'মাড়িও না-ক'
কেউ যদি বা আসে ছুটি'!
ভাবের জোরে কল্পনাতে
সাগর-জলে হয়ে তিনি,

সাঁতার কাটেন মনের সুখে
নষ্ট ক'রে জাহাজ-ডিঙ্গি ।
কখনো বা বানর হয়ে দাঁতখিচুনী দেখান্ সবে,
(কভু) পুচ্ছটিকে উচে তুলে
নাচান্ তারে সগৌরবে ।
আমরা যখন খুঁজ্‌ছি তাঁরে,
বাইরে, ঘরে, নানান্ স্থানে,
হয়তো তখন ব্যাঘ্র সেজে
লুকিয়ে তিনি শ্যাওড়া-বনে !
ভাইটি আমার মস্ত ভাবুক, বড়ই বিজ্ঞ বিচক্ষণ,
গায়ের জোরে ধরাটাকে
ফেল্‌তে ছিঁড়ে করেন্ পণ ।
লেত্তি দিয়ে পৃথিবীটা
ঘোরাচ্ছে কে জান্‌তে চান্,
(আর) সূর্য্যি-বাবু উচে বসে
কত টাকা মাইনে পান্ ?
চাঁদের পিতামহী যদি
চরকা দিয়ে সুতোই কাটে,
বিক্রী তবে হয় না কেন
আমাদের এই নতুন হাটে !
কি উর্ব্বর এই ছোট্ট মাথা
কি চাঞ্চল্য কল্পনায় !
এই ছেলেরাই বড় হবে,
শান্ত ছেলের কর্ম্ম নয় ।

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ।

স্মৃতিহারা ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, কোহিনুর উঠিল না । মণিমোহন ও সরোজা অভুক্ত অবস্থাতেই কন্যাকে লইয়া সারা রাত্রি বসিয়া রহিলেন ; হেমন্তের শীতল রজনী মাথার উপর শিশির বর্ষণ করিতে লাগিল । যে কৃন্না জননীর সামান্য অনিয়মে কোহিনুর অস্থির হইয়া উঠিত, যে স্নেহময় পিতার সেবায় সামান্য ত্রুটিও তাহার সহ্য হইত না, আজ তাঁহাদের এই কষ্টেও কোহিনুর বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না ! তাহার এ-জীবন হইতে মুক্তিই যেন আজ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে ।

মরিতে ইচ্ছা অনেকেই অনেক সময় করে বটে, কিন্তু নিয়তি পূর্ণ না হইলে, কেহই মরে না । কোহিনুরের এবার যথার্থই মৃত্যু-কাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল ; তাই তাহার পূর্ব্ব-প্রেরিত টেলিগ্রামখানি দূত-রূপেই তাহার হস্তগত হইয়া তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিল ।

যখন প্রভাত হইল, তখন মণিমোহন বুঝিলেন, কোহিনুর এইবার নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছে । তিনি অতিসন্তর্পণে কন্যার দেহ উঠাইয়া গৃহে লইয়া শয্যায় শোয়াইলেন । অল্পক্ষণ পরেই কোহিনুর চক্ষু মেলিল ; সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন,—"মা !" কিন্তু কোহিনুর কোন উত্তর দিল না, কেবল জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল । সরোজা আবার বলিতে লাগিলেন, "মা, অমন নিষ্ঠুর

হ'য়ো না, একটি কথা কও! তোমার মা যে কত দুঃখী, তুমি তো তা জান না মা! কোহি-নূর, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব ধন; তুমি সংসারী না হও, আমি তোমায় নিয়ে বনবাসী হব, একবার মা বলে ডাক।" কোহিনুর তখন ইঙ্গিতে জানইল, সে কথা কহিতে পারিতেছে না; সরোজা সভয়ে স্বামীকে বলিলেন, 'ওগো আবার কি হ'ল দেখ, কোহিনুর কথা কইতে পাচে না!" মণিমোহন ডাক্তার ডাকি-তে পাঠাইলেন।

চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, "বক্ষে পক্ষ-ঘাত হইয়াছে, সেইজন্য বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে; খুব সতর্ক থাকিবেন, কখন্ কি হয়, বলা যায় না। রোগীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা অতিসঙ্কটজনক।"

মণিমোহন বুঝিলেন, তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফল সন্নিকট। কিন্তু কোহিনুর এখন ত শুধু তাঁহারই নয়; সুতরাং, কোহিনুরের চির-বিদায়ের সংবাদ বিনোদকে না জানাইলে নয়! বিনোদ আসিলে তাহার শিশুপুত্র তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী যাহা হয় করিবেন। অনেক সাধে মণিমোহন আবার সংসার পাতিয়া ছিলেন, খুব সাধ মিটিল!

নীচের বৈঠকখানায় বসিয়া মণিমোহন টেলিগ্রামের ফায়ম লিখিতেছিলেন, অদূরে ভৃত্য আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় বিনোদ আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মণিমোহন চমকিয়া উঠিলেন, বলি-লেন—"কে বিনোদ?" "আজ্ঞা হাঁ।" "তুমি এখন কি করে এলে? এত হঠাৎ!"—

বিনোদ প্রথমে নিজের মনের চাঞ্চল্যের কথা শ্বশুরের কাছে বলিতে একটু লজ্জিত হইতে-ছিল; দুই একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"কদিন থেকে মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল, তার উপর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আর স্থির হ'তে পারলুম না! বাবার শরীরটা এখনও তেমন সুস্থ হয় নি। কিন্তু ভাবলুম একবার সব দেখে শুনে আসি। আপনারা সব ভাল তো?"

বিনোদকে দেখিয়া উত্তেজনা-বশে মণি-মোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন; দুই চক্ষু অশ্রুতে পূরিয়া আসিল; রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "বিনোদ, আমি তোমায় আস্‌বার জন্যে টেলিগ্রাম করছিলুম, এই দেখ।"

"আমায় টেলিগ্রাম করছিলেন কেন?" বিনোদের মুখে-চক্ষে ভীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।—তবে কি স্বপ্ন সত্য!

মণিমোহন বলিলেন, "বলছি; কিন্তু আগে তুমি বল বিনোদ, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ।"

বি।—ঠিক্ শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম যেন আমার মা এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'বিনোদ, যা'কে তুমি গৃহে এনেছিলে সে তো তোমার নয়,—পরের ধন। ওই দেখ সে চলে যাচ্চে!' আমি চেয়ে দেখলুম, আমার সাম্‌নে একটা জ্যোতি আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্চে! আমি মার দিকে চেয়ে বললুম, মা, ওই কি কোহিনুর! মা বল্লেন, 'ওই বটে; তুমি শীঘ্র যাও বিনোদ, তোমার বংশধরকে গৃহে নিয়ে এস। মাতৃহীনকে পিতৃবক্ষে স্থান দান কর।' তার পরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মণিমোহন উচ্ছ্বসিত অশ্রু আর রুদ্ধ করিতে পারিলেন না, সরোদনে বলিলেন, "ঠিক্, বিনোদ, যা দেখেছ সব ঠিক্।"

"সে কি! বলুন, তবে কি কোহিনুর নেই!" বলিয়াই বিনোদ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

"না, এখনও প্রাণ আছে; তবে আর আশা নেই।—চল বিনোদ, মা'র আমার মৃত্যুশয্যার পাশে তোমায় নিয়ে যাই; কিন্তু আর বাক্-শক্তি নেই; ডাক্তার কোন রকম গোল কর্ত্তে বারণ করেছে। বিনোদ, দুঃখিনী আমার অনেক কষ্ট পেয়ে আজ শান্তির অন্বেষণে ছুটেছে! তুমি বুদ্ধিমান্, তার শেষ সময়ের শান্তির কোন ব্যাঘাত তোমা হ'তে হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অভাগিনীকে তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়্‌তে দিও।"

বিনোদ মণিমোহনের কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না; আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন,—আহা! কন্যাস্নেহাতুর প্রাণে ইহারই মধ্যে বুদ্ধির একটু বিপর্য্যয় হইয়াছে।

বিনোদ আসিয়া শিয়রে বসিতেই কোহিনুর একবার চাহিল, তাহার পরেই দৃষ্টি ফিরাইয়া মাতা-পিতার প্রতি গভীর অভিমানে চাহিল। তাহার রোগ-পাণ্ডুর মুখ ক্ষণেকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহার পরেই দুই চক্ষু মুদ্রিত হইল। সেই মুদিত চক্ষু বাহিয়া ধারার পর ধারা পড়িতে লাগিল, গুরু বেদনায় বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল!—হা ভগবান্, মৃত্যু-কালেও শুধু সুশীলের ছবিখানিই বাহিরে অন্তরে দেখিয়া মরাও তাহার ভাগ্যে নাই!

কিন্তু বিনোদ বুঝিল, তাহারই বিচ্ছেদাশঙ্কায় কোহিনুর কাঁদিতেছে! বিনোদও অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে-দিন কিন্তু পরস্পর চির-বিদায়োন্মুখ দম্পতির নিকট হইতে পিতা মাতা সরিলেন না, বিনোদ আদর বা সম্বোধ-নের অবসর পাইল না। কিছুক্ষণ পরেই মণি-মোহন বিনোদকে পুত্র দেখাইবার ছল করিয়া লইয়া গেলেন।

বাড়ীতে ঘোর বিপদ্, সকলেই শোকাচ্ছন্ন, কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র শিশু মধুর হাসিতে বিনো-দকে অভ্যর্থনা করিল। বিনোদ দুই বাহু বাড়াইয়া পুত্রকে বক্ষে লইল। এই মুখ—এ যে তাহাদের উভয়ের কত সাধনার সামগ্রী! বিনোদ কত বিনিদ্র রজনী এই মুখ-খানির দর্শন-লালসায় কাটাইয়া আজ আকুলপ্রাণে ছুটিয়া আসিয়াছে! কিন্তু কে জানিত, এই কিশোর-মুকুলকে লতা-কক্ষচ্যুত ভূতল-লুণ্ঠিত দেখিতে হইবে? 'ওরে আগত, ওরে সুন্দর, এত সৌন্দর্য্য, এত সুধার মধ্যে এ-দুর্ভাগা কোথা হইতে আনিলি! আজ আমার চাঁদ কই! এ যে প্রতিবিম্বমাত্র! সুখ কই?—এ যে শুধু স্মৃতি-টুকু!" হৃদয়ের এই অস্ফুট উচ্ছ্বাসের সহিত সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া বিনোদ কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আর আসিবার আবশ্যকতা নাই। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততটুকুই লাভ।"

মণিমোহন প্রস্তর-মূর্ত্তির মত কন্যার মৃত্যু-মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, বিনোদ প্রাণপণে রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সরোজা কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। সুশীলের চরণে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কোহিনুর চির-দিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। এতক্ষণে বিনোদের লজ্জা-সঙ্কোচ তিরোহিত হইল। সে উন্মত্তের মত আচরণ করিতে লাগিল। সে যে কত দিনের তৃষিত হৃদয় লইয়া আসিয়াছে! আজ কাহার সাধ্য তাহাকে শান্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে কোহিনুরকে লয়।

কোহিনুরের দেহ লইবার জন্ত যখন সকলে উপস্থিত হইল, তখন শয্যাপার্শ্বে আসীনা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ সরোজাকে সরাইতে গিয়া মণিমোহন দেখিলেন, দেহ নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। প্রথমে মূর্চ্ছা ভাবিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া মুখে জল দিতে গেলেন কিন্তু মুহূর্ত্তেই এ ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল; বুঝিলেন, এই দারুণ আঘাত অন্তরে লাগিবামাত্র হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চির-দিনের জন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিপদ্ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না।

উপসংহার।

রাত্রিতে মণিমোহন একাকী নিজের কক্ষে বসিয়া ছিলেন। বিনোদ সারাদিন অত্যন্ত অধীর হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মণিমোহনের চক্ষে অশ্রুও নাই নিদ্রাও নাই। কি মহা শূন্যতা! ক্ষুদ্র জগতে কেবল দুইটি প্রাণী নাই, কিন্তু সারা জগতের এ কি নীরবতা! অসহ্য! অসহ্য! মণিমোহন ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া জীবনের এ শূন্যতা তিনি সহ্য করিবেন! বিলাপ বা অশ্রুপাতে তবু শোকের তীব্রতার একটু লঘুত্ব ঘটে, কিন্তু অন্তরের এ শুষ্কতা ত সহ্য হয় না! এমন সময় কাণে পৌঁছিল কে ডাকিতেছে—"মণিমোহন!"—

মণিমোহন চমকিয়া উঠিলেন—"স্বর কি পরিচিত? কৈ বিশেষ পরিচিত তো নয়! কিন্তু যেন কোথায় শুনিয়াছি! কে ডাকে?"—

আবার ডাক আসিল—"মণিমোহন! আমি এসেছি।" এবার মণিমোহন দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। যে হউক্, তবু একটু কথা কহিয়াও প্রাণ বাঁচিবে। এ নির্জ্জনতা আর সহে না!

দাস-দাসী সকলেই তখন ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। মণিমোহন নিজেই নিয়ে আসিয়া দ্বার খুলিলেন। আলো জ্বলতেছিল, আগন্তুকের মুখে তাহা পড়িতেই মণিমোহন চিনিতে পারিলেন,—সেই সাধু রমানাথ—কোহিনুরের জীবন-দাতা! মণিমোহন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এখানে!" কিন্তু ততক্ষণে মণিমোহনের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল! অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ঠিক্ আজই আমি আবার তাহাকে হারাইয়াছি! আজ শুধু সে নয়, স্ত্রী-কন্যা দুই-ই বিসর্জ্জন দিয়াছি!

রমানাথ অতিস্নেহে মণিমোহনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "জানি বৎস! মণিমোহন, পূর্ব্বে একদিন তুমি আমার মন্ত্রশিষ্য হ'তে চেয়ে ছিলে। সে-দিন আমি বলেছিলাম, 'এখনও সে দিন আসে নাই'। আজ সেই সময় উপস্থিত। তাই আজ আমি নিজে তোমায় নিতে এসেছি। বৎস, আমার সঙ্গে এস।"

'নিশ্চয়ই যাব। তবে অনুমতি করুন, আমার জামতাকে ডাকিয়া সব কথা বলিয়া যাই।' বলিয়া মণিমোহন উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। তিনি বলিলেন্ "কি প্রয়োজন? তোমার দৌহিত্র আছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। তোমার জামতাও বুদ্ধিমান্, ভালরূপেই সব রক্ষা করিবেন। আর যদি নাও করেন্, থাকে থাক্—যায় যাক্; তোমার আর কি! আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'র না। তোমার স্ত্রী যে চলে গেলেন, কাহার জন্য কতটুকু অপেক্ষা করেছিলেন?"

"অতি সত্য কথা। চলুন্ প্রভো!" বলিয়া সেই নিশীথে মণিমোহন রমানাথের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। (সমাপ্ত)

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

খেলা-ভঙ্গ।

——(*)——

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কোলের ছেলে, ধূলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধূলো-কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটে ক'রে খেলা,
ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা;
(আমার) খেলার সাথী,
যে যার মত, গিয়েছে চলে।

কত আঘাত লেগেছে গায়,
কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) প'ড়ে গেছি, গেছে সবাই, চরণে দ'লে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে,
নিশার আঁধার এল ঘিরে;
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে !!

রচনা ও সুর—স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

	২´		৩		০		১			
II {	সা	মমা।	মা	মা	-া।	দা	পা।	মা	জ্ঞা	-া I
	কো	লের্	ছে	লে	০	ধূ	লো	ঝে	ড়ে	০

	২´		৩		০		১			
I	ঋা	সা।	জ্ঞা	-া	ঋাস।	সা	-া।	-া	-া	-া I
	তু	লে	নে	০	কো	লে	০	০	০	০

	২´		৩		০		১			
I	সা	দপা।	পা	মা	-া।	ণা	দা।	পা	মা	-া I
	ফে	লিস্	নে	মা	০	ধূ	লো	কা	দা	০

	২´		৩		০		১			
I	মা	মা।	মা	-া	মা।	জ্ঞা	-া।	-া	-া	-া } II
	মে	খে	ছি	০	ব	লে	০	০	০	০

অন্তরা।

	২´		৩		০		১			
II	মা	মা।	দা	-া	ণা।	র্সা	র্সা।	র্সা	র্সা	-া I
	সা	রা	দি	ন্	টে	ক	রে	খে	লা	০

	২´		৩		০		১			
I	ঋা	ঋা।	ঋা	র্সা	-া।	ঋা	র্সর্সা।	ণা	দা	-পা I
	ফি	রে	ছি	মা	০	সাঁ	ঝের্	বে	লা	০

২´ ৩ ০ ১
I { পা পপা । পা পা -া । ণা দদা । পা মা -া I
থে লার্ সা থী ০ যে দার্ ম ত ০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা । মা -া মা । ঋা -া । (জ্ঞা ঋা -সা) } I
গি য়ে ছে ০ চ লে ০ আ মা র্

১
I -জ্ঞা -ঋা -সা II
০ ০ ০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II সা সা । জ্ঞা জ্ঞা -া । মা মা । মা মা -া I
ক ত আ ঘা ত্ লে গে ছে গা য়

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা । মা মা -া । জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা -া I
ক ত কাঁ টা ০ ফু টে ছে পা য়

২´ ৩ ০ ১
I { সা দা । পা পা -া । ণা দা । পা মা -া I
প ড়ে গে ছি ০ গে ছে স বা ই

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা । মা -া মা । ঋা -া । (জ্ঞা ঋা -সা) } I
চ র ণে ০ দ লে ০ ক ত ০

১
I -জ্ঞা -ঋা -সা I
০ ০ ০

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
I মা -মমা । দা -া -ণা । র্সা -র্সর্সা । র্সা র্সা র্সা I
কে উত আ ০ র্ চা ইলে না ফি রে

২´ ৩ ০ ১
I ঋ্ঁা ঋ্ঁঋ্ঁা । ঋ্ঁা র্সা -া । ঋ্ঁা র্সা । ণা দা -পা I
নি শার্ আঁ ধা র্ এ ল ঘি রি০

```
   ২´          ৩                 ●              ১
I { পা     পা । পা     পা     -া । ণা     দদা । পা     মা     -া I
    ম      নে   হ      ল      ০  মা     য়ের্  ক      থা     ০

   ২´          ৩                 ●              ১
I জ্ঞা     জ্ঞা । মা     -া     মা । ঋা     -া । ( জ্ঞা     ঋা     -সা ) } I
    ন      য়   নে     র     জ   লে     ●   ত       থ       ন্

   ১
I জ্ঞা     -ঋা     -সা II II
   ●        ০        ●
```

গান।

আমি যখন বিদায় ল'ব
কাজ গুটায়ে এ ধরায় ;
তখন বাজায়ো আমার শেষের গানটী
আমার সুরে, তোমার বীণায়।

পূরবী আড়া বাজায়ো, ওগো,—
তাল রাখিয়ে একতারায়,
ধীরে ধীরে আঁখি-দু'টী মুদবে আমার
সুরের হাওয়ায়॥

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা।

পরিণাম-চিন্তার দুই দিক্।

এ-দেশে যে শিক্ষা ও দীক্ষায় প্রাচীনকালে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুসংবদ্ধ, সুসংলগ্ন, শিল্পীর নির্ম্মাণের মত সুষমান্বিত হিন্দু-জীবন গঠিত হইত, সে শিক্ষা ও দীক্ষার ধারা আজ ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত। তাহার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষার স্রোতে আজ সমগ্র দেশ প্লাবিত, সমগ্র জাতি মজ্জমান, সে শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান নাই—আস্তিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপায় নাই। আমরা আজ সনাতন ধর্ম্মের প্রশস্ত বটচ্ছায়া হইতে অপসৃত হইয়া পড়িতেছি—হতাশভাবে ভাবিতেছি, বুঝি, জীবনের কোন লক্ষ্য নাই—মনুষ্যত্বের কোন কেন্দ্র নাই। শুধু স্রোতে ভেসে যাওয়া—শুধু ঝড়ের বেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়া—শুধু অর্জ্জন ও ব্যয়, শুধু ভোগ ও সঞ্চয়—ইহাই যেন জীবনের সার—ইহাই যেন জীবনের অনতিক্রমণীয় পরিণতি।

ভোগবিলাসের লীলানিকেতন প্রতীচী বলিতেছে,—এ জগতে বৃদ্ধের স্থান নাই ; যতদিন ধমনীতে রক্তধারা সবেগে চলাচল করে, মাংসপেশী যতদিন সবল, দেহ ও মন যতদিন কর্ম্মঠ, পৃথিবীতে ততদিনই মানুষের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয়—তারপর গজভুক্ত কপিত্থের মত অন্তঃসার-শূন্য এই দেহ পথিপার্শ্বে ভগ্ন মৃৎ-

পাত্রের মত পড়িয়া থাকুক, এবং সেই অবসান-কেই মানিয়া লওয়া উচিত; কারণ তখন মানব নিজে ভোগ করিতে অসমর্থ, অপরের সেবা ও তৃপ্তি-বিধান করিতে অক্ষম। মনুষ্য-জীবনের এই চিত্র, এই ধারণা আমাদিগকে নিরাশ করে, বিমর্ষ করে। ইহাতে মৃত্যু-কেই চরম সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা বৈতরণীর পরপারে শুধু আঁধার—শুধু শূন্যতা—শুধু নিরাশা ছাইয়া রাখে। মূলে এই প্রকাণ্ড শূন্যতা থাকায়, ইহার উপর যে শিক্ষার সৌধ রচিত হইয়াছে, তাহাও দুর্ব্বল ও অসংহত। তাহাতে আশ্রয় লইয়া প্রাণে চরম শান্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা মনস্বী, তাঁহারা—ইউরোপীয় চিন্তার ধারায় অভিষিক্ত হইলেও, মুক্তকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন। প্রতীচী যে আধ্যাত্মিক হিসাবে দেউলিয়া—তাহার বাহ্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের তলে যে অন্তরের দারিদ্র্য রহিয়াছে—তাহার ক্ষুধিত আত্মা যে পূর্ণতার ভিখারী—চিন্তার রাজ্যে, বিদ্বৎ-সমাজে আজ সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হই-তেছে। বহু-শতাব্দী-ব্যাপ্ত সাধনার পরও সে বলিতে পারিতেছে না—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব-শিষ্যতে।" *

ইহাতে ভারতবাসী আমরা বিস্মিত হই না—কোন নূতনত্ব দেখি না। কত শত যুগ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি বলিয়া গিয়াছেন—

"পৃথিব্যাং যদ্ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং।" *

পার্থিব ভোগের সামগ্রী নিরন্তর সঞ্চয় করিয়াও "যা তৃষ্ণা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।" † অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, জাতীয় স্মৃতি আজও আমাদিগকে মাঝে মাঝে বলিয়া দেয়—'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' ‡ আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী আমরা স্মরণাতীত কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা, আমরণ মনুষ্য-সমাজের ভিতর এবং মনুষ্য ও প্রকৃতির মধ্যে শুধু লেন-দেনের কারবার চালাইয়া ব্যক্তিগত পরমার্থ লাভ হয় না। শুধু ইহাই মনে হয় "ততঃ কিং?"—তাহাতে কি হইল? আমরা নগ্ন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হই —নগ্ন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পৃথিবী হইতে অপসৃত হই। জীবন-সমুদ্রে প্রত্যেক জীব যেন এক একটা দ্বীপ,—পরস্পর হইতে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন। শত সহস্র সজাতীয় বা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব-দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও ব্যক্তিত্বের এই বেষ্টনকে আমরা দূর করিতে পারি না—অহং-দুর্গের এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর আমরা ভগ্ন করিতে পারি না। আমরা প্রত্যেকে নিজের সুখ-দুঃখ, আশা ও বাসনা, চিন্তা ও অনুভূতির

* [অর্থাৎ সুদূরবর্ত্তী বস্তুনিচয় ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ, নিকটবর্ত্তী পদার্থসমূহ তাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, এই সমুদয় জগৎই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং সেই পরিপূর্ণের পূর্ণতার দ্বারা সমুদায় ব্যাপ্ত হইলেও, তাঁহার পরিপূর্ণতা অক্ষুন্ন থাকে।]

* [পৃথিবীতে যাহা কিছু ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী, তাহা একজনের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে।]

† [শরীর জীর্ণ হইলেও সেই তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না।]

‡ [কাম্য বস্তুর উপভোগ-দ্বারা কামনার কখনও শান্তি হয় না, পরন্তু আহুতি-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে।]

এই গণ্ডীর মধ্যে বন্দী। কত লোক আসে, কত লোক যায়! কত সম্বন্ধ স্থাপন করি—কত লোককে প্রীতির নিগড়ে বাঁধিয়া আপনার করিতে চাহি,—প্রেমের মোহে ভাবি, শুধু জীবনের নহে—অনন্তকালের সঙ্গী করিলাম! আবার বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে চিরদিনের জন্ম শত্রুতাকে জীয়াইয়া রাখিতে চাহি। কিন্তু প্রকৃত কথা, আমরা বহুশতাব্দী-পূর্ব্বে, সেই সুদূর মহাভারতের যুগে শুনিয়াছি—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তথা ভূত-সমাগমঃ॥ *

কাল-সাগরে বুদ্বুদের মত আমরা উঠিতেছি ও ভাসিতেছি, পাশাপাশি হইতেছি—আবার লীন হইয়া যাইতেছি। আমরা কৃপণ—আমরা বদ্ধমুষ্টি। আমরা ভাবি, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রাগ-দ্বেষ-জড়িত এই বিষয়গ্রামকে হস্তামলক-বৎ সজোরে ধরিয়া রাখিব, কিন্তু অজ্ঞাতসারে নিঃশব্দ প্রয়াণে অনিবার্য্য কাল অগ্রসর হই-তেছে, আমাদিগের সমস্ত সত্তায় করাল অধিকার স্থাপন করিতেছে। ঐ দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি অনিচ্ছায় শিথিল হইয়া আসিতেছে। অথচ জীব ভাবে যে, ব্যক্তিগতভাবে তাহার পক্ষে এই ভোগ-নাট্যের যবনিকা পড়িবে না। এই 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা'য় চিরদিন এমনই ভাবে তাহাকে দর্শক রাখিয়া অভিনয় হইতে থাকিবে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃ পরং। †

মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাহে, কিন্তু বয়ঃস্থ হইতে চাহে না। জরা ও মৃত্যু তাহার নিকট একটা দারুণ অনিষ্ট—একটা বিপুল বিভীষিকা বলিয়া প্রতীত হয়। উহা যে অনিষ্ট নয়,—উহা যে প্রার্থনীয়, তাহা প্রাকৃত জনকে বুঝাইবার জন্ম কোন ইংরাজী প্রবন্ধে সম্প্রতি দুইটী উপমা প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। লেখক বলিতেছেন—এই পৃথিবী যেন একটা সরাই বা হোটেল। দিনরাত খরিদ্দার আসিতেছে, বসিতেছে, খাইতেছে—উঠিয়া যাইতেছে; একদল যাইতেছে,—পশ্চাতে আর এক দল যেন প্রস্তুত হইয়া আছে। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন অতিথি—সংস্কৃত অর্থে নয়, বিলাতী paying guest অর্থে অতিথি—আলস্য-বশতঃই হউক, অথবা আদব-কায়দার অজ্ঞতা-বশতঃই হউক, নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও—বসিয়া রহিয়াছে; দুষ্ট ক্ষুধার তৃপ্তির জন্ম এক আধটা জিনিষ কখনও কখনও লইতেছে। সে নিজে গ্রহণ করিতে অক্ষম—অনর্থক কতকটা স্থান জুড়িয়া আছে! তাই গৃহস্বামীর পক্ষেও সে একটা আপদ্ ও আবর্জ্জনা। তাহার পক্ষে বিদায়-গ্রহণই সমীচীন। যে বৃদ্ধ—যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও বিষয়-গ্রহণে পরাঙ্মুখ, লেখক বলিতেছেন, তাহা-দেরও তেমনি মানে মানে বিনা আপত্তিতে এই জীবন-সরাই হইতে সরিয়া পড়াই কর্ত্তব্য।

আবার অন্যভাবে বলা যাইতে পারে—মনুষ্য-জীবন যেন একটা সজীব-দৃশ্যাগার বা Bioscope Theatreএর মত। শুভ্র পরদার উপর কোন নাটকের চিত্রগুলি পর পর পড়িল। এক দল দর্শক সমস্তটী দেখিয়া নিজ

---

* [মহাসাগরে যেমন দুই খণ্ড কাষ্ঠ মিলিত হয়, আবার পৃথক হইয়া যায়, (এই পৃথিবীর) জীবনিচয়ের সমাগমও সেইরূপ]

† [দিনে দিনে জীবসকল মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদিগের চির-স্থায়িত্ব অভি-লাষ করিতেছে। ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?]

দক্ষিণার অনুরূপ মেয়াদ শেষ হওয়াতে উঠিয়া গেল। ছুটির দিন বলিয়া একাধিক অভিনয়। আর একদল প্রবেশ করিবে, কিন্তু পূর্ব্ব দলের কোন কোন দর্শক স্থান ত্যাগ করে নাই,—তাহারা এক সাথে একাধিক অভিনয় দেখিবার জন্য টিকিট কিনিয়াছে।—কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়ে আর সে বৈচিত্র্য নাই—সবই পুরাতন—সবই নীরস। লেখক বলিতেছেন,—যদি দ্বিতীয় অভিনয়ের পর তৃতীয় অভিনয় দেখিতে তাহারা মানস করে, তাহারা বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হইয়া পড়িবে—তার পর হয়ত উন্মাদগ্রস্ত হইবে। মনুষ্য-জীবনেও তেমনি বয়ঃ-পরিণতির সহিত একটা তিক্ততা বোধ আসা উচিত, তখন মৃত্যুকে বিরামদায়িনী নিদ্রা বলিয়া বরণ করা কর্ত্তব্য।

উপমা-দুইটী দেশ-কালের উপযোগী হইলেও, মানুষ-মনস্তত্ত্বের অনুগত কি-না সন্দেহ হয়। এবং এইরূপ উপমানুসৃত শিক্ষায় মৃত্যুভয় দূর হইবে কি-না, তাহাতে অধিকতর সন্দেহ। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"সা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।" সকল ইচ্ছা হইতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে—জিজীবিষা, অনিয়ত কাল বাঁচিয়া থাকিবার বাসনা। জীবনের প্রতি এই মমত্ব বর্জন করিবার জন্য কচিৎ কদাচিৎ তত্ত্বকথা শুনাই পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার জন্য জীবনব্যাপী অভ্যাস—পরমার্থের মনন ও স্মরণ—দিনের দিন কিঞ্চিৎ সাধনার প্রয়োজন। সেই অভ্যাস, সেই মনন ও সেই সাধনার পর্য্যায় ও স্তর সনাতন ধর্ম্মের আশ্রম-চতুষ্টয়ে নিবদ্ধ ছিল। তাই মনে পড়ে মহাকবি-রচিত সেই ইক্ষ্বাকুকুলের চরিত্র-বর্ণন—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥ *

প্রাচীন কালে এই জীবনযাত্রা-প্রণালীর নিদর্শন ঘরে ঘরে না হইলেও সুলভ ছিল। কারণ, সে-কালের যে শিক্ষা—তাহার আদর্শ ছিল ত্যাগ, তাহার ভিত্তি ছিল ব্রহ্মচর্য্য—তাহার লীলাক্ষেত্র ছিল বর্ণাশ্রম-পরিপাটী, আর তাহার পরিণতি ছিল—সন্ন্যাসে। তাই জীবনের সায়াহ্নে—ক্ষীণ-তনু, বিকলেন্দ্রিয় অথচ অক্ষীণ-লালস মানুষ তৃষ্ণা-কাতর দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে করিতে নিজেকে আবর্জনা ভাবিয়া ও তরুণগণকর্ত্তৃক আবর্জনারূপে পরিগণিত হইয়া, অনিচ্ছায় সংসার, রঙ্গশালা অথবা সরাই-খানা হইতে অপসৃত হইত না। কিন্তু স্বেচ্ছায় দৃঢ়-পদক্ষেপে, বিস্ময়- ও ভক্তি-বিমুগ্ধ যুবজনের প্রণাম-পরম্পরায় ব্যাহত গতি হইয়া, তিতিক্ষার অনুপ্রাণনায় এই নশ্বর দেহকে মৃৎপিণ্ডের মত পরিহার করতঃ সত্য-শিব-সুন্দরের অনন্ত শান্তির আধার ক্রোড়েতে ছুটিয়া যাইতেন। ইহা যে কল্পনা নহে—অতীতের গৌরব অতিরঞ্জিত করিবার প্রয়াস নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য চতুর্থাশ্রমের কি নিয়ম বিষ্ণুসংহিতায় নিবদ্ধ আছে, তাহার কয়েকটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্বকষায়ঃ প্রাজাপত্যা-

* [শৈশব-কালেই সমস্ত বিদ্যা যাঁহাদিগের অভ্যস্ত হইত, যাঁহারা যৌবনে ভোগসুখানুভব করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মুনিবৃত্তি অবলম্বন ও চরমে যোগবলে তনুত্যাগ করিতেন।]

মিষ্টিং কৃত্বা সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত তিন আশ্রম-পালনে আসক্তি নিবৃত্ত হইলে প্রাজাপত্য যাগ সম্পন্ন করতঃ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবে।

আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ ॥২॥

নিজেকে ত্রিবিধ অগ্নির আধার করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাইবে।

সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥ ৩ ॥

মাত্র সাতটী গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে।

অলাভে ন ব্যথেত ॥ ৪ ॥

না পাইলে ব্যথিত হইবে না।

ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত ॥ ৫ ॥

যে স্বয়ং ভিক্ষুক, তাহার নিকট ভিক্ষা করিবে না।

ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্র-সম্পাতে ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥ ৬ ॥

লোকের আহার সমাপ্ত হইলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল দূরীকৃত হইলে ভিক্ষাচরণ করিবে।

মৃন্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা ॥ ৭ ॥

মৃন্ময় পাত্র, কাষ্ঠময় পাত্র অথবা অলাবু পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিবে।

তেষাঞ্চ তত্রাদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

প্রব্রজিতের ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

অভিপূজিতলাভাদুদ্বিজেত ॥ ৯ ॥

পূজাপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবে।

শূন্যাগারনিকেতনঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

শূন্য স্থানে বাস করিবে।

বৃক্ষমূলনিকেতনো বা ॥ ১১ ॥

অথবা বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া থাকিবে।

ন গ্রামে দ্বিতীয়াং রাত্রিং বসেৎ ॥ ১২ ॥

কোন গ্রামে দ্বিরাত্র বাস করিবে না।

কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ ॥১৩॥

কৌপীনাচ্ছাদন-পরিমিত বস্ত্র গ্রহণ করিবে।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টিপূত পদ-ক্ষেপণ করিবে অর্থাৎ অধোদৃষ্টি গমন করিবে।

সত্যপূতং বদেৎ ॥ ১৫ ॥

সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করিবে।

মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

মনঃপূত আচরণ করিবে অর্থাৎ শুদ্ধাশয় কর্ম্ম করিবে।

মরণং নাভিকাময়েৎ জীবিতঞ্চ ॥ ১৭ ॥

মৃত্যু কামনা করিবে না; কিংবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত ॥ ১৮ ॥

অবমানকর বাক্য সহ্য করিবে।

ন কঞ্চনাবমন্যেত ॥ ১৯ ॥

কাহাকেও অবমাননা করিবে না॥

নিরাশীঃ স্যাৎ ॥ ২০ ॥

আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিবে না।

নির্ণমস্কারঃ ॥ ২১ ॥

কাহাকেও অভিবাদন করিবে না।

এই ভাবে সমাজ হইতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া কল্যাণ ও অকল্যাণের বাহিরে থাকিবে। সংসারের অনিত্যতা ও দেহের দুর্গতি চিন্তা করিবে। এবং

প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যান-নিত্যঃ স্যাৎ।

প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানে নিরত হইবে। কারণ—

যদ্ ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যং।

ধ্যানের গূঢ় রহস্য এই যে, যাহা ধ্যান করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে।

তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেব ধ্যায়েৎ।

সেইজন্য অপর সকল বস্তু ক্ষয়শীল জানিয়া, সেই অক্ষর পুরুষের ধ্যান করিবে।

ন চ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষরমস্তি।

পুরুষ ব্যতীত অক্ষরও কিছুই নাই॥

তং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি॥

তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব মুক্ত হয়॥ *

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

সোণার হার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিরূপাক্ষ-দেবের মন্দির-দ্বার আজ কোলাহল-মুখরিত। বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর দেবরায় বিগ্রহ-পূজা করিতে ও দেবতার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছেন। কুতূহলী নাগরিকের দল দূরে দাঁড়াইয়া,—দেহ অনাবৃত, কণ্ঠে পুষ্পের মালা—বিস্মিত-নেত্রে রাজানুচরবর্গের বিচিত্র বেশভূষা নিরীক্ষণ করিতেছে ও আপন আপন মত প্রকাশ করিতেছে।

অনুচরগণ অশ্ব-পৃষ্ঠে আসিয়াছিল। অশ্বগুলির ললাটে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ফলক ঝকমক্ করিতেছিল। তাহাদের বল্গা বিবিধ বর্ণের রেশমী রজ্জুতে নির্ম্মিত,অঙ্গ রেশম ও কিংখাবে আবৃত। অশ্বারোহিগণের দেহে তুলাপূর্ণ মখ্‌মল ও রেশমের কুর্ত্তি, বক্ষে স্বর্ণখচিত কবচ। স্বর্ণাভ শিরস্ত্রাণগুলি বালার্ককিরণে উজ্জ্বল। হস্তে বর্ষা, কটিবন্ধে তরবারি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-কুঠার। বাহন ও আরোহিগণ মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছিল।

পর্ব্বতশিখরচ্যুত প্রস্তরস্তূপের ন্যায় দেবমন্দির বিশাল ও মহিমময়। মন্দির পাষাণনির্ম্মিত, তাহার উপরিভাগ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত তাম্রপত্রে আবৃত। নিম্নের স্তম্ভগুলিতে দেব-গন্ধর্ব-ব্যাঘ্র-হনুমানের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। মন্দিরের পার্শ্বে ফলপুষ্পশোভিত উদ্যান। মন্দিরের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্পফল সেই উদ্যান হইতে সংগৃহিত হইয়া থাকে। দেবালয়ের অভ্যন্তরে অন্ধকার, মাত্র একটি বৃহৎ ঘৃতপ্রদীপের শান্ত আলোকে তাহা কথঞ্চিৎ আলোকিত।

বিগ্রহের সম্মুখে দেবরায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পার্শ্বে হোমাগ্নি জ্বলিতেছিল, নৃপতি তাহাতে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মুক্তা ও রত্ন চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অগুরু-চন্দন-ধুনা মিশ্রিত করিয়া সে অর্ঘ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কক্ষ সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া গেল। পুরোহিত লোকাচার্য্য পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। মহাদেবের ন্যায় শুভ্রকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সম্রাটের মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ উপাসক সম্রাট্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্বেতপুষ্প-পূরিত করণ্ড লইয়া রাজ-অশ্বের মস্তকে পুষ্প অর্পণ করিতে গেলেন।

বাহিরে আসিবার সময় লোকাচার্য্য সম্রাট্‌কে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! রাজার কর্ত্তব্য প্রজা-পালন ও শান্তিরক্ষা। রাজার অবর্ত্তমানে উত্তরাধিকারি-শূন্য রাজ্যে অশান্তি হয়। সামন্তগণের একান্ত ইচ্ছা সম্রাট্ বিবাহ

* বর্ত্তমান বর্ষের সৎসঙ্গ-সভার অধিবেশনে পঠিত।

করেন।" প্রশান্তভাবে দেবরায় বলিলেন, "প্রধান নায়ক আমাকে এ-কথার আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়নগরের মহিষী হইবার উপযুক্ত রমণী আমি এখনও দেখি নাই।" লোকাচার্য্য কহিলেন, "মুদ্‌কলে অবস্থানকালে একটা বালিকাকে দেখিয়াছিলাম। ক্রীড়াচ্ছলে একদিন সে আমাকে তাহার হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিল। মহারাজাধিরাজ! তাহার কর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সে রাজপুত্রবধূ হইবে।" দেবরায় বলিলেন, "মুদ্‌কল কুল-বর্গের সুলতানের অধীন,—সেখানে ত' রাজা নাই!" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "না, সে বালিকা কৃষক-দুহিতা। হাস্ত করিও না, বৎস! তোমার পিতামহ বুক্করাজ পশু-পালক ছিলেন।" দেবরায়ের মুখমণ্ডল হইতে হাস্যরেখা অন্তর্হিত হইল, মুখশ্রী গম্ভীর আকার ধারণ করিল; বলিলেন, "আমি বংশের কথা বলি নাই। বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর কৃষক-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না।" ব্রাহ্মণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন, "রূপে গুণে সে বালিকা অতুলনীয়া—সে রত্ন যে কোন নৃপতির গৌরব-বর্দ্ধন করিবে। আমি তাহার সৌভাগ্য গণনা করিয়া দেখিয়াছি। আমার গণনা ব্যর্থ হয় না, তাহার প্রমাণ মহারাজাধিরাজ পূর্ব্বে পাইয়াছেন।" দেবরায় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে কৃষক-দুহিতা এখনও মুদ্‌কলে আছে কি-না সে বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। প্রধান নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।" দীন দুঃখী ব্রাহ্মণগণকে অর্থ-বিতরণ করিয়া দেবরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন ও অনুচরবর্গের সহিত প্রস্থান করিলেন।

পরামর্শের ফলে মুদ্‌কলে দূত প্রেরিত হইল। দূত স্বয়ং প্রধান নায়ক মধুরাও—ছদ্ম-বেশে। তিনিই বিজয়-নগরের সেনাপতি। দেবরায় তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন; কারণ, তিনি দেবরায়কে কৈশোরে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন। যখন দেবরায় ভ্রাতার সিংহা-সনে বসিলেন, তখন মধুরাওয়ের ন্যায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার আর ছিল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেবরায়কে কহিলেন, "হাঁ, রূপ বটে! পৃথিবীর নারীর এত রূপ সম্ভব হয় না!" দেবরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মত কি? পিতৃব্য বিবাহের কথা একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব আপনি ত' জানেন—তিনি আর কিছু বলিবেন না। তাঁহার ধারণা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মত বুদ্ধিমান্ সম্রাট্ বিজয়-নগরের সিংহাসন কখনও অলঙ্কৃত করেন নাই। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, 'তোমার যাহা ইচ্ছা কর, তুমি যাহা করিবে, তাহা ভালই হইবে।' এরূপ স্থলে আপনি কি পরামর্শ দেন? এ বিবাহ কি করা উচিত?" মধুরাও স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেব! যদি সে মহিষী লাভ করিতে পার, তবে বুঝিব তুমি মর্ত্ত্যের ইন্দ্র।" দেবরায় বলিলেন, "তাহা হইলে বিবাহের দূতরূপে পুনরায় যাইতে হইবে আপনাকে—এবার ছদ্মবেশে নয়, বিজয়নগরের প্রধান নায়ক হইয়া। আপনি এখন বিশ্রাম করুন্। আমিও দুর্গপ্রাচীর পরিদর্শন করিয়া আসি। বিবাহ ব্যতীত বিজয়নগরের অধীশ্বরের যথেষ্ট কার্য্য আছে।"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে দেবরায় একদা সন্ধ্যার পর মধুরাওয়ের আবাসে

উপনীত হইলেন। সঙ্গে কয়েকজন শরীর-রক্ষী ছিল। তাহারা পৌছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেবরায় ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মধুরাও তাঁহার অস্ত্রাগারে বসিয়া নানাপ্রকার তীর-ধনু লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, এবং তাঁহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা হেম অস্ত্রগুলি পরীক্ষান্তে যথাস্থানে গিয়া রাখিতেছে। মধুরাও-য়ের পার্শ্বে তাহাকে দেখিলে মনে হয়, পর্ব্বতের উপর এক রাশ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্ররশ্মির ন্যায় বালিকার ক্ষীণতনু, তাহাতে একটি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা মাখান! হেমের মাতা হেমকে প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সে স্বভাবতই ক্ষীণাঙ্গী; মাতৃদুগ্ধ ও যত্নের অভাবে তাহাকে আরও ক্ষুদ্র দেখাইত। উজ্জ্বল দীপালোকে হেমের হস্তধৃত তীরের ফলা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছিল। দেবরায়কে দেখিয়া সে তীর ফেলিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "রাজা! এতদিন আস নাই কেন?" দেবরায় তাহার কৃষ্ণ কেশের উপর হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "আমি যে এখন রাজা।" মধুরাও অস্ত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন,—কন্যার অযত্ন-নিঃক্ষিপ্ত তীরটীও তুলিয়া রাখিলেন। হেম বলিল, "রাজা! তুমি এত গম্ভীর হইয়াছ কেন?" দেবরায় বলিলেন, "এখন আমি কত বড় হইয়াছি!" মধুরাও বলিলেন, "হেম! রাজাকে বিরক্ত করিও না—বাহিরে যাও, রাজার নূতন ঘোড়া দেখিবে। কেমন দেবরায়! সেই আরবী ঘোড়াটায় আসিয়াছ ত?" অনেক দিন পরে হেম দেবরায়কে দেখিয়াছিল। আজ তাহার গল্প-আব্দারের দিন।—সে দেবরায়ের কোষবদ্ধ তরবারি দৃঢ়রূপে ধরিয়া বলিল, "না, আমি এখন যাব না;—আমি গল্প করিব। রাজা! সে ঘোড়া তুমি মেজদাদাকে দিও;—এখানে থাকিবে, আমি প্রাতঃকালে তাহাকে ছোলা দিয়া আসিব।" দেবরায় সকৌতুকে কহিলেন, "মেজদাদাকে দিলে সে আনিগুণ্ডিতে চলিয়া যাইবে।" বালিকা মাথা নাড়িয়া কহিল, "তা' কেন? তিনি মহানবমীর সময় আসিয়া চড়িবেন।" দেবরায় তখন বলিলেন, "তাহাই হইবে।" মধুরাও বলিলেন, "দেব! উহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে বিজয়-নগরের রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে।" দেবরায় বালিকার ঘন কেশদামের মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "তার পর গোলকুণ্ডা জয় করিব।" হেম নিরস্ত হইবার পাত্রী নহে; সোৎসাহে বলিল, "সকলের বড় হীরা তাহা হইলে আমার।" মধুরাও কহিলেন, "ঐ দেখ! গোলকুণ্ডা জয় করিবার আগেই হেম ভাগ বসাইল।—হেম! এখন যাও। হীরা ঠিক্ পাইবে। তোমার থাকার এখন প্রয়োজন নাই। আমরা এখন বড় ব্যস্ত।" সে কথা না শুনিয়া একবার দেবরায়ের মুখ-পানে চাহিল; তারপর কটিবন্ধ হইতে তরবারি খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবরায় কহিলেন, "হেম থাকিলে কোন ব্যাঘাত হইবে না।" মধুরাও বলিলেন, "কিছু না, তাহা ত' দেখিতেই পাইতেছি। যাহা হউক, তুমি কি বলিতে আসিয়াছ, বল। মুদ্‌কলের সম্বন্ধে কি?" উত্তর দিবার আগেই হেম তরবারি খুলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সে গুরুভার অসি দুর্ব্বল অঙ্গুলীতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।—সশব্দে

তাহা প্রস্তরময় গৃহতলে নিপতিত হইল। দেবরায় তাহা তুলিয়া ভিত্তি-গাত্রে হেলাইয়া রাখিলেন। মধুরাও হতাশ হইয়া বসিয়াছিলেন;—কোনও কথা কহিলেন না। হেম আজ বাগ্দেবী; বলিল, "রাজা! তোমার অস্ত্র এত বড় কেন? বাবা এ-সব অস্ত্র আর ভালবাসেন না। তুমি তীর ছুড়িতে পার? আচ্ছা, রাজা! তোমার কোমর কত সরু দেখিব।" বালিকা দেবরায়ের কটিদেশ বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিতে গেল।—অত উচ্চে সুবিধা হইল না। গৃহকোণে পিতার একটি ঢাল ছিল;—সে তাহাই আনিতে গেল, কিন্তু সে বৃহদ্ভার সে তুলিতে পারিল না। পার্শ্বে ভ্রাতার একটি ভগ্ন লৌহ-শিরস্ত্রাণ ছিল, সেইটিকে লইয়া আসিয়া দেবরায়ের পার্শ্বে স্থাপিত করিল। তাহার উপরে ক্ষুদ্র একটি চরণ রাখিয়া দেবরায়ের অঙ্গে ভর দিয়া সে তাঁহার কটি বাহুপাশে ধরিল,—পরক্ষণেই হরিণীর ন্যায় লম্ফ দিয়া নামিয়া বলিল, "রাজা তোমার কোমর কি সরু! তোমার শরীরে কিছু নাই। দেবলরাজের সঙ্গে পার?" দেবলরাজ সম্রাটের খুল্লতাত মায়াপ্পার পুত্র,—অল্প বয়সেই বিশালকায় যোদ্ধা হইয়াছিলেন। মধুরাও বালিকার কথা শুনিয়া প্রিয়ের মাংসহীন লৌহ-দণ্ড-সদৃশ হস্তের দিকে চাহিলেন। দেবরায় বলিলেন, "দেবল আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না। তোমরা দুই জন মিলিয়া আমাকে হারাইতে পার বটে,—তুমি কথায়, আর দেবল ভালবাসায়।" হেম ধীরে ধীরে দেবরায়ের হস্ত নিম্নে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমিও তোমাকে ভালবাসি, রাজা! মেজদাদা-ছোটদাদাকে যত ভালবাসি, তোমাকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। ছোটদাদার কাছে চাহিলে তিনি কিছু দেন না। মেজদাদা কেবল শিং আর ছাল আনিয়া দেন। আমি তোমার নিকট যখনি কিছু চাহিয়াছি, রাজা! তখনি তা দিয়াছ;—না চাহিতেও কত দিয়াছ! সে-সব আমি রাখিয়া দিয়াছি।—তুমি দেখিতে চাও? আমি আনিতেছি।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হেম চলিয়া গেল।

মধুরাও বলিলেন, "পৃথিবী শীতল হইল—তবে বেশী ক্ষণের জন্য নহে। দেবরায়! এখন তোমার বক্তব্য বল। প্রথমে উপবেশন কর।—হেম এতক্ষণ তোমাকে বসিতে দেয় নাই। আমি আসন দিলেও তোমার সে সুখ ভোগ হইত না।" দেবরায় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি স্বর্ণহার বাহির করিলেন,—তাহাতে তিনটি সুদৃশ্য হীরকখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। সেটি মধুরাওয়ের হস্তে দিয়া দেবরায় আসন গ্রহণ করিলেন;—পরে বলিলেন, "এই হার বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞীর জন্য। পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে রাজমহিষীর কণ্ঠে এই হার শোভা পাইয়া আসিতেছে। প্রথমে সাম্রাজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সেই জন্য ইহা সুবর্ণ-নির্ম্মিত। পরে ইহাতে এই হীরককয়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। হীরক-হার অপেক্ষা হীন হইলেও বিজয়নগর-রাজভাণ্ডারে ইহা অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কিছুই নাই। আপনি এই হার কল্য মুদ্‌কলে লইয়া যাইবেন। তারপর ভাবী রাজবধূ আনয়নের জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করিবেন।" মধুরাও হার লইয়া দেখিতেছেন, এমন সময় নির্ম্মল-সলিল উৎসের ন্যায় হেম একটি ছোট পেটিকা লইয়া প্রবেশ করিল।

পিতার হস্তে হার দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল ও হার কাড়িয়া লইল। মধুরাও বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলেন না, পাছে সে অমূল্য হার ছিন্ন হইয়া যায়। বাম কুক্ষিতলে পেটিকা রাখিয়া হেম দক্ষিণ-করে সে হার আপন গলায় পরিল। মধুরাও বলিলেন, "হেম, ও হার আমাকে দাও —উহা অপরের।" দেবরায় ইতোমধ্যে নিজের গ্রীবাদেশ হইতে বহুল-মুক্তাশোভিত রত্নহার লইয়া হেমের সম্মুখে ধরিলেন। প্রদীপের আলোক সে দোদুল্যমান হারের উপর পতিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র রশ্মির সৃষ্টি করিল। সে আলোকের লতা দেখিয়া হেমের তরুণ নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আবার সে স্বর্ণহার খুলিয়া পিতাকে দিল। দেবরায় তাঁহার হার বালিকার গলায় পরাইয়া দিলেন। হেম প্রদীপের নিকট গিয়া সে হার দেখিতে ব্যাপৃত থাকিল। মধুরাও বলিলেন, "গোল-কুণ্ডায় কুলাইবে না দেবরায়, সিংহলও চাই।" হেম দেবরায়ের নিকট আসিল; কহিল "রাজা! তুমি এ হার আমাকে ইচ্ছা করিয়া দিয়াছ—আমি ত' ইহা চাহিয়া লই নাই। তবে কেন বাবা ও-কথা বলিতেছেন? দেখ, রাজা! তোমাকে একটা কথা বলিব, তুমি শোন।" এই বলিয়া সে পিতা ও দেবরায়ের মাঝে আসিয়া বসিল এবং কহিল—"তুমি যেটি খুব ভালবাস রাজা, তাহাই আমি চাহিয়া লই। বাবা কিছুই ভাবাসেন না—তাঁর কাছে আমি কিছুই চাহি না।" কথার স্রোত একটু থামিল, আবার চলিতে আরম্ভ কহিল,—"হাঁ, ঠিক্! বাবা ভালবাসেন ঐ অস্ত্রগুলিকে,—দিনরাত ঐগুলি নাড়াচাড়া করেন। তা আমি ও-সব লইয়া কি করিব? ওসব ত' এখানেই আছে।" দেবরায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "হেম! বাবা তোমায় ভালবাসেন্ না?" তীব্রভাবে মস্তক আন্দোলিত করিয়া বালিকা কহিল—"না রাজা! একটুও না। কিন্তু রাজা! বাবা তোমাকে ভালবাসেন—ঐ সব অস্ত্রের চেয়েও ভালবাসেন।" এমন সময় গৃহের মধ্যে দেবলরাজ প্রবেশ করিলেন; বিনীত অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে অনেক অনুসন্ধানের পর এখানে পাইয়াছি। পিতা আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন। রাত্রি হইয়াছে, যদি অনুমতি—।" দেবরায় বলিলেন, "চল যাই, দেবল! তাত এখন কেন স্মরণ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।" মধুরাওয়ের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আপনিও চলুন্। কি জানি কি বলিবেন!—কখনও ত' এরূপ ভাবে ডাকিয়া পাঠান না!" মধুরাও নৃপতির তরবারি তাঁহার কটিদেশে বাঁধিয়া দিলেন। সকলে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হেম অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু দেবলরাজ বলিলেন, "হেম, চল, রাজপ্রাসাদে দুর্গার সহিত দেখা করিয়া আসিবে।" দুর্গা দেবলরাজের ভগিনী—বয়সে হেম অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও দুই জন পরস্পরকে ভালবাসিত। দেবলের নিমন্ত্রণ শুনিয়া হেম সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল।

মধুরাওয়ের আপত্তি সত্ত্বেও দেবরায় নিজের আরবী ঘোটকের উপর তাঁহাকে আরোহণ করাইলেন ও হেমকে আপনার হরিৎ অঙ্গাবরণে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া দিলেন। দেবলের অশ্বে আপনি আরোহণ করিলেন। দেবল মধুরাওয়ের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব লইয়া চলিলেন। দুই জন অনুচর মশাল লইয়া অগ্রে

চলিল। মশালের দীপ্ত-শিখা অশ্বগুলির স্বর্ণখচিত সজ্জার উপর প্রতিফলিত হইয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। প্রাসাদ-অভিমুখে সকলে অশ্বচালনা করিলেন।

স্থানে স্থানে সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী তারকার হার গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে গৃহশ্রেণী;—দ্বার-সম্মুখে সিংহ-শার্দ্দূলের প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি—নক্ষত্রালোকে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছিল। পথে লোক-চলাচলের বিরাম নাই—দেহে ফুলের রাশ—প্রফুল্লচিত্তে সকলে ভ্রমণ করিতেছে!—অশ্বারোহীদের দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল, কোন সামন্ত আবাস-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মায়াপ্পা দেবরায়ের পিতৃব্য। যৌবনে তিনি অসামান্য বীর ছিলেন। যখন প্রৌঢ় হইলেন, তখনও সে বীরত্ব অটুট ছিল। সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে সিরুগুপ্পা দুর্গে বসিয়া তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তার পর সহসা কি কারণে যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বিজয়নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া তিনি সংসারের কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন না; ধর্ম্মচর্চ্চাই জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার দেহ এককালে দেবরায়ের অপেক্ষা উন্নত ছিল; উপবাস ও অক্লান্ত উপাসনায় তাহা কথঞ্চিৎ কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। শরীরের অস্থি অস্থরের মত ছিল বলিয়া এখনও শরীর ক্ষীণ দেখায় না, কিন্তু নিকটে আসিলে বুঝা যায়, সে দেহ একটী প্রকাণ্ড কঙ্কাল—উপরে চর্ম্মের আবরণ। কেবল চক্ষের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সে চক্ষু এত উজ্জ্বল যে, অধিকক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকা অসম্ভব। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পৌঁছাইত।

মায়াপ্পা প্রাসাদকক্ষে পাদ-চারণা করিতেছিলেন, এমন সময় দেবরায় ও মধুরাও তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবলরাজ হেমকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মায়াপ্পা বলিলেন, "আজ মন্দিরে গিয়াছিলাম, লোকাচার্য্যদেব বলিলেন যে, ভাবী সম্রাজ্ঞীকে দেখিবার জন্য দূত প্রেরিত হইয়াছিল এবং সে ফিরিয়া আসিয়াছে; আরও শুনিলাম, তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের মহারাণী হইবার উপযুক্ত।" দেবরায়ের মস্তক অল্প নমিত হইয়া পড়িল। মায়াপ্পা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন, "ব্রাহ্মণ সত্য ভিন্ন অন্য কথা বলেন না। ও সংবাদ আমাকে পূর্ব্বে দাও নাই বলিয়া আমি একটুকুও দুঃখিত হই নাই। ভগবান্ বিঠলদেব আমার পার্থিব সকল চিন্তা হরণ করিয়াছেন, কেবল সাম্রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা মন হইতে দূর হয় নাই। আর দেবদেবের নিকট প্রার্থনা, সে চিন্তা যেন কখনও না যায়; কারণ, এ দেশ তাঁহারই আশ্রিত। বৎস! বদন উত্তোলন কর, লজ্জিত হইতেছ কেন?—মুদ্‌কলে বিবাহের দূত প্রেরণের কোন ব্যবস্থা করিয়াছ কি?" দেবরায় পিতৃব্যের চরণতলে নিপতিত হইলেন। মায়াপ্পা সস্নেহে তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন, "উঠ বৎস! কোন অপরাধ হয় নাই! যদি ব্যবস্থা করিয়া থাক, উত্তম করিয়াছ। দূত হইয়া আমারই যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইবে না। মধুরাও! আর যাইতে পার তুমি!" মধুরাও সহাস্যে বলিলেন, "আমিই যাইতেছি।" মায়াপ্পা বলিলেন, "ঠিক্ হইয়াছে। বৎস, তোমার বুদ্ধির কি ভুল হয়! কিন্তু বোধ হয়, একটি ভুল করিয়াছ। আমাদের বংশের সেই

স্বর্ণহার মধুরাওকে আনিয়া দাও।" দেবরায় নতমস্তকে আপন তরবারির রত্নমণ্ডিত মুষ্টিটী লইয়া খেলা করিতেছিলেন; অবনতমুখেই বলিলেন, "সে হার দেওয়া হইয়াছে।" সোল্লাসে মারাপ্পা বলিলেন, "দেখেছ, মধুরাও! ঠিক্ বলি কি না! আমাদের বংশে দেবরায়ের মত বুদ্ধিমান্ কেহ জন্মাইবে না। রাজার বীরত্বও চাই, বুদ্ধিও চাই! কন্যা আনিতে আর কে যাইবে? লোকাচার্য্য?"—দেবলরাজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, সম্রাজ্ঞীকে আনিতে আমিও যাইব, দাদা! অনুমতি দিন। দেবরায় কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা বলিলেন, "না দেবল! তাহা হইতে পারে না। ও ভার মধুরাওয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। তোমাকে আমার সহিত দক্ষিণে যাইতে হইবে। আগে যাহা বলিতেছিলাম, শেষ করি; তাহার পর আমার কথা হইবে। লোকাচার্য্যদেব সঙ্গে যাইলেই ভাল হইত কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়াছেন, দেখিয়া আসিলাম। আমি এখনি দক্ষিণে প্রস্থান করিব। ইচ্ছা আছে যে, নববধূর মস্তকে শিবসমুদ্র ও সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের বারি বর্ষণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। ধন-রত্ন নাই যে, যৌতুক দিব। আর রাজমহিষীর ধন-রত্নের অভাব হইবে না। দেবল! তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।" দেবল বিনীতভাবে বলিলেন, "ভালই হইবে, দক্ষিণে আমি কখনও যাই নাই—এইবার দেখিয়া আসিব। মারাপ্পা বলিলেন, "আমি এখনি যাইব, কেবল বধূ আনিবার আয়োজন হইয়াছে কি-না জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। মধুরাও! সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন তুমি-আমি একসঙ্গে আর কখনও যাত্রা করিব না। তুমি অশ্বারোহণে উত্তরে যাইবে, আমি পদব্রজে দক্ষিণে যাইব। শেষ কথা, মধুরাও! বিবাহ তুমিই দিও। আমি সন্ন্যাসী;—না থাকিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। এই মহানবমীর আনন্দের মধ্যে যদি আনন্দরূপা রাজলক্ষ্মীর আগমন হয়, তবে বড়ই সুখের হয়। ভগবান্ বিঠলদেব দেবদেব বিরূপাক্ষের কৃপায় যেন এ পুরলক্ষ্মী অচলা হইয়া এ রাজ্যে অধিষ্ঠান করেন।"

যাইতে যাইতে মারাপ্পা পুত্রকে কহিলেন, "দেবল, বিবাহের কথা কি দুর্গার নিকটে অবগত হইলে?" দেবল নম্রভাবে বলিলেন, "হাঁ পিতা।" মারাপ্পা দেবলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাকে মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি প্রাসাদ পর্য্যন্ত আসিলে কেন?" দেবল উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "হেম দুর্গার সহিত দেখা করিতে গেল, তাই তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।" মারাপ্পা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

পরদিন প্রত্যূষে প্রধান নায়ক কয়েকজন নির্ব্বাচিত অনুচরের সহিত মুদ্কলে যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে কনিষ্ঠ পুত্রের দুর্গে এক-রাত্রি যাপন করিয়া তৃতীয় দিনে মুদ্কলে উপনীত হইলেন। প্রভাতে কৃষক তিম্মা লোক-সমাগম দেখিয়া বিস্মিত হইল। গ্রামবাসিগণ চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া উৎসুক-নয়নে চাহিয়া রহিল। যখন দেবরায়-প্রদত্ত সেই স্বর্ণহার বাহির করিয়া প্রধান নায়ক কৃষককে তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা অবগত করাইলেন, সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। মধুরাও কহিলেন, "এ হার বিজয়নগরের রাজমহিষীর জন্য।

শিবিকা প্রস্তুত, আপনাদের জন্যও বাহক রহিয়াছে। রাণীকে লইয়া আপনারা বিজয়-নগরে চলুন। অপরিসীম উল্লাসে কৃষকের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কৃষক-নন্দিনী প্রীতা দ্বারান্তরাল হইতে সবই শুনিল। কৃষক গৃহা-ভ্যন্তরে আসিয়া দেখিল, শিশিরসিক্ত পদ্মের ন্যায় অশ্রুমুখী প্রীতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। প্রীতা বলিল, "বাবা, এ সৌভাগ্যে কাজ নাই। রাণী হইলে আপনাদের নিকট হইতে চিরকালের মত বিদায় লইতে হইবে। আমাকে কখনও রাজবাড়ীর বাহিরে আসিতে দিবে না।" কৃষ-কের হর্ষোৎফুল্ল বদন হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত দীপ্তি চলিয়া গেল। সে কহিল, "কেন মা! রাজ-ঐশ্বর্য্য কে এমন করে পায়ে ঠেলে? রাজপ্রাসাদ বাহির হইতে শোনা যায় কত সুন্দর! ভিতরে একবার যাইলেই দেখিবি সেই-ই স্বর্গ।" অবিচলিত কণ্ঠে প্রীতা বলিল, "এই কুটীরই আমার স্বর্গ।—আমার পালিত এই সব জীব আমার সাথী! সম্মুখে ঐ সোণালী রঙের মাঠ আমার নন্দন-কানন, আর আপনি ও মা আমার দেবতা!" ব্যথিত-কণ্ঠে কৃষক বলিল, "মা, এতদিন তো'কে বলি নি, তুই যখন ছোট ছিলি, এক ব্রাহ্মণ তোর হাত দেখিয়া আমাকে গোপনে বলেছিলেন যে, তুই রাজপুত্র-বধূ হ'বি। এতদিন সে কথা প্রকাশ করি নি। আজ যখন সে সময় এসেছে, ইচ্ছা করে এরূপ করিস্ নে।" প্রীতার মাতা এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "প্রীতা এতেই আমাদের সুখ, তুই যদি সুখী হোস্—।" কন্যা বলিল, "মা! আমি সুখী হ'ব না। তুমিও আমার বিরুদ্ধে হ'লে!" প্রীতা কাঁদিয়া ফেলিল। কৃষক তখন বলিল, "না মা! কেঁদ না। আমি গিয়া এখনি দূতকে বিদায় দিতেছি।" প্রীতা রোদন-সংবরণ করিয়া বলিল, "বাবা, ঘরে দুধ আছে, আর গোয়াল-ঘরের উপর খড় বাঁধা আছে। এত-খানি রাস্তা ছুটে ওদের ঘোড়া আর ওরা নিজেও ক্লান্ত হয়েছে। ওদের এই সব দিয়ে বিশ্রাম করতে বলুন; তার পরে যেন যায়।" "হাঁ, মা, তাই হবে" বলিয়া কৃষক বাহিরে গেল।

গ্রামবাসিগণ তিস্মাষ সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিতেছিল। কৃষক আসিয়া দেখিল, অশ্বারোহিগণ থলি হইতে ছোলা বাহির করিয়া বাহনকে দিতেছে; কয়েকজন বাহক শিবিকার উপরে পতিত পথধূলি পরিষ্কার করিতেছে; নেতা অধীরভাবে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেছেন। কৃষক আসিতেই মধুরাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কত বিলম্ব?" কৃষক যুক্তকরে কহিল, "মহারাজকে বলিবেন, তিনি যেন দীনের অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার কন্যা তাঁহার মহিষী হইবে না।" প্রধান নায়কের ভদ্রভাব বিদূরিত হইল,—তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "একজন কৃষকের এতদূর স্পর্দ্ধা! তুমি তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিতে পার বটে, কিন্তু আমরা অমান্য করিব না। রাজমহিষী আনিতে আসিয়াছি, রাজমহিষী লইয়া যাইব। কাহার সাধ্য বাধা দিবে?"

"মুদ্‌কুল সুলতান ফিরোজ শাহার সাম্রাজ্যভুক্ত যেন মনে থাকে।" মধুরাও ফিরিয়া দেখিলেন বক্তা এক জন বীরোচিত-পরিচ্ছদ-ধারী সুপুরুষ বলিষ্ঠকায় যুবা,—সঙ্গে অস্ত্রধারী কতিপয় অনুচর। যুবার কথা শেষ হইতে না হইতে নিশীথাকাশে বিদ্যুৎপ্রভ

ন্যায় প্রীতা কৃষকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আরক্ত নেত্র হইতে জ্বালাময়ী অগ্নি-শিখা বহির্গত হইতেছিল,—নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, বসনোপরি ন্যস্ত করাঙ্গুলী ঘন ঘন বিকম্পিত। তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধস্বরে প্রীতা কহিল, "সৈনিক! আমি যদি পুরুষ হইতাম, তোমার কথার প্রতিফল দিতাম। তুমি পিতার অপমান করিয়াছ। কি বলিব, আমার ক্ষমতা নাই। তবে এ-কথা স্মরণ রাখিও প্রীতাকে জীবিত লইয়া যাইতে পারিবে না।" বলিতে বলিতে সে পার্শ্বস্থ এক জন সৈনিকের কটিবন্ধস্থিত ছুরিকা সহসা উন্মুক্ত করিয়া লইল। সে তেজোমণ্ডিত অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। দণ্ডনায়ক সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া বলিলেন, "মাতঃ, পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করুন। যে দিন আপনার হস্ত হইতে ভিক্ষা-মুষ্টি গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই দিনই ভাবিয়া-ছিলাম যে, চিরদিন ধরিয়া আমার পুত্রগণ আপনার পুত্রগণের হস্ত হইতে বিজয়নগরের সভাগৃহে অনুগ্রহকণা লাভ করিবে।" ক্ষণ-কাল থামিয়া আবার বলিলেন, "মাতঃ! মত কি পরিবর্ত্তন হইবে না?" দৃঢ়স্বরে প্রীতা কহিল, "না। দরিদ্র কৃষক-কন্যা মহাবলশালী বিজয়নগর-সম্রাটের পত্নী হইবার উপযুক্ত নহে। সৈনিক! হিন্দুসাম্রাজ্যে রাজকন্যার অভাব নাই। আমি রাজ-অন্তঃপুরে বন্দিনী হইতে চাহি না।" মধুরাও বলিলেন, "বন্দিনী নহে, মাতঃ! বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞী। ঐ হেম-হার তাহার সাক্ষী।" প্রীতার নেত্র আবার জ্বলিয়া উঠিল। "লোভ দেখাইও না, সৈনিক!" বলিয়াই পিতার নিকটে সে উল্কার ন্যায় উপস্থিত হইল; পিতাকে কহিল, "বাবা! হার এখনি ফিরাইয়া দিন। আর সৈনিক শ্রবণ করুন, পিতার চরণ ছুঁইয়া শপথ করিতেছি, জীবন থাকিতে কখনও বিজয়-নগরের প্রমোদ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব না।" মধুরাও ভাবিলেন, একবার বলিবেন যে সম্রাট্ অবিবাহিত; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিছুতেই ফল হইবে না। খেদ-মিশ্রিত স্বরে তিনি বলিলেন, "মাতঃ! বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম! সে আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।" অনুচরবর্গ কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল। মধুরাও আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হও, এখনি প্রস্থান করিব।" আবার প্রীতার অভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন, "মাতঃ! বিদায় লই, সন্তানের অপরাধ লইবেন না।—তিষ্মা! আমি রূঢ় হইয়াছিলাম, সে কথা মনে রাখিবেন না।"

মধুরাও অশ্বের নিকটে যাইলেন। প্রীতার রোষ চলিয়া গিয়াছে। সে পিতার প্রতি চাহিল। তিষ্মা হার ফিরাইয়া দিয়া অদূরে বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল, সে চাহনির অর্থ বুঝিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রীতা আপনিই মধুরাওকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিতে যাইতেছিল,—নয়ন উত্তোলন করিয়া দেখিল, এক সুন্দরকান্তি যুবা যোদ্ধার বেশে প্রশংসাব্যঞ্জক অপলকচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রীতার নেত্রপল্লব নামিয়া পড়িল। অনুরোধ আর করা হইল না। প্রধান নায়কের শেষ অভিবাদন সে আর দেখিতে পাইল না। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিজয়নগরের সেনাদল চলিয়া গেল। শূন্য শিবিকা স্কন্ধে করিয়া বাহকগণ পশ্চাতে চলিতে লাগিল। যুবক সৈনিকও তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অনুচরবর্গের সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল। (ক্রমশঃ)

ভাবী নরপতির ভারতাগমন।

রণ-অভিনয় করি উদ্‌যাপন,
বৃটীশ-গৌরব করিয়া স্থাপন,
বিজয়-পতাকা বাঁধিয়া মাথায়
কে আসিছে অই ভারত-বেলায়!

ভাবী নরপতি আজ ভারতের
আসিছেন হেথা দেখিতে মোদের,
রাজ-রাজোয়ারা আমীর-ওম্‌রা,
জাগ্রত সবাই পেয়ে নব সাড়া!—

এস তুমি আজ্ ভাবী নরপতি,
দেখ চেয়ে এই ভারতের প্রতি ;
দেখ আজ্ তারা দেখ এক প্রাণে
গায় তব গুণ, গায় এক তানে!

আজো সেই দৃশ্য আজো মনে পড়ে—
তব পিতামহ উৎসাহ-অন্তরে,
তোমারি নামেতে তোমারি ভাবেতে
আসিলেন এই পবিত্র দেশেতে!
পিতাও তোমার সে-দিন সুক্ষণে
এসেছেন হেথা মহিষীর সনে!

আসিয়াছ তুমি ভালই হয়ে'ছে,
দেখিবার তব কতই রয়ে'ছে!—
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য যেখানে সেখানে!
অন্ন বস্ত্র, পেট অন্ন নাহি জানে!
ষ্ট্রাইক্, বয়কট্, সহ- যোগিতা বর্জ্জন,
ব্যাপিতেছে সারা ভারত জীবন!
"খিলান্-ওয়ালা" "মপলা"-বিদ্রোহে
দেখ কি অশান্তি আমাদের গৃহে!—
অনর্থক কতই অশুভ ঘটনা
ভারত-জননী বিষণ্ণ-বদনা!
দেখ চেয়ে আজ্, ভাবী নরপতি,
দেখ দেখ চেয়ে ভারত-দুর্গতি!

এ সব দেখেও তুমি দেখো তবু ফিরি
উত্তরেতে লম্বমান "হিমালয়" গিরি,
পূরবেতে "পূর্ব্বঘাট" পশ্চিমে "পশ্চিম-ঘাট"
মধ্যে 'বিন্ধ্য', 'আরাবলী', গিরি 'নীলগিরি'!
এ-ভূমে বেজেছে সেই গোপালের বাঁশরী
এ-ভূমে নারদ ঋষি বীণা-যন্ত্র ধরি
গেয়েছেন হরিনাম সাধনায় সিদ্ধকাম,
এই ভূমে হরিনামে গোরাঙ্গ সন্ন্যাস,
শাক্যের নির্ব্বাণ হেথা—বাসনা-বিনাশ!

এই স্থানে হরিনামে জগাই, মাধাই
তরেছেন দিয়ে শুধু নামের দোহাই,
এই স্থানে তপস্যায় বল্মীকে বাল্মীকি হয়,
মহাদস্যু মহামুনি হয়েছেন হেথা,
শুনে যাও সেই সব পৌরাণিক কথা!

এই স্থানে যুধিষ্ঠির, রাজর্ষি জনক,
আদর্শ নৃপতি রাম প্রজার রঞ্জক,
এই স্থানে সীতা, সতী খনা, গার্গী লীলাবতী,
মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী, মীরা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী,
সবার জনম-ভূমি—দেখ এলে যদি।

আসিয়াছ তুমি, ব'লো গিয়ে ফিরে
জনক "জর্জ্জরে", "মেরী" মহিষীরে,
বলিও তাঁহারে, পিতামহী যিনি
"আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া" সবার জননী,
বলো গিয়া সবে ভারত-বারতা
উপন্যাস নহে—অতি সত্য কথা!
ব'লো তুমি ব'লো, কোটী কোটী প্রজা
জানে না কিছুই—জানে মাত্র রাজা!

দেখেছ সেদিন দেখেছ সকলি
পঞ্জাবী, পাহাড়ী, নেপালী, বাঙ্গালী,
সবে সব ভুলি, ধন, মান, প্রাণ,
দাঁড়ায় সমরে ভারত-সন্তান।
ভারত-জননী ভারত হইতে
ভারত-ললনা অন্তঃপুর হ'তে
সন্তানে, স্বামীরে ভীষণ সমরে
দিয়াছেন যেতে নির্ভীক অন্তরে!
রাজার কল্যাণে প্রজার কল্যাণ
রাজার সম্মানে প্রজার সম্মান,
রাজার রাজ্যেতে স্বরাজ প্রজার
দেখছ এ-সব তুমি হে কুমার!
রাজ-ভক্ত প্রজা রাজার কল্যাণে
ক্ষুব্ধ নহে তারা রাজাজ্ঞা পালনে।
ভারত-নিবাসী পুরুষ-রমণী

রাজ-ভক্ত জাতি রাজারেই জানি
প্রাণ দিতে চায় রাজার আজ্ঞায়
প্রাণ দিতে চায় সমরে স্বেচ্ছায়,
প্রাণ দিতে চায় রাজার কল্যাণে।
ব'লো তুমি গিয়া বলিও বৃটনে !—

উপন্যাস নহে ভারতের কথা,
ইতিহাসে রবে ভারত-বারতা।
কি বলিব আর নৃপতি-নন্দন,
ভুলো না তোমার ভারতে কখন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সমালোচনা।

'The Heavens unveiled'—ইহা কলিত জ্যোতিষের একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ঃ—(১) জ্যোতির্বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদিগকে সহজ ও অতিসরল ভাষায় শিক্ষা দেওয়া, (২) সন্দিগ্ধ-চেতাদিগকে এই শাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব উপলব্ধি করান এবং তৃতীয়তঃ যাঁহারা নিজ-জীবনের বৃত্তান্ত অন্যকে না জানাইয়া যাহাতে কেবলমাত্র নিজেরাই জানিতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থটীকে ৫টী অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন্। প্রথম অধ্যায়ে ২৭টী নক্ষত্রের তালিকা এবং কোনও ব্যক্তির নাম হইতে তাহার জন্ম-নক্ষত্র-নির্দ্ধারণ-প্রণালী, ও দ্বাদশ মাসের ফল-গণনা অতি সরল ইংরাজি ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্ম-নক্ষত্র হইতে রাশি স্থির করিবার নিয়ম, তৃতীয় অধ্যায়ে নক্ষত্রের স্থিতিকাল-নিরূপণ এবং বিভিন্ন রাশির ব্যক্তিগত ফলও বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরাজি ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের প্রত্যেক চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে যে যে নক্ষত্র হইবে, তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। কাহারও কোনও মাসের ফল জানিতে হইলে, এই পঞ্জিকা হইতে সেই মাসের নক্ষত্র নির্ণয় করিয়া ও পূর্ব্বাধ্যায়ের সাহায্যে জন্ম-নক্ষত্র স্থির করিয়া উভয়ের দূরত্ব গণনা করিতে হয়। তৎপর সেই সংখ্যাকে ৭ দিয়া গুণ ও গুণ-ফলকে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগ-শেষের সংখ্যা-অনুসারে ফল-বিচার করিতে হয়। ৫ম অধ্যায়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা আয়ুঃকাল নিরূপণ, কর্ম্মারম্ভকাল প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৪র্থ ও ৫ম ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়েই শিক্ষার্থীর জন্য উদাহরণ ও বহু অনুশীলনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীর যে প্রভূত উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাম হইতে নক্ষত্র-নিরূপণ-প্রণালী (শিবের প্রণালী) কেবল মাত্র যাঁহারা জন্ম-নক্ষত্রাদি বা জন্ম-সময় অবগত নহেন, তাহাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। চান্দ্র-মাসের গণনা চন্দ্রের মধ্যম-গতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়ায় এতদ্দেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে ইহার ফল সর্ব্বত্র সত্য না হওয়ার সম্ভাবনা। এ-দেশের জ্যোতির্বিদ্‌গণ রাশিচক্র-অনুসারেই ফল স্থির করেন। পরিশেষে বক্তব্য এরূপ, অল্প-পরিসর গ্রন্থে এই জটিল বিষয় অতিসরল ও সকলের বোধগম্য ইংরাজি ভাষায় বিরচিত করিয়া গ্রন্থকার সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন্। কিন্তু মাত্র ৮৪ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পুস্তিকার ২৲ (দুই টাকা) মূল্য অবশ্যই অধিক বলিতে হইবে। পুস্তকের প্রাপ্তি-স্থান—Proprietor, Premier Astrological Bureau, Chodavaram, Vizagapatam, (South India).

January. Reg. No. C. 134

৫৯ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পৌষ, ১৩২৮—জানুয়ারী, ১৯২২।

সূচী

৪৩ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, করুণা প্রেসে শ্রীঅমূল্যচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারিআনা) মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 701. January, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।	পৌষ, ১৩২৮। জানুয়ারী, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭০১ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

ভিখারী জগৎ।

অনন্ত বিশ্বের মাঝে
অনন্ত ভিখারী সবে,
অনন্ত প্রাণের মাঝে
যাচিছে অনন্ত রবে!
দ্বারেতে দ্বারেতে কেহ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাগে,
নীরবে হৃদয়-মাঝে
কারে খুঁজে অনুরাগে!

কাহারো নয়ন তৃষা
ভাষায় প্রকাশি গায়,
অব্যক্ত কাহারো তৃষা
অশ্রু-সনে ঝরে যায়!
কাহারো গোপন কথা
গোপনে শুকায়ে যায়,—
জীবন-আহুতি সনে
শ্মশানের বহ্নিপ্রায়!

শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা।

চিত্রকলা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আমরা আজকাল 'Reality Reality' (বাস্তব বাস্তব) করিয়া খুব চিৎকার করি। থিয়েটরে গিয়া বলি, "লোকটা কি Natural অভিনয় কচ্ছে!" একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বলি—"বইখানা Realistic." স্বীকার করি Realism এবং Naturalness এর প্রয়োজন আছে। তবে এ-কথাও ঠিক্ যে আর্ট বলিতে বাস্তব ছাড়াও অনেকখানি বুঝায়। বস্তুতঃ, আর্ট Idealism বা আদর্শবাদের নামান্তর—আর্ট ভাবপ্রধান। দিগ্বিজয়ী জর্ম্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটে (Goethe) বলেন—"In fact Art is called Art, because it is not Nature!"—অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া নহে বলিয়াই আর্টকে আর্ট

বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেন, "যে কোন জীবিত মনুষ্যের সহিত আর্টের মানুষের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, জীবিত মনুষ্যটী অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী; কারণ, আর্ট প্রকৃতি অপেক্ষা সম্পূর্ণতর।" প্রকৃত-পক্ষে, চিত্র ঠিক্ স্বাভাবিক হইতেই পারে না। শিল্পীকে কিছু সংযোগ-বিয়োগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে আর্ট অস্বাভাবিকও হইতে পারে না। মানুষ আঁকিতে গিয়া কোন শিল্পী তিন-খানা হাত অথবা চারিখানা পা আঁকিতে পারে না। শিব গড়িতে বানর-গড়া শ্রেষ্ঠ শিল্পের পরিচয় নহে। কিন্তু কেহ যদি বলেন, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ এবং বর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই, তাহা হইলে ব্যাপারটা অনেকটা কংস-রাজার "বদ করনাইস্" এর মত হইয়া পড়ে এবং ললিতকলার পক্ষে কতকটা অবান্তর হয়। কেহই বলিতে পারে না, মানুষের কোন্ অঙ্গের স্বাভাবিক মাপ কি। কোন দু'জনের মাপ অনুরূপ নয়। 'ভিনাস অফ্ মাইলো' প্রাচীন গ্রীক্-ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ বিখ্যাত মূর্ত্তিটীর সহিত অনেক প্রসিদ্ধ সুন্দরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের তুলনা করা হয়;—তাহাতে দেখা যায় যে, মূর্ত্তির সঙ্গে কাহারও সমুদয় মাপ মিলে নাই। বাস্তবিক প্রয়োজন-অনুসারে শিল্পী আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতির কিছু ইতরবিশেষ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। কাব্যে আমরা ডমরু-মধ্য, পদ্মপলাশ-লোচন, আকর্ণচক্ষু, কুন্দদন্ত প্রভৃতিতে আপত্তি করি না; কিন্তু চিত্রে ঠিক্ বাস্তবটী না দেখিতে পাইলে ক্ষুব্ধ হই। ইহাকে Bias বা জেদ্ ব্যতীত আর অন্য নামে অভিহিত করা চলে না। সেক্স্‌পিয়ার গাহিয়াছেন,—"নিকষিত হেমকে রঞ্জিত এবং লিলিকে চিত্রিত করিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা।" কথাটা সত্য; কিন্তু প্রকৃতির তাবৎ বস্তুই কিছু কষিতকাঞ্চন বা লিলি নহে। সুতরাং, প্রকৃতির মধ্যে নির্ব্বাচন করিবার এবং রং ফলাইবার বস্তুরও নিতান্ত অভাব নাই। ভিক্টর কাসিন্ বলেন, "বাস্তব-বর্জ্জিত আদর্শে প্রাণের অভাব লক্ষিত হয়, অপর পক্ষে আদর্শ-বর্জ্জিত ভাবে নিছক সৌন্দর্য্যের অভাব দৃষ্ট হয়;—সৌন্দর্য্য অসম্পূর্ণ প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণমাত্র নহে।" অনেকে আপত্তি করেন, নিসর্গচিত্র বাস্তব (true to Nature) নহে। কিন্তু বাস্তব বলিতে কি বুঝায়? মনোনয়নে পূর্ব্বদৃষ্ট কোন নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করুন্, দেখিবেন্, পর্ব্বত-গুলি উচ্চতর, গুহাসকল দুনিরীক্ষ্য, দুরব-গাহ! মোটের উপর বাস্তবের সহিত তাহার অন্তর বিস্তর। সুতরাং ধারণা (Impression) অনুযায়ী হইলেই তাহাকে 'বাস্তব' (True and Exact) বলিব, অন্যথা নহে। রাণা প্রতাপসিংহকে আমি চাক্ষুষ দেখি নাই—তাঁহার বীরত্বের, ত্যাগের, স্বদেশপ্রাণতার সহস্র কাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে তাঁহার একটী রূপ খাড়া করিয়াছি। এই রূপটী তাঁহার বাস্তব-রূপ নহে, তাঁহার আদর্শ-রূপ। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন লেখকের পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা কোন শিল্পীর শিল্পের আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে একটী ধারণা পোষণ করি—তাঁহার আকৃতি-সম্বন্ধে যে কল্পনাটী করিয়া রাখি, তাহার সহিত বাস্তব-মনুষ্যের প্রভেদ অনেক।

কল্পনার আদর্শের সহিত বাস্তব-লোকটার মিল হয় না বলিয়া আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হই। কারণ আর কিছুই নয়, কেবল আমাদের আদর্শের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ। অপর পক্ষে, যে ব্যক্তি প্রতাপের ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া নিজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বসে, সে জিনিসটাকে একেবারে মাটী করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, আমার মনের ভাব কিরূপ হইত এবং প্রতাপের কিরূপ হওয়া সম্ভব ছিল, এ দু'য়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সুতরাং, যে অভিনেতা আদর্শের স্বরূপটী যতটা পরিমাণে দেখাইতে সমর্থ হইবে, সে তত স্বাভাবিক অভিনয় করিল, বলিতে হইবে। সাহিত্যের কথা তুলিয়া এখানে সময় নষ্ট করিতে চাই না। 'ফোটো-গ্র্যাফি'ও প্রতিকৃতি-চিত্রের এইখানেই বৈষম্য। আলোকচিত্র শুধু মানুষের বাহ্যঅবয়বটী আঁকিয়া দেয়, কিন্তু মানবহস্তলিখিত চিত্র বাহ্য অবয়বের সহিত মানুষের অন্তরের চিত্র অঙ্কিত করে। মনস্বী কার্লাইল বলিয়াছেন—"অনেক সময়ে কোন লোকের একখানি প্রতিকৃতি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বহুসংখ্যক জীবনেতিহাসের চেয়েও শিক্ষাপ্রদ অথবা প্রতিকৃতি একটী জলন্ত দীপশিখার মত, যাহার সাহায্যে মানবের জীবনেতিহাস অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কাররূপে পাঠ করা যাইতে পারে।" নেপোলিয়ন একজন দিগ্বিজয়ী বীর ও অলৌকিক প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। আলোকচিত্রের কৃপায় আমরা তাঁহার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ বহুবার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে মূর্ত্তি আমাদের মনঃপূত হয় নাই? ঐ কি সেই নেপোলিয়ন, খর্ব্বকায় একটী সাধারণ মানুষ? আর ঐ তাঁহার অশ্ব নিতান্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত—একান্ত সাধারণ? নেপোলিয়নের আকৃতি-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকৃত নেপোলিয়ন হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার অলোক-সামান্যত্ব দেখাইবার ক্ষমতা আলোক-চিত্রের নাই; নেপোলিয়নের বিশেষত্ব ফুটাইতে সমর্থ চিত্র-কলা—ফোটো এখানে অকিঞ্চিৎকর। Real বা স্বাভাবিক (ইহার সাধারণ অর্থে) হইলেই যদি সব জিনিস শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে আজ এঞ্জিলো, র‍্যাফেল, ডাভিঞ্চি, টার্ণার টিশিয়ন, রুবেন্স, ভ্যানডাইক্, সার্ জোশুয়া, অবনীন্দ্র, নন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্রের মূল্য এত অধিক হইত না,—তাহা হইলে আজ আর্টের উপর আলোকচিত্রের বিজয়কেতন পত্-পত্-শব্দে উড্ডীয়মান দেখিতে পাইতাম।

নিম্নশ্রেণীর চিত্রকরগণের একটী মহান্ দোষ—তাহারা একজন প্রতিভাবান্ চিত্রকরের অন্ধ অনুকরণ করে, তাঁহার চিত্রসমূহই অধ্যয়ন করে কিন্তু ঐ প্রতিভাশালী চিত্রকর কিসের অনুশীলন করিয়াছিলেন, সে খোঁজ লয় না। তাহাদের বাসনাটা না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার ইচ্ছার মত—দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত করিয়াই গ্রন্থকার হইবার প্রয়াসের মত হাস্যজনক। যিনি যাথার্থই উচ্চাঙ্গের শিল্পী হইবার বাসনা পোষণ করেন, তাঁহাকে প্রকৃতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে হইবে—ঘটনাবায়ু-হিল্লোলে সতত কম্পিত, মানব-হৃদয়ের নব নব ভাবতরঙ্গের অনাহত ধারার সঙ্গে আত্মার একান্ত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে,—মনে করিতে হইবে, এই নিখিল বিশ্বে কুৎসিত কিছুই নাই—সকলই

সুন্দরতমের সুন্দরতার অভ্রান্ত বিকাশ।—এক কথায় "অরূপরতন আশা করিয়া রূপসাগরে" ঝাঁপ দিতে যিনি পারিবেন, তাঁহারই শিল্প-সাধনা ধন্য ও জয়যুক্ত হইবে—তিনিই মানবের মনোমন্দিরে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান থাকিবেন।

"জগতে আমরা যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়; যদি সম্ভবও হইত, তবে সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা চলিত না। বস্তুর আকার ও বর্ণ অনুকরণ করা কতকটা সহজ; কিন্তু কেবল আকার ও বর্ণের একটা অসম্পূর্ণ প্রতিরূপকে ত শিল্পলিপি বলা চলে না। * * * প্রত্যেক রূপ একটী ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকেই। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটী আঁকা তখনই সার্থক, যখন শিল্পী তাঁহার চিত্রিত ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের ভাবমাধুর্য্যের ইঙ্গিত করিতে পারেন।"

কোন একটা দৃশ্য দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া শিল্পী যে ভাবটি অনুভব করেন, তাহার আভাস দেওয়াই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। আভাস বলিলাম এইজন্য যে, একই চিত্র বিভিন্নরুচি লোকের নিকট বিভিন্নরূপে ধরা পড়ে। "ভাবব্যঞ্জক শ্রেষ্ঠ চিত্রের একনামে সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা কঠিন। নাম লিখিয়া না দিলেও যাহা সহস্র দর্শকের কাছে একই বিষয় বলিয়া ধরা পড়ে তাহা পট, আলেখ্য বা চিত্র নয়।" বস্তুতঃ শিল্প ভাবের চিত্র,গাছপালা-লতাপাতা-পাহাড়-পর্ব্বত-জীব-অন্তরূপ ভাষার সাহায্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। চিত্রশিল্পী ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স্ এর ভাষায় বলিতে গেলে চিত্রকর "paints ideas, not objects"—ভাব চিত্রিত করেন, কোন বস্তু চিত্রিত করেন না। এই বিষয়ে পূর্ব্বেই যথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাবপ্রধান চিত্রসমূহের মধ্যে ফ্রেডরিক ওয়াট্‌স্ এর অঙ্কিত "আশা"-নামক রমণীর আলেখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসীমশূন্যের মধ্যে একটী নারী দুলিতেছে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বদ্ধ।—ইহাই উক্ত চিত্রের পরিকল্পনা। কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী! আশা অন্ধ, সে চক্ষু মেলিয়া চাহে না; অসীম শূন্যের মাঝে তাহার বসতি। বাস্তবিক মানুষ কি না আশা করে? সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও চাহিয়া দেখে না,—মাদুরে শয়ন করিয়াও লাখ্‌টাকার স্বপ্ন দেখে। আশার মত শূন্যগর্ভ আর কি আছে? চেষ্টরটন্ বলেন—"এই ছবিখানির সম্মুখে দাঁড়াইলে মানবজীবনের নিগূঢ়তম সত্যটীর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়।" চিত্রকর গিদোরেণের পরিকল্পিত "বিয়াত্রিসে সেঞ্চি" বিশেষজ্ঞ সমালোচকগণের মতে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদ-ভাবব্যঞ্জক চিত্র। জগদ্‌বিখ্যাত র‍্যাফেল-অঙ্কিত "মাতৃমূর্ত্তির" সবিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

ভাবপ্রধান চিত্রাবলির মধ্যেও অনুকরণের অংশ একেবারে নাই, এমন নহে। ডাভিঞ্চির "মোনালিসা"ও অনুকরণ; কিন্তু ইহা সাধারণ অনুকরণ নহে—বাস্তবের ভিত্তির উপর ভাবের অমর নিকেতন—প্রকৃতির সহিত শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুভূতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অনুকরণ নিম্নশ্রেণির চিত্রকরগণের

সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে অনুকরণমাত্রই দোষাবহ নহে এবং অনুকরণের কোনও মূল্য নাই, এ-কথাও ঠিক্ নহে। "উড়িতে যতদিন শক্তি না পাইয়াছি, ততদিন নীড় ও তাহার গণ্ডীর আবশ্যকতা আছেই। গণ্ডীর ভিতরে বসিয়াই গণ্ডী পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়। তারপর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। বাঁধ, চলিতে শিখিবার পূর্ব্বে আমাদের বিপথ হইতে ফিরাইবার জন্য, দাঁড়াইতে শিখিতে দিবার জন্য, চিরদিন ঘরের কোণে আমাদের অশক্ত অবস্থায় আমাদের বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নহে। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নহে, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া যেমন কেহ ধার্ম্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া কেহ শিল্পী হয় না।"* মানবের নূতনের প্রতি অনুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ, মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা অনির্ব্বচনীয়। সীমার পিঞ্জরের মধ্যে মানবাত্মা দুইদিনেই হাঁফাইয়া উঠে, শিকল ছিন্ন করিয়া "নব রে নব নিতুই নব"র সন্ধানে সে বাহির হইয়া পড়িবেই। ভাবের যে একটা মানসিক মহিমা আছে তাহা চিত্র-শিল্পকে উন্নীত করে এবং অন্ধ অনুকারী (mere mechanic) ও শিল্পীর মধ্যে যে একটা প্রভেদরেখা টানিয়া দেয়, সে বিষয়ে সুধীগণ একমত।

অনুকরণ শিল্পসৃষ্টির সহায়ক, চরম উদ্দেশ্য নহে।† শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবনও করিতে হইবে। আর্টিষ্টের পক্ষে কেবল মনোজ্ঞ দৃশ্যের মনোনয়নই যথেষ্ট নয়, তাহা ছাড়া গভীরতর এবং মধুরতর এমন কিছুর যোজনা আবশ্যক, যাহার দ্বারা আমাদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিনিচয় সহজেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। একজন ধনী গ্যিদো-অঙ্কিত রমণী-মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের আদর্শ কোথায়। গ্যিদো তাঁহার সম্মুখে একজন কুৎসিৎ ব্যক্তিকে রাখিয়া একটী সুন্দর ম্যাগ্‌ডালেন্-মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। 'মডেল' যাহাই হউক্, কিছুই যায় আসে না; কারণ, ভাব শিল্পীর হৃদয়ে।

এই স্থানে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। কাব্যের যে প্রয়োজন, চিত্রের প্রয়োজনও কতকটা সেইরূপ—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা জন-সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন। শ্রেষ্ঠ আর্ট-মাত্রেই মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি—মানবমনের উদার ভাবরাশির মণিমঞ্জুষা। কাব্যের ন্যায় চিত্রেও লোকশিক্ষার অংশ কিছু নাই এমন নহে। উভয়ের আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে এক হইলেও পার্থক্য কিছু নাই, এ-কথা বলা যায় না। কাজিন বলেন, "ললিতকলা-সন্দোহের মধ্যে কাব্যের আসনই সকলের উচ্চে; কারণ, কাব্য অনন্তের যতটা আভাস দিতে সমর্থ, এমন কোন কলা নহে; এবং সকল আর্টই বহুল পরিমাণে কাব্যের নিকট ঋণী।" লেসিং বলেন, "একটী কবিতা এক গ্যালারি চিত্রের ন্যায় মূল্যবান্।" সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রশিল্প কোন অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে রূপদান করিয়া তাহার সম্বন্ধে আমাদের অন্তঃকরণে

---

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

† "Imitation is the means, not the end of Art." Avebury.

যেরূপ পরিস্ফুট ধারণার সঞ্চার করিতে সমর্থ, কাব্য সেরূপ নহে। কিন্তু সেই বস্তুটীকে একবার দেখার পর কবি তাহার বিষয়ে এমন অনেক সূক্ষ্মকথা আমাদের জানাইয়া দেন, যাহা চিত্রশিল্পীর পক্ষে অসম্ভব। "শিল্পের রাজ্য পরিমাণ,—কাব্যের রাজ্য সময়"—"Space is the domain of Art, time of Poetry."

চিত্রকর একান্ত ভাবপ্রবণ, শিল্পী কতকটা Practical. কবির পক্ষে একটী (Suggestion) ব্যঞ্জনাই হইল যথেষ্ট, তাঁহার মতে সেটা খোলসা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেই সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহাকে যদি বলা যায়,—ঐ সাদা দাগটী একখানি জাহাজ, আর ঐ কাল দাগটী ঝড়, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন এবং ভাবপ্রবণ কল্পনার সাহায্যে একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবেন। চিত্রকর কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত নহেন, (detail) বাহুল্যের প্রতি তাঁহার খুব নজর; তিনি তুলির পর তুলি টানিয়া প্রত্যেকটী প্রকাশ না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলা বাহুল্য, কবি-প্রকৃতিক শিল্পী এবং শিল্পি-প্রকৃতিক কবিরও অভাব নাই। ভারতীয় চিত্রকরগণ যেন অনেকটা কবিরই মত। উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত "শেষ বোঝা"-নামক সুন্দর চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটী উট নতজানু হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড একটা বোঝা;—সমস্ত আকাশ রক্তিমাভ। এই তিনটী মাত্র বস্তুর সাহায্যে শিল্পী অত্যুদার এক ভাবের আভাস দিয়াছেন। জীবগণ যুগ যুগ ধরিয়া ভগবানের চরণে তাহাদের পাপ-পুণ্যের বোঝা নামাইবার জন্য সম্মুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বোঝা খসিলেই মুক্তি, নির্ব্বাণ। ভগবৎপ্রেমে তাহার হৃদয়-মন ভরপুর রহিয়াছে এবং তাহার হৃদয়ের রঙ্গিন নেশা গগনে পবনে সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বব্যাপী এক হোলির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সামান্য কথায় উচ্চভাব-প্রকাশ বস্তুতঃই কবিজন-সুলভ।

কাব্যে বা কবিতায় একমাত্র মনই কাজ করিয়া চলে; চক্ষুরিন্দ্রিয় পাঠে সহায়তা করে বটে, কিন্তু সে বাস্তবিক কিছু দেখে না। একটী কবিতা পাঠ করিয়া তাহার সমগ্র ভাবটীকে মূর্ত্তিদান করিয়া মনোনয়নে প্রত্যক্ষ করা বিশেষ দুরূহ; তবে চিৎকার করিয়া পাঠ করিলে খুব সহায়তা হয় বটে। কবিতায় মিল (Rhyme) থাকে বলিয়া পাঠ শেষ হইয়া গেলেও তাহার ধ্বনি বা ঝঙ্কার কাণে লাগিয়া থাকে এবং সেই রেশের সাহায্যে আমরা পরিপূর্ণ ভাবটাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি। চিত্রে বাহিরের সমস্ত রূপটা নয়নের মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়; কাজেকাজেই সেরূপটাকে আমরা হারাই না এবং আয়ত্তীভূত সমস্ত সৌন্দর্য্যটাকে নিঃশেষে পান করিয়া লই। প্রকাশের কিছু বাহুল্য থাকায় কাব্যের চেয়ে চিত্র লোকরঞ্জন। একটী কবিতা বুঝিতে হইলে যতটা মানসিক শিক্ষার (Cultureএর) প্রয়োজন হয়, চিত্র বুঝিতে ততটা হয় না। সেই জন্য চিত্রবিদ্যার পর্য্যালোচনায় অপেক্ষাকৃত সহজেই মানবের সৌন্দর্য্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমার মনে হয়, এই একই কারণে, চিত্রের সাহায্যে লোকশিক্ষার

কার্য্য দ্রুততর সম্পাদিত হইতে পারে। "সত্যকথা বলিলে সদ্‌গতি হয়, অতএব সত্য-কথা বলা উচিত"—এই নীতিবাক্যে যতটা কাজ হইবে, এই ভাবাবলম্বনে অঙ্কিত একখানি চিত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হওয়া সম্ভব, এবং এইখানেই চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য আনন্দ-বিতরণ করা—শিক্ষা দান করা নহে। আমার মতে এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে।—সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ, যাহাতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষা লাভ করি। তবে এই শিক্ষার অংশটা আনন্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা উচিত। সংসারে লোকে নিয়তই আমাদের শিক্ষা দিতেছে; "এটা করিও না, এরূপ বলা উচিত নয়, সত্য কথা বলিবে" প্রভৃতি সর্ব্বজনীন উদার নীতিবাক্য অহরহঃ আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। তাহার উপর চারুকলার ভিতরেও যদি নীতিকথা পরিষ্কারভাবে লিখিত থাকে, তবে আর কেহ চারুকলার অনুশীলন করিবে না। মানুষের স্বভাব এই যে, সে কাটাছাঁটা উপদেশের চেয়ে আনন্দের সঙ্গে উপদেশ লাভ করিতে সমধিক ব্যগ্র। সুতরাং আর্টের সীমা হইতে শিক্ষাকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া চলে না। যেমন আর্টের মধ্যে মুখ্যভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, সেইরূপ কি মুখ্য, কি গৌণ, কোন ভাবেই দুর্নীতি প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের শিল্পকলায় অনেক দুর্নীতি-প্রকাশক ব্যাপার আছে, বিশেষতঃ চিত্রকলার মধ্যে। পুরীতে ৺শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের পুণ্যমন্দিরের পৃষ্ঠ অদ্যাপি নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ চিত্রসমূহে পূর্ণ। গ্রীক শিল্পেও আমরা কুরুচির বহু পরিচয় পাই। এই সকল ব্যাপারকে বুদ্ধির সাহায্যে সমর্থন করার পক্ষপাতী আমি নহি। তবে ইহার কারণ অবশ্য একটা কিছু আছেই। বাস্তবিক "শিল্পী তাহার সময়ের সন্তান" কথাটা খুব সত্য। সময় ও আবেষ্টনের প্রভাব আর্টিষ্টের উপর অসাধারণ। কাজে-কাজেই দেশের যখন সাধারণ রুচিবিকার উপস্থিত হয়, তাহার হাত হইতে শিল্পীও অব্যাহতি পান না। দেশের লোক যখন জঘন্য আদর্শের পক্ষপাতী, তখন আমি উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিলেই বা অব্যাহতি পাইব কিরূপে? ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে স্বীকৃত যে, দেশাত্মবোধ ও নৈতিক জাগরণের দিনেই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়;—যেমন ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের যুগ। দেশের নৈতিক দুর্দ্দশার দিনে শিল্পসম্পর্কীয় স্থায়ী কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই।—উদাহরণ-স্বরূপ কবি ড্রাইডেনের যুগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুবিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ তাঁহার "ইন্‌টেন্‌শন্‌স্‌"-নামক গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন, "আর্টমাত্রেই নীতিশূন্য—All art is immoral." আমার মতে আর্ট নীতিশূন্য (immoral) ত নহেই, এমন কি (non-moral) নীতিবিচার-বহির্ভূতও নহে। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ-সুশৃঙ্খলার সহিত বাস করিতে গেলে নীতির সম্মান রক্ষা করিয়া চলা অপরিহার্য্য। সুতরাং, কোন (artistic production) শিল্পলিপির মধ্যে দুর্নীতির পরিচয় পাইলেই তাহার বিচার আমাকে নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কেন না, সেটা শীঘ্রই দেশমধ্যে প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা এবং অশিক্ষিত ও দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্য সহজেই

মনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। অতএব চিত্রে, সাহিত্যে বা ভাস্কর্য্যের মধ্যে কুরুচি থাকা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যুত সেই সকল ভাবেরই প্রকাশ থাকা উচিত, যাহার দ্বারা মন উন্নত হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, ভগবানের অজস্র কৃপার পরিচয়ে মস্তক তাঁহার শ্রীচরণে স্বতঃই নত হইয়া পড়ে।

শ্রীবিনায়ক সান্যাল।

সোণার হার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুরাও বিজয়নগরে পৌছাইয়া অবিলম্বে রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। বাহক ও অনুচরবর্গ সিরুগুপ্পায় থাকিল। প্রধান নায়কের মুখে দেবরায় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "বিজয়নগরের উপযুক্ত মহিষী! তাঁহাকে না লইয়া আসিলেন কেন? কুলবর্গের স্থলতানের ভয়ে?" ক্ষুব্ধ সৈনিক উত্তর করিলেন, "মহারাজাধিরাজের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি নাই,—পদচ্যুত করুন্। এ-বয়সে ও-অপবাদ দিবেন না।" দেবরায় বলিলেন, "সৈন্য প্রস্তুত করুন্, আজই মুদ্‌কল-অভিমুখে যাত্রা করিব।—সে দর্পিণীকে বদ্ধ করিয়া আনিয়া বিজয়নগর-রাজপ্রাসাদের অধিশ্বরী করিব।" মধুরাও কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! বহ্নিকে বন্দী করিলে অঙ্গুলী দগ্ধ হয়।" দেবরায় বলিলেন, "শমীবৃক্ষের ন্যায় সে অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিব।" মধুরাও বলিলেন, "মুদ্‌কল কুলবর্গ-স্থলতানের অধীন; ইহাতে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে।" দেবরায় উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "ভ্রাতার রাজত্বকালে কোন যুদ্ধের পূর্ব্বে ত' এ পরামর্শ দেন নাই! বাস্তবিকই কি আপনার বাহুবল ক্ষীণ হইয়াছে?" একটি রুক্ষ উত্তর মধুরাওয়ের জিহ্বাগ্রে আসিল—দৃঢ় ওষ্ঠাধরের মধ্যে সে উত্তর রুদ্ধ হইল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "প্রধান নায়ক বহুদিনের ভৃত্য, তাহার একটি অনুরোধ রাখিবেন? মুদ্‌কলে আমি যাইব না। সেখান হইতে একবার ক্রীতদাসের ন্যায় নত-মস্তকে ফিরিয়া আসিয়াছি, সেখানে আর বীরদম্ভ সাজে না।" তিনি চলিয়া গেলেন। দেবরায় গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল-পরে প্রধান নায়ক আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে নৃপতির নিকটে আসিলেন। দেবরায়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে যাইতেছিলেন, হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া অভিবাদন করিলেন; বলিলেন, "কল্য মহানবমী উৎসব আরম্ভ হইবে। মহারাজাধিরাজের সম্মুখে দেশ-দেশান্তর হইতে মল্ল, বীর, হস্তী ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে আসিবে। সামন্তগণ আসিয়াছেন, মঞ্চ সজ্জিত হইতেছে। মহারাজাধিরাজ না থাকিলে সকল উৎসব আয়োজন ব্যর্থ। এই বৎসরের প্রারম্ভে লোকাচার্য্য-দেব বলিয়াছিলেন, "এ-বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ বিজয়-নগরের পক্ষে শুভ নয়।" দেবরায় বলিলেন, "ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্য সে-রমণীর সম্বন্ধে গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সে রাজপুত্রবধূ হইবে।

যদি একটা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার ফলে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তবে বীরের ভীত হওয়া উচিত হয় না।” মধুরাও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রতিহারী পুরোহিত-লোকাচার্য্যের আগমন-সংবাদ দিল। ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নৃপতির বিজয়কামনা ও দীর্ঘ-জীবনের আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। আগামী দিনের উৎসবের কথা উত্থাপন করিতেই দেবরায় সমস্ত বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া কহিলেন, 'কাল আমি মুদ্‌কল-যাত্রা করিব, উৎসবের প্রথমে আমার উপস্থিতি সম্ভব হইবে না।” ব্রাহ্মণ স্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন ; সহসা উঠিয়া বলিলেন, “মহারাজাধিরাজ, অভিযান স্থগিত রাখুন্। সুলতানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার অধীন প্রজার কন্যা অপহরণ করিলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবে,—সে যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় হইবে।” বিরক্তি গোপন করিয়া দেবরায় কহিলেন, “সুলতানের সহিত যুদ্ধ আজ কি আমাদের ইতিহাসে নূতন ? যে-দিন বাহমণি-সুলতান মহম্মদ-শা অন্যায়-যুদ্ধে পিতামহ বুক্ককে পরাজিত করিয়া নিরীহ প্রজার রক্তে হস্ত কলুষিত করেন, সেইদিন হইতে এ বিবাদের সূত্রপাত! কৃষ্ণাতীরে পরাজয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যা বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। যদি যুদ্ধই বাধে, শত্রুর রক্তে সে কালিম-রেখা মুছিয়া ফেলিব, সে প্রতিশোধ-জ্বালা নিবারণ করিব।” ব্রাহ্মণ কহিলেন, “যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি না। দেবদেব বিরূপাক্ষ যেন বিজয়নগরের রাজপতাকা চির-বিজয়ী করেন্। কিন্তু যুদ্ধ এ-বৎসর আরম্ভ করিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।” দেবরায় দৃঢ়-স্বরে কহিলেন, “পরাজয়ের ভয়ে বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ রাজপরমেশ্বর বিবাহ-বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন্ না। ব্রাহ্মণ! দেব-মন্দিরে আপনিই কৃষক-দুহিতার কথা বলিয়াছিলেন। সে-কথার স্মরণ হইতেছে না কেন ? 'কৃষককন্যা রাজপুত্রবধূ হইবে'—এই যদি আপনার গণনা হয়, তবে সে গণনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ইহাতে আপনি বাধা দিতেছেন কেন, বুঝিতে পারি না।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “নৃপতির অধীর হওয়া শোভা পায় না ; আর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্যের অমঙ্গল আহ্বান করা রাজোচিত নহে।” দেবরায় একটি ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর করিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী বাক্য শুনিয়া থামিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন, “আপনি মহানবমীর এই কয়দিন অপেক্ষা করুন্, আমি মুদ্‌কলে গিয়া সেই কন্যার কর পুনরায় গণনা করিয়া আসি। কৃষক আমাকে চিনে, কালে যথেষ্ট ভক্তিও করিত। যদি তাহাদের বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারি, তাহা হইলে লোকক্ষয়কর এ দারুণ সমর সংঘটিত হইবে না। দেবরায় কোনরূপে আত্ম-সংযত হইয়াছিলেন, এবার তাঁহার রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি সরোষে বলিলেন, “বিজয়-নগরের মহারাজাধিরাজ একজন কৃষকের নিকট তাহার দুহিতার জন্য বার বার অনুনয় করিয়া পাঠাইবেন! যদি পূর্ব্বের গণনার উপর নিজের বিশ্বাস না থাকে, তবে দেব-মন্দিরে সে-কথার উত্থাপন করিয়াছিলেন্ কেন ? যদি গণনা মিথ্যা বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তবে প্রধান নায়ককে প্রেরণ করা বিজয়নগরের অপমান!—” ব্রাহ্মণ

বলিয়া উঠিলেন, "গণনা মিথ্যা!—" দেবরায় কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সাবধান, ব্রাহ্মণ! বজ্র লইয়া খেলা চলে না। সায়নাচার্য্যের বংশধর বুক্কের বংশধরের নিকট অনেক প্রত্যাশা করিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ রাজার বিচার্য্য-বিষয়।—ইহা ব্রাহ্মণের গণনা-অনুমোদনের অপেক্ষা করে না।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন। মধুরাও ও লোকাচার্য্য শুনিলেন, দূরে উচ্চকণ্ঠে দেবরায় প্রতিহারীকে আদেশ দিতেছেন—"সামন্তগণকে সংবাদ দাও, এখনই মন্ত্রণা-সভা বসিবে।"

প্রধান নায়ক এতক্ষণ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। দেবরায় চলিয়া গেলেন দেখিয়া, তিনি ও পুরোহিত নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে প্রধান নায়ককে কহিলেন, "মধুরাও! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, কৃষ্ণার বর্ষাস্ফীত জলরাশির ন্যায় বিজয়নগর-বাহিনী বাহমণিরাজ্যের উপর পতিত হইবে। তাহার পর বর্ষার অবসানে যেমন নদীতট সঙ্কুচিত কৃষ্ণাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, মুসলমান-সৈন্যের হস্তে বিজয়নগরের সেইরূপ অবস্থা হইবে। কুক্ষণে বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম!" মধুরাও যেন কি ভাবিতেছিলেন; লোকাচার্য্যের কথা কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু হৃদয়গত হয় নাই। কিন্তু শেষের কথাটি হৃদয়ে পৌঁছাইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "ভগবন্! সে রমণীকে রাজেন্দ্রাণী করিবার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাঁহাকে আনিতে পারিলাম না। যদি পারিতাম, বোধ হয়, বিজয়নগরের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকিতেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি এই বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হয়। এখনই মুদ্‌কেল যাত্রা করিব, নৃপতির পৌঁছানর পূর্ব্বেই পৌঁছাইতে হইবে। দেখি, সব দিক্ রক্ষা করিতে পারি কি-না। কিন্তু, মধুরাও! আমার রাজধানী-ত্যাগের কথা যেন গুপ্ত থাকে। তুমি যাও, সভায় তোমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। যদি যুদ্ধ বাধে, দেবরায়কে রক্ষা করিও। সে আমার অপমান করিয়াছে, কিন্তু প্রপিতামহ সায়নের ব্রহ্মতেজের উপর এ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; তিনি স্বহস্তগঠিত এই রাজ্যের শান্ত-শীতল ছায়ায় বসিয়া বেদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন! আমি ইহার অনিষ্ট কামনা করিতে পারি না। আমার নিকট দেবরায় এখনও বালক—স্নেহের পাত্র। আজ যদি মারাপ্পা এখানে থাকিতেন্!—" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মধুরাওয়েরও মনে হইতে লাগিল যে, মারাপ্পা এ-সময়ে এখানে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত।

সামন্তগণ অবিলম্বে রাজসমীপে উপনীত হইয়া সভাগৃহের বহির্ভাগে আপন আপন পাদুকা রাখিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন এবং যুক্তকর ঊর্দ্ধে তুলিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন। দেবরায় মুদ্‌কেল-অভিযানের বাসনা গোপন করিয়া বলিলেন, "সামন্তগণ, সুলতানের সঙ্গে শীঘ্রই সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। মহানবমীর পরেই আমরা রায়চূড় আক্রমণ করিব। আপনারা সমরসাজে সজ্জিত হউন্।" যাঁহারা বর্ষীয়ান্, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ-বাধানর এখন সময় নহে।" একজন যুবক

সামন্ত আস্ফালন করিয়া বলিলেন,"গণ্ডীকোটা-দুর্গাধীশ্বরের, বোধ হয়, কৃষ্ণাতীরের কথার স্মরণ হইতেছে। মহারাজাধিরাজের নিকট প্রার্থনা এবার তাঁহার উপর রাজপুরী-রক্ষার ভার সমর্পিত হউক্।" শিব-সমুদ্র হইতে উত্থিত শ্বেত বাষ্পরাশি প্রভাতের অরুণ-কিরণ-স্পর্শে যেরূপ আরক্তিম হইয়া উঠে, সেইরূপ বৃদ্ধ সামন্তের বদন—শুক্ল কেশমূল-পর্য্যন্ত—ক্রোধ-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! যদি সে যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে, তবে ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে না। তোমার পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কৃষ্ণাতীরে তোমার পিতার মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করিবেন।" যুবকের পিতৃব্য বাঙ্কাপুরের সামন্ত, নিকটেই বসিয়া-ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বীর! বিনায়ক বালক, তাহার দোষ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজাধিরাজের আদেশ কিরূপে প্রতি-পালিত হইবে, তাহার বিচার করুন্।" আদোনী-দুর্গাধিপ কহিলেন, "প্রধান নায়ককে দেখিতেছি না। তিনি কি এখানে নাই ?" এমন সময় মধুরাও প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "প্রধান নায়ক কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে গিয়াছিলেন্—তিনি আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন্।" আদোনী-দুর্গাধিপ কহিলেন, "প্রধান নায়কের মত কি ?" মধুরাও বলিলেন, "সামন্তবীরগণ মতামত প্রকাশ করিতে পারেন্। প্রধান নায়ক বেতনভুক্ ভৃত্য,—তিনি রাজা-দেশ পালনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।" যুদ্ধের জন্য যাঁহারা প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্য অপ্রতিভ হইলেন। দেবরায় সেনাপতির অভিমান বুঝিলেন,—সস্নেহে বলিলেন, "প্রধান নায়ক! যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে হইবে।" তদুত্তরে প্রধান-নায়ক বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জন্য প্রাণ দিতে পারি। বিজয়লাভ ভগবান্ বিরূপাক্ষদেব ও বিঠল-দেবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।" দেবরায় বলিলেন, "প্রধান নায়কের জীবন মূল্যবান্—তাহা নষ্ট হইলে চলিবে না।" মধুরাও নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন দেখিয়া দেবরায় সামন্তগণকে কহিলেন, "আপনারা আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন্।" গণ্ডী-কোটার সামন্ত বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ! যুবকেরা যখন রণতৃষ্ণায় অধীর হইয়াছে, বৃদ্ধগণ তখন নিরস্ত থাকিতে পারেন্ না। যুদ্ধই হউক্। প্রতিবৎসর মহানবমীর সময় গণ্ডীকোটা হইতে যে রাজস্ব আসে, এবার তাহার দ্বিগুণ আসিবে। মহারাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী হউন্। সাম্রাজ্য অক্ষয় হউক্।" অপর সকলে সে চীৎকারের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন, "যুদ্ধই হউক্। আমরা কৃষ্ণাতীরের অপমানের প্রতিশোধ লইব—সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিব।" দেবরায়ের আদেশে রাজভৃত্য দুইটি চামর লইয়া আসিল। শ্বেতচমরীপুচ্ছ-শোভিত রত্ন-খচিত স্বর্ণদণ্ড-দুইটি সম্রাট্ স্বহস্তে গণ্ডীকোটাধিপকে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ সামন্ত শির নত করিয়া সে মহা সম্মান গ্রহণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মহা-রাজাধিরাজ! এ সম্মান ন্যায়তঃ ত্র্যম্বকের পুত্রের পাপ্য ; কারণ, যুদ্ধে আমার প্রথমে অনিচ্ছা ছিল, যুবকের ধিক্কারে আমার চৈতন্য হয়। যদি মহারাজাধিরাজের অনুমতি হয়, আমি এ সম্মান উপযুক্ত পাত্রে দান করিতে পারি। দেবরায় মণিবন্ধ হইতে

বলয় উন্মোচিত করিয়া বলিলেন, "ও সম্মান আপনারই প্রাপ্য। বিনায়ক রাওকে আমি এই বলয় দান করিব।" বিনায়ক রাও বলয় লইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন করিলেন এবং তাহা ভূতলে রাখিয়া দিলেন। সভাভঙ্গ হইলে শিবিকারোহণ করিবার সময় গণ্ডী-কোটাধীশ্বরকে নিম্নকণ্ঠে আদোনীরাজ বলিলেন, "উৎসবের সময় সৈন্যসজ্জার সুবিধা হইবে, কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

সভাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু প্রধান-নায়ক তখনও দাঁড়াইয়া। দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছিল। প্রস্তরে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলিকে একটা আধ-আলো আধ-অন্ধকারের অস্পষ্ট আবরণ ঘেরিয়া ফেলিতেছিল। বিরাট দীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যদিয়া প্রস্তর-মন্দিরের চূড়াগুলি দেখা যাইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। দেবরায়ের তরুণ বদন বাহিরের ক্ষীণ আলোক-প্রভায় মণ্ডিত। প্রধান-নায়কের মুখ অন্ধকারে আবৃত। ক্রমে হেম-দীপমালা জ্বলিয়া উঠিল। কিঙ্কর চলিয়া যাইলে দেবরায় বলিলেন, "এ-যুদ্ধে আপনার এত অনিচ্ছা কেন? গণনার উপরে আপনাকে ত' কখনও এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেখি নাই। ইহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারি কি?" উদাসীনভাবে মধুরাও বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ আপনি—।" দেবরায় আসন হইতে দ্রুত উঠিয়া আসিয়া প্রধান নায়কের হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আজ বার বার 'মহারাজাধিরাজ'-সম্বোধন কেন? প্রথমে আমি লক্ষ্য করি নাই, তার পর ভাবিতেছিলাম, আপনি লোকাচার্য্য ও সামন্ত-গণের সম্মুখে সভার প্রথা রক্ষা করিতেছেন। এখন আমি সেই দেবরায়, আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করুন।" বীর হৃদয় এতক্ষণে বিগলিত হইল। মধুরাও রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমার উত্তর প্রীতিকর হইবে না।" বালক যেমন হাসিয়া উঠে, বিজয়নগরের নবীন নর-পতি সেইরূপ হাসিলেন। তাঁহার মুখকান্তি স্বভাবতঃ সুন্দর নহে, কিন্তু সরল হাস্যে উদ্ভাসিত হইলে, তাহার মধ্যে একটি কমনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিত। দেবরায় বুঝিয়াছিলেন যে, শরতের মেঘের মত প্রধান নায়কের অভিমান চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার হৃদয় নীলাকাশের ন্যায় স্বচ্ছ। তিনি কহিলেন, "সিংহাসনে আরোহণ করার পর আপনি কবে আমায় প্রীতিকর কথা বলিয়াছেন?" মধুরাও বলিলেন, "উচিত কথা বলিতে কখনও সঙ্কুচিত হই নাই,—ওরূপ কথা তিক্তই হইয়া থাকে।" দেবরায়ের মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমাকে আজ সেই তিক্ত সত্যই বলুন।" মধুরাও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; পরে বলিলেন, "আমার অশ্বা-রোহী নাই, যুদ্ধাশ্বগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। সাম্রাজ্যের বেতনভুক্ সমস্ত সৈনিক আজ পদাতিক। এই কয়মাস আমি তাহাদের তীর,ধনুক, বল্লম অভ্যাস করাইতেছি। যদি এক বৎসর তাহাদের এইরূপ শিক্ষা দিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা অজেয় হইবে। কল্য যুদ্ধ বাধিলে তাহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।" বিস্ফারিত-নেত্রে দেবরায় মধু-রাওয়ের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। দূর রাজপথ হইতে নাগরিকগণের কোলাহল সান্ধ্যপবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। পরদিন উৎসব—এ কোলাহল তাহারই পূর্ব্বাভাস।

কিন্তু সে-শব্দ দেবরায়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি স্তম্ভিতভাবে বলিলেন, "আমার অশ্বারোহী সৈন্য নাই! বিজয়নগরের দক্ষিণ হস্ত আজ ভগ্ন! আপনি এ কথা ত' পূর্ব্বে আমায় বলেন্ নাই।" মধুরাও বলিলেন, "প্রয়োজন বোধ করি নাই।" দেবরায় বলিলেন, "আর কাহারও মুখে শুনিতেও পাই নাই।" মধুরাও বলিলেন, "আমার প্রকৃত কথা কেহই জানিত না। তীর ধনুক অভ্যাসের কথা অনেকেই জানিত, কিন্তু সে অভ্যাস যে এরূপভাবে হইতেছে, তাহা কেহ সন্দেহ করে নাই। আর সন্দেহ করিলেও আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট অভিযোগ আনিবার সাহস কাহার হইত?" দেবরায় কয়েকবার কক্ষে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বিহ্বলভাবে কহিলেন, "আমার অশ্বারোহী সৈন্য নাই! বিজয়নগরের মান নগণ্য পদাতিকের হস্তে!" মধুরাওয়ের মস্তক চিন্তাভারে নামিয়া পড়িয়াছে,—সহসা সদ্যোজাগরিতের ন্যায় বলিলেন, "যেটুকু শিক্ষা দিয়াছি, তাহাতেই বুঝিবে যে তাহারা নগণ্য নহে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক সামন্তের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য আছে; তোমার দেহরক্ষী সৈন্যদল আমি ভাঙ্গি নাই। আমার অধীনস্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যই কেবল তীরন্দাজ ও বর্শাধারী পদাতিক হইয়াছে। সমস্ত সৈন্য এক করিলে প্রায় দেড় লক্ষ হইবে—চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তাহাদের আড়াই লক্ষে পরিণত করা যাইবে। যদি আমার পদাতিক সেনা আর ছয়মাস সময় পাইত, তাহা হইলে এ বাহিনীর বেগ দুর্দ্ধর্ষ হইত।"

মৃদু-পবন-স্পর্শে আন্দোলিত আম্র-কানন হইতে যেমন অস্ফুট শব্দ উত্থিত হয়, মধুরাওয়ের ওষ্ঠ হইতে কথাগুলি সেইরূপ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। সেগুলি আশা-নিরাশা-মিশ্রিত। প্রথমে তিনি দেবরায়কে সাহস দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সংগ্রামের গুরুত্ব ও আপন সৈন্যের অক্ষমতার কথা মনে উদিত হইল, তখন তাঁহার স্বর অতিনিম্ন হইয়া আসিল। দুই জনেই নৈশাকাশের দিকে চাহিলেন। আকাশ নির্ম্মল কিন্তু জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে নাই; কারণ, চাঁদের উপর একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ আসিয়া পড়িয়াছিল। মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়া গেল—আবার ধরণী কৌমদী-কিরণে স্নাত হইল। হস্তিশালা হইতে একটি অস্থির হস্তী বৃংহণ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাতাসে শব্দ মন্দীভূত হইয়াছিল, সেই জন্য যেন তাহা বিষাদময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেবরায় হস্তিশালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মধুরাও দেখিতেছিলেন, আবার একখণ্ড মেঘ দুরন্ত শিশুর ন্যায় চন্দ্রের উপর আসিল। দেবরায় বলিলেন, "আমার হস্তী সব আছে ত'?" প্রধান নায়ক বলিলেন, "আছে। কিন্তু তাহাদিগকে সেনার পুরোভাগে স্থাপন করা হইবে না।" দেবরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" মধুরাও বলিলেন, "তাহারা ফিরিয়া আমাদের পদাতিক সেনা দলিত, মথিত করিয়া দিবে।" দেবরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তাহারা ফিরিবে না। আমি মৈনাকের উপর আরোহণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের লইয়া যাইব। আমি অগ্রে থাকিলে হস্তিসৈন্যের কেহ পশ্চাৎপদ হইবে না।" মৈনাক সম্রাটের প্রিয় হস্তী, মৈনাক-পর্ব্বতের মত তাহার বিপুল দেহ। এই রণদুর্ম্মদ

হস্তীই কৃষ্ণাতীরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল—আহত ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণহীন দেহ লইয়া সুলতান ফিরোজের সহস্র অশ্বারোহীর ব্যূহ ভেদ করিয়া পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় দুর্ব্বার বেগে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। মধুরাও বলিলেন, "তাহা হইলে কৃষ্ণাতীরের যুদ্ধের পুনরভিনয় হইবে মাত্র।" হতাশ হইয়া দেবরায় বলিলেন, তবে হস্তি-সৈন্যও যাইবে না?" মধুরাও বলিলেন, "যাইবে, তবে তাহাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিব।" দেবরায় ভাবিতেছেন, ব্যবস্থার কথা মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় মধুরাও স্বর অতিকোমল করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! দেব! তুমি কি সত্যই সেই কৃষক-কন্যাকে ভালবাসিয়াছ? আমার নিকট তুমি কখনও কিছু গোপন কর না। বল, আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। তুমি ভালবাস কি-না শুনিতে চাই।" দেবরায় কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তার পর উচ্ছ্বাস-সহকারে বলিলেন, "হাঁ! মাধো ভালবাসি।" এ দেবরায়ের কৈশোরের সেই সম্বোধন! তখন দেবরায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি মধুরাওয়ের বন্ধু; সুতরাং মধুরাওকে 'মাধো' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। বালক দেবরায়ও ভ্রাতার দেখা-দেখি মধুরাওকে 'মাধো' বলিলেন। সে-দিন মধুরাও হাসিয়া বন্ধুর প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হইতে আমি তোমাদের দুই-জনারই 'মাধো'।" যে জীবন অনেক পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছেন, আজ মধুরাওয়ের মনে পড়িল সেই জীবনের কথা। মানস-চক্ষে এক একটি দিনের পট ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।—দ্রোণাচার্য্যের মত শিষ্য-পরিবৃত হইয়া মধুরাও দুর্গে বসিয়া।—সম্মুখে পার্শ্বে রাজপুত্রের দল আপনার পুত্রগণের সহ ক্রীড়ায় রত। কখনও ক্রীড়া দ্বন্দ্বে পরিণত হইতেছে, কখনও প্রবীণ সেনাপতিকে বালক হইয়া বালকের ক্রীড়ায় যোগদান করিতে হইতেছে। তখন মধুরাও একাধারে শিক্ষক, বিচারক ও বন্ধু।

যাহা হউক্, সে সম্বোধনে মধুরাওয়ের হৃদয়ের নিভৃত কন্দর আলোড়িত্ হইয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, "দেব! দেখ নাই, তবু ভালবাস!" দেবরায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখি নাই, কিন্তু আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিলাম, এ সিংহীকে না পাইলে জীবন বৃথা।" মধুরাও তখন ব্রাহ্মণ লোকাচার্য্যের কথা ভাবিলেন।—ব্রাহ্মণ স্বয়ং সেখানে যাইতেছেন, প্রীতা তাঁহার মুখে যখন শুনিবে যে, দেবরায় অলস বিলাসী নহেন, তিনি অবিবাহিত বীর যুবক, হয় ত' তখন তাহার মন কোমল হইবে। মধুরাও আরও ভাবিলেন যে, তিনি যদি প্রথমে পরুষভাব প্রকাশ না করিতেন, হয় ত তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। তিনি মনে মনে বারংবার বালিকার পিতৃভক্তি ও তেজস্বিতার প্রশংসা করিলেন। আবার চিন্তাস্রোত লোকাচার্য্যের প্রতি ধাবিত হইল। তিনি ভাবিলেন ব্রাহ্মণ যদি তিম্মাকে সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলেই কন্যার মত হইবে। মধুরাও জানিতেন যে, প্রীতার অমতেই তিম্মার অমত। দেবরায় দেখিলেন, মধুরাও কথা কহিতেছেন না। তিনি চাহিতেই মধুরাও বলিলেন, "তবে চল, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।" বিস্মিত হইয়া দেবরায়

বলিলেন, "আপনি যাইবেন ?" মধুরাও মলিন হাস্যের সহিত বলিলেন, "যাইব, তবে নিরস্ত্র হইয়া। যুদ্ধ করিব না ; যদি রায়চূড়ের মুসলমান সৈন্য কোনরূপে সংবাদ পাইয়া উপনীত হয়,বিপদ্ ঘটিবে। সে বিপদে তোমার দেহ ঢাল দিয়া রক্ষা করিব।" দেবরায় মধুরাওয়ের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্রথমে যেটুকু আনন্দের আলোকে নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিলেন, "আমি এখানে থাকিব না, আপনি থাকিবেন না, সামন্তগণ কি ভাবিবেন ?" মধুরাও বলিলেন, "এখনি প্রচার করিয়া দিব যে, তুমি অসুস্থ হইয়াছ। আমি না থাকিলে তাঁহারা ভাবিবেন যে, প্রধান নায়ক সৈন্য-সংগ্রহ করিতে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছে।" দেবরায় দেখিলেন, মধুরাও স্নেহের টানে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, মৃত্যুভয় মনে একবারও স্থান পাইতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি কহিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে আমার যাওয়া উচিত বোধ হইতেছে না। একজন সৈনিক কর্ম্মচারী পাঠাইলেই—।" মধুরাও বলিলেন, "অর্জ্জুন সুভদ্রা-হরণের জন্য কাহাকেও পাঠান নাই। এ-সব কার্য্যের ভার আর কাহাকেও দিতে নাই।" দেবরায় বলিলেন, "অর্জ্জুন যাদবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আর আমি যুদ্ধ করিব কতিপয় গ্রামবাসীর সহিত !" মধুরাও বলিলেন, "যুদ্ধ যদি হয়, গ্রামবাসিগণের সহিত হইবে না, রায়চূড়ের সৈন্যগণের সহিত হইবে। আমি যখন সেখানে গিয়াছি, সে-সংবাদ তাহারা পাইয়াছে, পথের মাঝে বা ফিরিবার সময় তাহারা বাধা দিবে।" দেবরায় বলিলেন, যদি মুদ্‌কলের অধিবাসিগণের সহিতই যুদ্ধ হয় ?" মধুরাও বলিলেন, "তবে এ অভিযানে কাজ নাই।" মধুরাও দেখিলেন, দেবরায়ের মুখ ম্লান হইল ; তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, দেবরায়ের শঙ্কা তাঁহারই জন্য। তিনি কহিলেন, "আমার জন্য আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। অভিযান হউক্। আমরা দুই জনেই যাইব। আমি চর্ম্মদ্বারা তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি যদি পার, আমাকে রক্ষা করিও।"

গভীর রজনীতে দুই সহস্র অশ্বারোহী নগর ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার অনেক পরে দেবরায় ও মধুরাও বহির্গত হইলেন। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। পানসুপারী-বাজারের প্রশস্ত পথ জনমানবশূন্য ! তারার আলোক-সাহায্যে তাঁহারা অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। নগরীর প্রস্তর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া দেবরায় দেখিলেন—নগরীর বাহিরে কয়েকজন লোক বৃহৎ বৃহৎ মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মস্তকোপরি কুণ্ডলীবদ্ধ ধূমপুঞ্জ, নিম্নে চঞ্চল রক্ত-শিখা। চতুর্দ্দিকে প্রেতের ন্যায় অসংখ্য মূর্ত্তি কুব্জ হইয়া কি করিতেছে ! নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, তাহারা মানুষ—গহ্বর-খননে ব্যাপৃত। মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কিসের জন্য ?" মধুরাও বলিলেন, "যদি নগরী আক্রান্ত হয়, সেই জন্য এই উদ্যোগ। ওই গহ্বরগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভাকার প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হইবে ; শত্রু-সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবে না। দেবরায় আর কোনও কথা কহিলেন না, সস্মিত-নেত্রে বারংবার প্রধান নায়কের আলোকদীপ্ত গম্ভীর মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

দয়ার বিচার। *

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব্ব করিতে চুর্;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর্।
ঐ-গুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে;
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর;
আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর্।

যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি;
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর্;
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর্।
ভাবিতাম—"আমি লিখি বুঝি বেশ;
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ";—
তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিল মোরে
বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব্ব করিতে চুর্॥
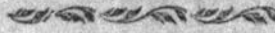
রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা রজনীকান্ত সেন। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

কল্যাণ মিশ্র———একতালা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩
{ র্সা র্সর্সা II না র্সা -া। র্সা র্সর্রা র্সা I না নর্সা -া। ধা পধা ধা।
আ মায়্ স ক ল্ র ক॰ মে কা ঙা॰ ল্ ক রে॰ ছে

০ ১ ২´ ৩
। [ধা -পা পা। গা গা গা I সা -রা -গরা। -নসা । ।] ।
। পা -ক্ষা পা। পা না ধা I পা -ক্ষা -গা। -া পপা না } ।
গ র্ ব ক রি তে চূ ॰ ॰ র্ ওগো 'স'

০ ১ ২´ ৩
। সঃ রাঃ গা। সা -রগা গা I ক্ষা -পাঃ -ঃ। পা ধধা ধা।
য শঃ ও অ ॰র্ থ মা ॰ ন ও স্বাস্ থ্য

* কিংবদন্তি যে, হাঁস্‌পাতালে রোগ-শয্যাগত থেকে কান্ত-কবি এই গানখানি রচনা করেছিলেন। লেঃ

০ ১ ২´ ৩
। [ধা ধা পা । গা পা পা I পা -গা -পা । -ধা র্সা র্সর্সা] II
। { গা গা পা । পা পা ধা I র্সা -ধা -র্সা । -া র্সা র্সা } ।
স ক লি ক রে ছে দু ০ ০ র্ ও গো
['আ মার্']

অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
। [র্সা -া র্রা । র্রা র্রাঃ -ঃ I র্সা র্সা র্রর্গা । র্গা -র্রা র্গা ।
II { গা -া গা । পা পাঃ -ঃ I গা পা ধধা । পা -ধা ধা ।
ও ই ও গো স ব্ মা র মর্ম ০ পে

০ ১ ২´ ৩
। [র্গা পর্ক্ষা র্পা । র্পা র্ক্ষর্পা র্গা I র্রা র্রা র্সর্রর্গা । র্রা র্সনা র্সা]
। পা ধা র্সা । র্সা নর্সা র্সা I ধা ধা র্সা । র্সা র্সধর্সা র্সা } ।
ফে লে ছি ল মো০ রে অ হ মি কা কূ০০ পে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা -নর্রা -া । র্গর্গা র্রা র্গা I র্সা র্গা র্রা । র্সা র্সধা -র্সর্সা ।
তা ০০ ই সব্ বা ধা স রা য়ে দ রা০ ০ল্

০ ১ ২´ ৩ *
। [পা গা রা । সরা গা রা I পাঃ -া -ঃ] । পা পা -া ।
। { পা পা পা । পগা গা পক্ষা I ধাঃ -া -ঃ । । পা পা } ।
ক রে ছে দী০ ন আ০ তু ০ র্ ০ ও গো
[আ মা র]

০ ১ ২´ ৩
। ক্ষা নাঃ -ঃ । ধা ধা ধা I পা মা -ধধা । পা ক্ষা গা ।
স ক ল্ র ক মে কা ঙা ০ল্ ক রি রা

০ ১ ২´
। [ধা -া পা । গা রগা গা I সা -রা -গরা । -ন্‌সা র্সা র্সর্সা] II
। { রা -া গা । পা পা পা I ধা -পা -ধা । -ধধা র্সা র্সা } ।
গ র্ ব ক রি ছে তু ০ ০ ০র্ ও গো
['আ মার']

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩
। [গা -া গা । পা পা ধা I র্সা র্সা -র্সনা । র্সা র্সা র্সা ।
1 I { সা -া ধ্া । সা সা রা I সা রা -সগা । গা রা গা ।
যা য় নি এ থ নো দে হা তমি কা ম তি

০ ১ ২´ ৩
। [র্সা র্রা র্গা । র্গা র্রা র্গা I র্সা র্সা পধর্সা । -া র্সনা র্সা] ।
। রা গা হ্মা । পা হ্মপা পা I গা পা ধা । -া ধপা ধা } ।
এ থ নো কি মা৹ য়া দে হ টা র্ প্র তি

০ ১ ২´ ৩
। র্সর্সা নধা ধা । ধা পহ্মধা ধা I পা পা ধা । র্সা নর্সা -া ।
এই দেহ টা যে ‘আ৹৹ মি’ সে ই ধা র পা৹ য়

০ ১ ২´ ৩
। [গা গা পা । পা গরা গগা I রা -া -সা । -সসা সা -া] ।
। { পা পা পা । পা পগা পপা I ধা -পা -ধা । -ধধা পা পা } ।
হ য়ে আ ছি ভ৹ র৹ পু ৹ ৹ ৹র্ ও গো
[তা ই]

০ ১ ২´ ৩
। সা রা -া । গা গা গা I পা হ্মধা -া । পা ধা ধা ।
স ক ল্ র ক মে কা ভা৹ ল্ ক রি য়া

০ ১ ২´ ৩
। [ধা -া পা । গা পা গরসা I সা -রা -গা । -া া া] ।
। { পা -া গা পা পা ধা I র্সা ধা -র্সা । -া র্সা না } ।
গ র্ ব ক রি ছে চু ৹ ৹ র্ ও গো

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩
। [র্সা র্সা র্রর্রা । -র্রর্রা র্রা র্রা I র্সা র্রা র্গর্রা । র্গা র্গর্গা -া] ।
। { গা গা পহ্মা । -পপা গা পা I পা ধা পা । ধা পধা -া ।
ভা বি তা৹ ৹ম্ ‘আ মি লি খি বু ঝি বে৹ শ্

০ ১ ২´
। [র্গা পর্জ্ঞা -র্পর্গা । পর্জ্ঞর্গা র্গাঃ -ঃ I র্সা র্রা র্সর্রর্গা] ।
। পা ধা -র্সর্সা । নর্সা র্সাঃ -ধঃ I ধা র্সা র্সা ।
আ মা ০র্ সঙ্ গী ত্ ভা ল বা

৩
। [র্রা র্সনা -র্সর্সা] ।
০ ১ ২´
। র্সা ধর্সা -া } । না র্রা র্রা । র্গা র্গা -ঃ I র্সা র্গা র্রা ।
সে দে শ্' বু ঝি য়া ন য়া ল্ ব্যা ধি দি
[শ্'তাই]

০ ১
। [পা গা রা । সরসা গা ররা] I
৩
। র্সা র্সধর্সা র্সা । { পা পা পা । পগা গা পজ্ঞা I
ন মো০০ রে বে দ না দি০ ন প্র০

২´ ৩
I [ন্া -সা -া] । র্সা র্সা -া ।
০ ১
I ধা -া -া । া পা পা } । না র্রা র্রা । র্সা নর্সা র্সা I
ছূ ০ র্ ০ ও গো ক ত না য ত০ নে
[আ মা য়]

০ ১
। [র্সা -া ধা । পা পজ্ঞা গা] I
২´ ৩
I না -ধা না । ধা ধা ধা । { গা -া পা । ধা পা ধা I
শি ০ কা দি তে ছে গ র্ ব ক রি তে

২´ ৩
I [পা -জ্ঞা ধা । -ধধা র্সা র্সর্সা] II II
I র্সা -ধা -র্সা । -া র্গা র্রা } ।
ছূ ০ ০ র্ ও গো
['আ মার']

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্মপত্রিকা। *

(সংক্ষিপ্ত-বিবৃতি)

জন্ম-সময়, ইত্যাদি:—শকাব্দ ১৭৬২, ৩রা পৌষ, বুধবার, রাত্রি আনুমানিক ১৭ দণ্ড, ৫২ পল। ইং ১৮৪০, ১৬ই ডিসেম্বর, রাত্রি ১২। ২৩। ১৯ টার সময়।

সূ, উ, ঘং ৬। ৩৬। ৩১
সূ, অ, ঘং ৫। ১৪। ১৯
অয়নাংশ = ২১° ৪৩′ ৪৫″
চন্দ্রস্ফুট = ৫। ১৩। ৫৩।

বিংশোত্তরী দশা — অষ্টোত্তরী দশা

চং = ৭।১।২ বর্ষাদি। — বু = ১৫।৯।২১ বর্ষাদি।

বর্ত্তমান জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহদের বিশেষত্ব:—

রবি, চন্দ্র, শুক্র উচ্চনবাংশস্থ; বৃহস্পতি নিজ বর্গোত্তম-নবাংশগত; শনি অস্তগত ও নীচ-নবাংশগত। রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র অধিমিত্র-ক্ষেত্র, বুধ ও শনি মিত্রক্ষেত্র এবং মঙ্গল সমক্ষেত্রস্থ।

(জাতক প্রকৃতি)

(১) স্বভাবের কোমলতা, অসামান্য বিনয়, কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ-ভাব ও লজ্জাশীলতা, নিজেকে ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন-বোধ, প্রভৃতি আদর্শ-স্ত্রীবৃত্তি।—কন্যারাশি স্ত্রীরাশি; লগ্ন ও চন্দ্র উভয়েই স্ত্রীরাশিগত হওয়াতে এবং লগ্ন- ও চন্দ্র-রাশ্যাধিপতি বুধও স্ত্রীরাশিগত হওয়াতে এই মহাত্মার প্রকৃতি অনেকটা পূর্ব্বোক্ত আদর্শ-

* ৺ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়কুমার মজুমদার; এম-এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং তাঁহার পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত।

স্ত্রীবৃত্তি-দ্বারা গঠিত। পরন্ত কন্যা শীতল-রাশি, উহাতে শীতলগ্রহ চন্দ্র অবস্থিত। লগ্নাধিপ বুধ শীতলরাশিস্থ এবং শীতলগ্রহ-বৃহস্পতি-যুক্ত। অতএব এই মহাত্মার প্রকৃতি স্বভাবতঃ শীতল। তথাপি ইঁহার প্রকৃতি একেবারে ক্রোধশূন্য ছিল না। অপূর্ণ মানুষে পূর্ণতা থাকিতে পারে না। তমোগুণী মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নগত হওয়াতে প্রকৃতিতে অনেক সময় উষ্ণতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু আত্মসংযম-শক্তি এতই প্রবলা ছিল যে, তিনি সহজেই ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারতেন্। এই অমানুষিক আত্মসংযম-শক্তির কথা পরে বলিব।

(২) অলোকসামান্য সহিষ্ণুতা।——লগ্ন ও চন্দ্রাপেক্ষা. তৃতীয়ভাবে সহিষ্ণুতার বিচার হয়। তৃতীয়-ভাবপতি মঙ্গল লগ্নস্থ হইয়া লগ্নপতি বুধের সহিত মুখ্য সম্বন্ধ করিয়াছে। তৃতীয়ভাবে শুভগ্রহ বুধ ও বৃহস্পতি বিদ্যমান। উহাতে অন্য কোন অশুভগ্রহের বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। এই নিখুঁত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রহসংযোগই এই অসাধারণ সহিষ্ণুতার মূল কারণ। প্রাণাধিক প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যু, অবস্থার বিচিত্র বিপর্য্যয়, ব্যক্তিগত মর্ম্মস্পর্শী অপমান, আর্থিক মহাকষ্ট প্রভৃতি জগতের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এই মহাত্মার সহিষ্ণুতা ফলতঃই অলোকসামান্য ছিল।

(৩) অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম।—শক্তি ও বীর্য্যকারক মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ; বিশেষতঃ লগ্নপতি বুধের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ; তৃতীয়ভাব বুধও বৃহস্পতিযুক্ত। এই সকল কারণে এই মহাত্মার কর্ম্ম-ক্ষমতা অসাধারণ ছিল; তিনি অক্লান্তভাবে দিবারাত্র খাটিতে পারিতেন্। বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার কর্ম্মশক্তির নিকট সবল-দেহ যুবকের কর্ম্মশক্তি হার মানিত। এইরূপ কর্ম্মানুরাগ বাস্তবিকই জগতে দুর্লভ।

(৪) চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা।—ইহা অনেকটা চন্দ্রযুক্ত ও লগ্নগত মঙ্গলের ফল। মঙ্গলগ্রহের শাসনাধীনে আসিলে, মানুষ বড় একগুঁয়ে এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। রবির সহিত শনি যুক্ত হইয়া ইহার উৎকর্ষ করিয়াছে। এই মহাত্মা যাহা একবার ধরিতেন, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতেন্ না।

(৫) গভীর মনঃসংযোগ ও সাধনীয় বিষয়ে নিমগ্নভাব।--লগ্নে স্থিরগ্রহ শনির প্রায় পূর্ণদৃষ্টি; স্থিরগ্রহ মঙ্গলের স্থিতি; এবং লগ্নপতি স্থির-রাশিস্থ হইয়া স্থিরগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত এবং স্থিরগ্রহ মঙ্গলের সহিত মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সকল কারণে এই মহাত্মা অধ্যয়ন কিংবা আরাধনা-কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য যোগীর ন্যায় একেবারে তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন্; কোন কর্ম্ম-সাধন-কালে সেই ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন্। এই সকল লক্ষণ তাঁহার শৈশব হইতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লগ্ন দ্ব্যাত্মক রাশি ও চরগ্রহ চন্দ্রযুক্ত এবং রবি দ্ব্যাত্মক রাশিস্থ হওয়াতে সময়ে সময়ে বিষয়-নির্ব্বাচন-কালে এই মহাত্মার বিলক্ষণ চাঞ্চল্য দেখিয়াছি। কিন্তু একবার বিষয়-নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাতে সর্ব্বদাই অটল থাকিতেন্।

(৬) বিদ্যা ও প্রজ্ঞা:—লগ্নপতি বুধ বিদ্যাকারক; এবং বৃহস্পতি প্রজ্ঞাকারক। অতএব বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগ বিদ্যা ও প্রজ্ঞার সংযোগ। বর্ত্তমান স্থলে ঐই সংযোগ পূর্ণসংযোগ। এই কারণে এই মহাত্মা অধ্যয়নাদি-দ্বারা যাহা কিছু শিখিতেন, তাহাকেই

তিনি প্রজ্ঞারূপে পরিণত করিতেন্। অর্থাৎ শিক্ষার্জ্জিত সমস্ত সুবিষয়গুলিই তাঁহার জীবনের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছিল। তিনি কেবল শিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন্ না, তদনুসারে জীবনকেও পরিচালিত করিতেন্। 'To him, Knowledge was Wisdom and Wisdom was Virtue'. এ-স্থলে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ-গ্রন্থ-বিশেষ হইতে কিছু উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"In good aspect, and in the world of mind, this (conjunction of Jupiter and Mercury) harmonises the influences of intellect and devotion, or science and religion, bringing the one to the support of the other, & smoothing away antagonism, and will develop its influence in many ways, according to the native's station in life. According to the general status of the horoscope it will give a profoundly religious temperament, accompained by a broad intellect and a philosophical mind, or by much learning ; ** in any case, however, the power of Judgment will be well marked, and whatever his course, the native will steer it with both skill, and ease. It inclines to tolerance and broad-minded views in the domains of religion and intellect, strengthening both the intellect and the religious sentiments, and inclining to honesty, straightforwardness, candour, conscientiousness, mental balance, equanimity, good judgment. It enables the native to see all men as his brothers, to see the germs of truth in the most diverse opinions ; and thus it may act in various ways between the two extremes of a large-hearted toleration and philosophical indifference. It gives harmony and good-will between brethren and relatives, with mutual good fortune or good offices to or from either. It breadens the mind out towards general principles instead of confining it to details ; it tends to versatility and the study of many subjects rather than one and helps the native to be in some measure all things to all men. It may be one of the factors in genius and intuition. ** It gives journeying and travelling and changes genrally, both physical and mental.**"

—Alan Leo, How to judge a Nativity,
Part II pp. 96-97.

অর্থাৎ—বুধ ও বৃহস্পতির সংযোগে জ্ঞান ও ধর্ম্ম, কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয়; একে অন্যের উন্নতি ও বিকাশের সহায়তা করে। জাতকে অন্যান্য শুভ-সংযোগ থাকিলে, ইহাতে প্রকৃতি ভক্তি ও ধর্ম্মাত্মক, এবং মন উদার ও দার্শনিকজ্ঞান-বিশিষ্ট হয়; কিংবা নিয়ত জ্ঞানচর্চ্চা, ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের অনুবর্ত্তিনী হয়। সদসদ্বিবেচনা-শক্তি সুপ্রস্ফুটিতা ও বলবতী হয় এবং যে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক, জাতক সর্ব্বদাই নিপুণতা ও সাচ্ছন্দতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে। ধর্ম্মবিষয়ে সে উদার-মতাবলম্বী এবং ধর্ম্মান্তর-মান্যকারী হয়; তাহার চিত্ত, সাধুতা, সরলতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্থৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়। সে সকলকে স্বীয় ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করে; এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়-সকলের মধ্যেও সত্যের বীজ নিহিত দেখিতে পায়। এই সংযোগ ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় বন্ধুদের সহিত সম্প্রীতি প্রদান করে। ইহাতে চিত্ত এত

প্রসারিত হয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা ও বিশেষত্বগুলি ভুলিয়া এক সর্ব্বজনীন সত্যের প্রতি প্রধাবিত হয়। ইহাতে চিত্তকে বহু বিষয়ে পারদর্শিতা দান করে এবং সকলের নিকটেই তত্তৎ মনোগীত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে সমর্থ করে। এই শুভ-সংযোগ প্রতিভা এবং অপরা দৃষ্টির একটী লক্ষণ। ইহাতে জাতক ভ্রমণশীল ও ভ্রমণপ্রিয় হয়।

(৭) পতনাদি আকস্মিক ঘটনা :—

"Mars, in any aspect to the Sun or Moon, gives vital heat and a good circulation, with the power to throw off diseases. But if in evil aspect, it disposes to accidents".—Sepharial, A Manual of Astrology, P. 87.

অর্থাৎ—যদি চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের কোন অশুভ দৃষ্টি কিংবা যোগ থাকে, তবে পতনাদি অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এ-স্থলে মঙ্গল লগ্নস্থ হওয়াতে উক্ত ফলের বৃদ্ধি হইয়াছে। এই মহাত্মা অনেকবার গাড়ী, ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী প্রভৃতি হইতে পড়িতে পড়িতে, কিংবা পড়িয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন্। অনেক বার হাত, পা, কোমর, ভাঙ্গিয়া বহুদিন কষ্ট পাইয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক প্রকার আকস্মিক ঘটনা ইঁহার জীবনে ঘটিয়াছে।

(৮) রোগ প্রভৃতি।—অষ্টমপতি মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হওয়াতে এই মহাত্মা প্রায়শঃই মাথাধরা (শিরঃপীড়া) প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেন্। শুনিয়াছি, মস্তকের পীড়ার জন্য তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন্ নাই।

চন্দ্র ও লগ্ন মঙ্গলযুক্ত হওয়াতে ইনি অর্শোরোগেও বহুকাল কষ্ট পাইয়াছিলেন্। কেতু ব্যয়-ভাবের ফলদাতা হওয়াতেও উক্ত রোগ স্পষ্ট হইতেছে। যথা—

"শিখী রিপুকগো বস্তিগুহ্যাঙ্ঘ্রিনেত্রে রুজা।"—(চমৎকার-চিন্তামণি।) ইনি বহুকাল দাঁত ও মুখের পীড়াতেও কষ্ট পাইয়াছেন্।

(৯) স্ত্রীসৌখ্য ইত্যাদি :—লগ্নপতি বুধ ও জায়াপতি বৃহস্পতির সম্মিলন এবং চন্দ্র ও লগ্নাপেক্ষা সপ্তমে তদধিপতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং শুক্রের সপ্তমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে এই মহাত্মার সহিত স্ত্রীর বিশেষ সদ্ভাব ও মনোমিলন ছিল; কিন্তু লগ্ন ও চন্দ্রের সপ্তমে মঙ্গল ও শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহাকে মনোবেদনা পাইতে হইয়াছিল।

(১০) সন্তান-হানি ইত্যাদি।—চন্দ্র ও লগ্নপেক্ষা পঞ্চমপতি শনি অস্তগত, নীচ-নবাংশস্থ ও রবিযুক্ত হইয়া দুর্ব্বল হওয়াতে এবং বৃহস্পতির পঞ্চমে মঙ্গল ও শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকাতে এই মহাত্মার কয়েকটী সন্তান-হানি হইয়াছে।

(১১) শত্রু ইত্যাদি।—লগ্ন ও চন্দ্রের ষষ্ঠে ইয়ুরেনাসের স্থিতি, রাহুর উক্তভাবের ফলদাতৃত্ব এবং ষষ্ঠপতি শনি অস্তগতাদিদোষে দুর্ব্বল হওয়াতে, এই মহাত্মার শত্রু-সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। অধিকাংশ লোকে ইঁহাকে অজাতশত্রু বলিয়া থাকেন্। কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুতঃ, ইঁহার শত্রুসংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ষষ্ঠভাবে ষষ্ঠপতি শনির পূর্ণদৃষ্টিই উক্ত অল্পসংখ্যক শত্রুর বিদ্যমানতার কারণ।

(১২) আয়ুঃ প্রভৃতি :—এই মহাত্মা দীর্ঘায়ুর্যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আয়ু-র্গণনা-প্রণালী অতিদীর্ঘ ও দুর্ব্বোধ; এজন্য উহা এ-স্থলে প্রদত্ত হইল না। ৬৪ বর্ষ বয়সের পরে দীর্ঘায়ুঃ-কালের আরম্ভ হয়। এই মহাত্মার ৬১ কি ৬২ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে যখন প্রথম দারুণ বহুমূত্র-রোগ ইঁহাকে আক্রমণ করে, তখন আমি গণনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ৬৪ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইবে না। ৬৪ বর্ষের পরে ২।৩ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ইনি ৬৬ বর্ষ ৬ মাস বয়ঃ-ক্রমকালে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সন্ধ্যা।

এ-সময় মন বিশুদ্ধ-হিয়ায়
ভাব দেখি একবার—
এই যে প্রকৃতি, কে সৃজিল ইহা,
চরাচর বল কার।

সকলি তাঁহার কৃপায় সৃষ্ট
পশু-পক্ষী আদি নর,
সময় থাকিতে ওরে পোড়া মন,
তাঁহারে স্মরণ কর।

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আমাদের খাদ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ফল।—টাট্‌কা ফল আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—সুগন্ধযুক্ত, স্বাদু এবং সুমিষ্ট পানী-য়োপযুক্ত।

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চিনি ফলের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান, অবশিষ্ট আঠাল পদার্থ। এই আঠার জন্যই ইহাতে সহজে মোরব্বা প্রস্তুত হয়। ইহার খনিজ উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান্; —ইহা প্রধানতঃ অম্লমিশ্রিত ক্ষার। এই খনিজ পদার্থের প্রধান গুণ শরীরের রক্তকে ক্ষারযুক্ত করা। যে-সকল ফল সুগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পচন-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ফল সিদ্ধ করিলে ইহার আঁশ ভাল পরিপাক হয়, কিন্তু ইহার পুষ্টিকর অংশ কিছু নষ্ট হইয়া যায়।

কলা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ফল। আপেলে শতকরা এক অংশ অম্ল। নাশপতিতে শত-করা সাত-অংশ চিনি। কুলে এক অংশ আঠাল পদার্থ। কিস্‌মিসে ৬।৷ ভাগ চিনি। বিলাতী বেগুণ অনেক সময় ফল ও সব্‌জী দুয়ের মধ্যেই গণ্য হয়; কারণ,ইহা সিদ্ধ অসিদ্ধ দুই রকমেই আহার করা যায়। পাতি অথবা কাগুজী লেবুতে আঠাল ভাগ কমলা-লেবু অপেক্ষা অধিক।

চা—গাছের শুষ্ক পাতা। চা নানাজাতীয়; তন্মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ ও সিংহলের চা-ই প্রধান। ইহার মধ্যে চীনের চা সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা। ভারতবর্ষের চা অত্যন্ত কড়া এবং এবং সিংহলের চা সুগন্ধবিশিষ্ট। চায়ের প্রধান উপাদান caffeine ও tannic acid. ইহার সুগন্ধ ইহার তৈলীয়-উপাদানের জন্য। ইহাতে caffeine এর ভাগ শতকরা ৪ অংশ ও tannic এর ভাগ ১২ অংশ। উৎকৃষ্ট পানীয় চা প্রস্তুতের তিনটী নিয়ম:—(১) চায়ের জল ঠিক্ ফোটা আবশ্যক; (২) চায়ের আধার (pot) গরম থাকা আবশ্যক; (৩) চা অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখা উচিত নয়। অধিক ক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে tannic acid অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

চা আমাদের খাদ্য নহে। ইহা পরিপাকশক্তির বিঘ্নকারী এবং মাংসের সহিত ইহা কখনও বেশী পরিমাণে পান করা উচিত নয়। ইহার মধ্যস্থ caffeineই উত্তেজক পদার্থ এবং ইহা হৃৎপিণ্ড অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলীরই সবিশেষ অনিষ্ট করে। এই হিসাবে ইহা মদের বিপরীত কার্য্য করে; কারণ,মদের কার্য্য হৃৎপিণ্ডের উপরই অধিক। caffene নিদ্রার বিঘ্নকারী। 'চা' এর অবসাদ-দূরীকরণ গুণের জন্য ইহা স্নায়ু ও পেশীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দৈহিক যন্ত্র-গঠনের উপাদানসমূহের ক্ষয়-নিবারণ করে।

কফি।—কফি-গাছের ফলের বীজ আগুনে সেঁকিয়া, চূর্ণ করিয়া, তাহাকে চায়ের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। এক বাটী চা ও এক বাটী কফিতে প্রায় সমান পরিমাণ caffeine ও tannic acid থাকে। সুস্বাদু কফি প্রস্তুত করিতে হইলে, বীজগুলি সদ্যঃ সেঁকিয়া প্রস্তুত করা উচিত। জল ফুটন্ত হওয়া আবশ্যক এবং জলের পরিমাণ কফির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হওয়া দরকার। (এক পাইণ্ট জলে দুই আউন্স কফি উপযুক্ত)।

চায়ের ন্যায় কফিও আমাদের খাদ্য নহে। কফির মধ্যস্থ caffeine ও tannic acid চায়ের ন্যায় শরীরের অনিষ্টকারী। ইহা, কোন কোন খাদ্য যেমন ডিম্ব, মাংস ইত্যাদির পরিপাকে সাহায্য করে।

কোকো।—কোকোও কফির ন্যায় গাছের ফলের বীজ এবং গুণাগুণও ইহার ঐরূপই। ইহাতে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল-পদার্থ কিন্তু চূর্ণ কোকোতে ৩২ ভাগ তৈলীয় পদার্থ থাকে। ইহাতে কিছু tannic ও শ্বেতসারও আছে। কোকোর মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ তৈল ও চিনি প্রত্যেকে প্রায় ২৫ ভাগ ও আঠাল পদার্থ ১২ ভাগ। পুষ্টিকর পদার্থ কোকোতে খুবই অল্প; কারণ, ইহা একেবারে অধিক পরিমাণে খাওয়া যায় না। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ইহার ক্রিয়া কিছুই নাই বলিলেই হয়। বাজারের chocolate (চকোলেট্)এই কোকো হইতে প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাতে কিছু চিনি, কিছু শ্বেতসার ও সুগন্ধ মিশ্রিত থাকে।

চিনি।—চিনি আমাদের একটী প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ইহার খুব সহজেই পরিপাক হয়। চিনি সাধারণতঃ দুই প্রকার:—প্রথমতঃ যাহা ইক্ষু, বীট, খর্জ্জুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, যাহা ফলের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যেও চিনি পাওয়া যায়; কিন্তু উপরিউক্ত দুই প্রকার চিনিই সহজ-প্রাপ্য।

আমরা যে চিনি আহার করি, তাহা পাকস্থলীতে যাইয়া ফলের চিনিতে পরিণত হইয়া তবে পরিপাক হয়। চিনি অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আহার করাই উচিত; কারণ, শুষ্ক চিনি আহার করিলে পাকস্থলীতে যাইয়া তাহা গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এবং সে-জন্য চিনি অধিক পরিমাণে খাওয়াও উচিত নহে। কিন্তু দুগ্ধে যে চিনি থাকে, তাহার গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না; সেজন্য ইহা নিরাপদে শিশুকে ও রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য খাদ্যের ন্যায় চিনি দাঁতের পক্ষে অপকারী নয়। ইহা অনেক অংশে শরীরের উত্তাপ-বৃদ্ধি-হিসাবে তৈলীয়-পদার্থের কার্য্য করে।

মধুতে ফলের চিনির ভাগই অধিক এবং যে-ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়, সেই ফুলের গন্ধই ইহাতে পাওয়া যায়।

কিস্‌মিস, খোবানী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শুষ্ক ফলে চিনির অংশ অধিক এবং তাহা অত্যন্ত পুষ্টিকর।

দারিদ্র্য।

ভগ্ন কুটীরের মাঝে বাস কর তুমি
পরিহরি বিলাসের ভোগময়ী ভূমি,
অভাবের নির্য্যাতন সহি' অনিবার,
নিয়ত দমন করি' স্বপ্ন বাসনার,
চিরদিন নৈরাশ্যের দাবানল হেরি',
শুধু অতৃপ্তির হাটে কেনা-বেচা করি',
ভূষণ-বিহনে পরি' কঙ্কালের হার,
স্নেহের বিহনে লভি' ভ্রুকুটি সবার।—
দলিত ফণীর প্রায় মুখ নত করি'
সদা আতঙ্কিত থাক অপমান স্মরি'।
মর্ম্মদাহী তেজ পোষি' অন্তরে হিয়ার
নিরুপায় হ'য়ে সহ ঘৃণার ধিক্কার!
কভু বা সহিতে নারি' দাও ভাসাইয়া;
নিজস্ব সে তেজোমণি কাঙ্গাল সাজিয়া;
অশান্তি না ঘুচে তায়,—শুধু বাড়ে হায়!
নিষ্করুণ জগতের আরও অবজ্ঞায়!
বাহির জগত-পানে দৃষ্টি-রোধ করি'
আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী রাখ শেষে ধরিত;
সেই ক্ষুদ্রতায় মাঝে দেখ তুমি চেয়ে
রহে শান্তি—যার লাগি' রয়েছে কাঁদিয়ে!
সে অতৃপ্তি—সে অভাব—সেই হা-হুতাশ
নাহি আর! আলোকের অপূর্ব্ব বিকাশ।
পুঞ্জীভূত আলো ধায় উজ্জ্বল প্রভায়
বাহির আঁধার ভেদি' আরও উচ্চতায়,
উঠিতে উঠিতে মিশে অনন্তের সনে!
'হে দারিদ্র্য!' মনে হয় বুঝি সেই ক্ষণে—
ছার ভোগ, ছায় যেথা ঐশ্বর্য্য-সম্ভার;
চিরদিন থাক তুমি সকাশে আমার!"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ইতিহাসে রমণী।

পৃথিবী এক, দেশ শত সহস্র। নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত জীবন্ত ঈর্ষ্যার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যবধানের মধ্যেও দেখা যায়, সকল দেশেই

মানবের মনোভাব এক। জাতি-হিসাবে বর্ণ, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও ভাষার পার্থক্য থাকে; কিন্তু দয়ামায়া, প্রীতি-ভক্তি, হিংসা-ক্রোধ কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে। উত্তর সাগরের হিমতীরবাসী মানব-মানবীর হৃদয় যে ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়, রৌদ্রতপ্ত ভারত-মহাসাগরের তটভূমিতেও সেই ভাবের দূর প্রতিধ্বনি উঠে। বিভিন্ন দেশের রমণী পৃথিবীর ঘটনাচক্রে পড়িয়া কিরূপে আপনাদিগকে দেবী করিয়া তুলে বা কিরূপে দানবী-স্বভাবের পরিচয় দেয়, তাহা সেই সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়।

আমরা যাহাকে বিলাত বলি, সেটি একটি দ্বীপ,—তাহার চারিধারে জল, মধ্যখানে স্থল। এই দ্বীপের উত্তরভাগকে স্কট্‌লণ্ড বলে, দক্ষিণ ভাগকে ইংলণ্ড বলে।

এখন ইংলণ্ড আর স্কট্‌লণ্ড এক রাজার অধীনে। কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন এই দুইটি দেশ পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ছিল। দুই দেশে দুই জন রাজা; কখন তাঁহাদের সদ্ভাব থাকিত, কখন বা তাঁহাদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া যাইত।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ডে এক বৃদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার এক নিকট আত্মীয় তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। আত্মীয়টিকে একদিন কয়েকটি ডাইনী বলিল যে, তিনি রাজা হইবেন। মনে মনে তাঁহার একটু অস্বস্তি হইল। তাঁহার পত্নী ছিলেন ভয়ানক স্ত্রীলোক। স্বামী রাজা হইলে তিনি রাণী হইবেন, এই আশায় তিনি দিবারাত্র স্বামীকে বলিতেন, "বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হও।" স্ত্রীলোকের প্রাণ স্বভাবতঃ কোমল, রক্তপাতের নাম শুনিলে তাহারা শিহরিয়া উঠে, একটি ফোড়া অস্ত্র হইতে দেখিলে স্ত্রীলোক মূর্চ্ছা যায়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুর দ্বারা গঠিত ছিল। সেনাপতি বীর ছিলেন বটে, তবে তাঁহার মন বড় দুর্ব্বল ছিল, আর তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় ছিল লোহের মত কঠিন আর ব্যাঘ্রীর মত নিষ্ঠুর। দিনের পর দিন স্ত্রীর উত্তেজনা চলিতে লাগিল। পাথরের উপর ক্ষীণ জলধারা অবিরত পড়িতে থাকিলে পাথরের যেমন ক্ষয় হয়, সেরূপ স্ত্রীর প্ররোচনায় অবশেষে সেনাপতিরও মন টলিল।

বৃদ্ধ রাজা একদিন তাঁহার দুর্গে আসিলেন; সঙ্গে অন্যান্য সামন্তগণ ছিলেন। গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত, সেনাপতি ও তাঁহার স্ত্রী রাজার শয়নাগারের দ্বার-সম্মুখে আসিলেন। সেনাপতির হাতে একটি লম্বা ধারাল ছুরী। তখন দুর্গের বাহিরে ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। রাজার দুই প্রহরী নিদ্রায় অচেতন; কারণ, সেনাপতির স্ত্রী তাহাদের খাদ্যের সহিত ঘুমের ঔষধ মিশাইয়া দিয়াছিলেন। সেনাপতি রাজাকে খুন করিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন;—রক্তমাখা হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী একটুকুও ভয় পান নাই; তিনি স্বামীকে সাহস দিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শে সেনাপতি প্রহরীদিগের অঙ্গে ও বস্ত্রে রক্ত মাখাইয়া দিলেন। রমণী স্বয়ং স্বামীর হস্তের রক্তদাগ ধৌত করিয়া দিলেন এবং তাহার পর দুইজনে শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকালে সকলে দেখিলেন, রাজা খুন হইয়া পড়িয়া আছেন, আর প্রহরী-দুইটি সেই রক্ত মাখা অবস্থায় শয়ান। সেনাপতি অতিশয় রাগের ভাব দেখাইয়া তাহাদের কাটিয়া ফেলিলেন, যেন তাহারাই খুনী। দুই রাজ-পুত্র ভয়ে দেশত্যাগ করিলেন;—জ্যেষ্ঠপুত্র যাইলেন ইংলণ্ডের রাজ-সভায়। রাজ-বংশের আর কেহ না থাকায় সেনাপতিই রাজা হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর মনস্কাম এইরূপে সিদ্ধ হইল।

রাজপদ পাইয়াও সেনাপতি সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী রাণী হইয়া দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন;—তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। একে স্ত্রীর অসুখ, তাহার উপর তাঁহার আরও একটি অশান্তির কারণ ছিল। বৃদ্ধ রাজার এক বিশ্বস্ত সামন্ত ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ম্যাক্‌ডফ্। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যথার্থ খুনী কে। বুঝিতে পারিয়াছিলেন অনেকে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার বা করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। ম্যাক্‌ডফ্ একদিন ইংলণ্ডে তাঁহাদের বৃদ্ধ রাজার পুত্রের নিকট পলাইয়া গেলেন। নূতন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে মারিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মনে আশঙ্কা রহিয়া গেল, কোন্ দিন ম্যাক্‌ডফ্ আসিয়া তাঁহার পাপের শাস্তি দেন।

দুষ্ট রাজা যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। যুবরাজ ও ম্যাক্‌ডফ্ ইংলণ্ড হইতে সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যুদ্ধে হত হইলেন।* যুবরাজ এতদিনে পিতার সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার মাথায় ম্যাক্‌ডফ্ রাজ মুকুট পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ ম্যাক্‌ডফের অবিচলিত রাজভক্তির ও স্বার্থ-ত্যাগের পুরস্কার দিলেন। নিয়ম হইয়া গেল, ভবিষ্যতে যখনই কেহ রাজা হইবেন, ম্যাক্‌ডফের বংশধর তাঁহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিবেন। রাজপুতানার মেবার-রাজ্যেও নিয়ম আছে যে, রাণার অভিষেকের সময় একজন ভীল রাজটীকা পরাইয়া দিবে; কারণ, একজন ভীল আপন অঙ্গুলী ছেদন করিয়া মেবার-রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পার ললাটে রক্তটীকা আঁকিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর হইতে বরাবর এই রকমেই রাজার অভিষেক হইয়াছিল। পরে এক সময় আসিল, তখন স্কট্‌লণ্ডের ঘোর দুর্দ্দিন। ইংলণ্ডের রাজা স্কট্‌লণ্ড জয় করিয়া লইলেন। ইংলণ্ডের লোকই স্কট্‌লণ্ড শাসন করিতে লাগিল। এই সময় স্কট্‌লণ্ডের এক সামন্ত ভাবিলেন, তিনি ইংরাজদের তাড়াইয়া দিয়া

---

* এই দুষ্ট রাজার নাম ম্যাক্‌বেথ। মহাকবি শেক্ষপীয়র-রচিত ম্যাক্‌বেথ-নামে একখানি ইংরাজী নাটক আছে। পরলোকগত বিখ্যাত নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ম্যাক্‌বেথ-নাটকে ম্যাক্‌বেথ ও তাঁহার পত্নীর জীবনের ঘটনাগুলি দেখান হইয়াছে।

জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাক্‌বেথের আখ্যায়িকা লিখিত। প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্‌বেথ দুরাচার ছিলেন না। রাজা হইয়া তিনি সুশাসন ও ন্যায়-পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসনে বৃদ্ধ রাজার অপেক্ষা তাঁহার অধিকার অনেক বেশী ছিল। বৃদ্ধ রাজাকে তিনি নিজ দুর্গে নিহত করেন নাই। বৃদ্ধ-রাজা বিদেশীয় শত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া একস্থানে আশ্রয় লইলে ম্যাক্‌বেথ সেইস্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। ম্যাক্‌বেথ-পত্নীর পূর্ব্বপুরুষ স্কট্‌লণ্ডের রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধরাজার মাতামহ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ম্যাক্‌বেথ-পত্নী জাতক্রোধ ছিলেন।

রাজা হইবেন্। স্কটলণ্ডের রাজবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। একদিন তিনি আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইঁহার নাম রবার্ট ব্রুস্।

কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক কেমন করিয়া হইবে? দেশের যাঁহারা গণ্যমান্য নেতা, তাঁহারা সকলেই ইংলণ্ডের ভয়ে শশব্যস্ত। কেহ কেহ ইংলণ্ডরাজের অনুগতও ছিলেন। ম্যাক্‌ডফের বংশধরের সাহস হইল না যে, রবার্টের মাথায় মুকুট তুলিয়া দেন। তাঁহার ভগিনী ইসাবেলা কিন্তু ভীত হইলেন না। ম্যাক্‌ডফের বংশে তাঁহার জন্ম, তিনি বংশের মান, রাজার মান ও দেশের মান রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডের দলে ছিলেন। ভ্রাতার অমতে এবং স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই নির্ভীকা রমণী আপন কর্ত্তব্যপালন করিলেন,—গির্জ্জায় গিয়া রবার্টের শিরে মুকুট পরাইয়া দিলেন। *

রবার্ট রাজা হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেরূপ সৈন্যবল ছিল না, ইংরাজ-সৈন্যের নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। তিনি মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের মত পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন, আর সুযোগ পাইলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেন। ইংলণ্ডরাজ তাঁহার শত্রুদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে ধরিতে পারিলেন, তাঁহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। যে সাহসী মহিলা পিতৃকুলের মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারও শাস্তি হইল। ইংলণ্ডের উত্তরে একটি নগরে তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

* য়িহুদী-দুহিতা উপন্যাস-লেখিকা গ্রেস্ য়্যাগুইলার-প্রণীত 'দি ডেজ্ অফ্ ব্রুস্' (ব্রুসের সময়ের কথা)-নামক উপন্যাসে এই রমণীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

এই দুঃসময়ে রবার্টের সহিত কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও সর্ব্বাপেক্ষা বীর ছিলেন ডগ্‌লাস্ নামে এক সেনাপতি। ডগ্‌লাস্ যে শুধু যুদ্ধ করিতে জানিতেন, তাহা নহে, নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাইতেও তিনি জানিতেন। রাজ-সৈন্যের সহিত অনেকগুলি মহিলা ছিলেন। খাদ্যের অভাব হইলে তিনি তাঁহাদের জন্য শিকার করিয়া আনিতেন এবং তাঁহাদের কষ্ট ভুলাইবার জন্য নানারূপ গল্প করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। রাজা রবার্টের নিকট কয়েকখানি গল্পের পুস্তক ছিল,—তিনি অবসর-মত সেইগুলি পড়িয়া সকলকে শুনাইতেন।

রাজা রবার্ট অনেক দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন,—কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। একদিন তিনি সঙ্গিহীন অবস্থায় বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া একটি কুটীরে উপস্থিত হ'ন। কুটীরে একটি বৃদ্ধা বাস করিত। বৃদ্ধার সহিত কথাবার্ত্তায় তিনি বুঝিলেন, তাহার হৃদয় রাজভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধা রাজার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে নিজের দুই পুত্রকে ডাকিয়া আনিল এবং তাহদিগকে রাজার অনুগামী হইতে বলিল। সে যে ইচ্ছা করিয়া পুত্র-দুইটিকে বিপদের মুখে তুলিয়া দিতেছে, তাহা একবারও ভাবিল না। কি প্রগাঢ় রাজভক্তি! মাতার আদেশে পুত্র-দুইটি নতজানু হইয়া রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা কখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না। শত বিপদের মধ্যেও বীর জননীর বীর পুত্রগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞা ও জননীর আদেশ ভুলে নাই।

কিছুকাল পরে রবার্ট ইংরাজগণকে হারাইয়া দিয়া আবার স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীন রাজা হইলেন। প্রভুভক্ত বীর ডগ্‌লাস্ তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে অটল স্তম্ভের মত সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতেন। প্রভুভক্তির জন্য ডগ্‌লাস্ বংশ চিরকাল প্রসিদ্ধ ছিল। পরে তাঁহার বংশের দুই-এক জন পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি ভুলিয়া রাজার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু লোকে তাঁহাদের কথা মনে রাখে নাই ; মনে রাখিয়াছে সেই প্রথম ডগ্‌লাসের কথা, যিনি রাজার শেষ অনুরোধ রাখিবার জন্য হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। †

রবার্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। স্কট্‌লণ্ডে আবার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। স্কট্‌লণ্ডের প্রাচীন রাজবংশের একজন কুমার ইংলণ্ডের সাহায্যে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন। রবার্টের পুত্রের অধীনে অতিসামান্য অংশই থাকিল—মাত্র চারিটি দুর্গে তাঁহার পতাকা উড়িতেছিল। নূতন রাজা ও তাঁহার ইংরাজ-সৈন্য এই দুর্গ-কয়টি অধিকার করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। দুর্গগুলির মধ্যে দুইটি দুর্গ রমণীর বীরত্বে রক্ষিত হইল। একটি রক্ষা করিলেন রাজা রবার্ট ব্রুসের ভগিনী ; আর একটি রক্ষা করিলেন, দুর্গাধিপের বীর পত্নী। ইনি রাজা রবার্টের এক ভগিনীর পৌত্রী। ইঁহার পিতা বীরত্ব ও স্বদেশ-ভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং ইনিও পিতার ঐ গুণ-দুইটি পাইয়াছিলেন।

একজন ইংরাজ সামন্ত এই মহিলার কেল্লা ঘেরাও করেন। তখন কামান-বারুদের প্রচলন হয় নাই, কিন্তু প্রকাণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাচীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইত। যখন ইংরাজ-সেনা এইরূপ পাথরের গোলা ছুড়িত, এই বীর রমণী সখীগণের সহিত আমেদনগরের চাঁদ-সুলতানার ন্যায় দুর্গ-প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং যেখানে ঐ গোলা আসিয়া পড়িত, সেই স্থান একখণ্ড পরিষ্কার বস্ত্রের দ্বারা মুছিয়া দিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ইংরাজগণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, সামান্য ধূলা উড়ান ছাড়া তাহাদের পাথরের গোলা প্রাচীরের আর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং যে-টুকু ধূলা উড়ে, তাহা একখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা অনায়াসে মুছিয়া দিতে পারা যায়।

প্রায় পাঁচ মাস যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ সেনা-পতি কিছু করিতে পারিলেন না। বীর রমণী তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন,—এমন কি তিনি এরূপ কৌশল-জাল পাতিয়াছিলেন যে, আর একটু হইলেই ইংরাজ সেনা-নায়ক বন্দী হইতেন। নূতন সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে ইংরাজ-সৈন্য বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেল।

দুর্গগুলি রক্ষা হইল। ফলে স্বদেশভক্ত সৈন্যগণের সাহস বাড়িয়া গেল। রবার্টের পুত্র পুনরায় সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইলেন।

† রবার্টের ইচ্ছা ছিল, পুণ্যতীর্থ জেরুস্যালেম দর্শন করেন। সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়া যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, তখন বন্ধু ডগ্‌লাসকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি রাজার হৃৎপিণ্ড জেরুস্যালেম লইয়া যান। রবার্টের মৃত্যুর পর ডগ্‌লাস তাঁহার হৃৎপিণ্ড একটি আধারে লইয়া কয়েক শত সঙ্গীর সহিত যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে একস্থানে যুদ্ধে নিহত হ'ন। যখন তাঁহার মৃতদেহ বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তিনি সেই আধারটি বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া আছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্টের দৌহিত্র-বংশ রাজত্ব করেন।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ডে আবার গোলযোগ ঘটিল। তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি রাজ-কার্য্য কিছুই দেখিতেন না। তাঁহার ভাই-ই সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। ভাইয়ের ইচ্ছা, তিনি আপনি রাজা হ'ন। দিন-রাত্ তিনি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। একদিন যুবরাজ খুড়ার হস্তে বন্দী হইলেন। একটি কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। জল বা খাদ্য কিছুই তাঁহাকে দেওয়া হইত না। উদ্দেশ্য, তাঁহাকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলা। যুবরাজের কাতরোক্তি শুনিতে পাইয়া একটি স্ত্রীলোকের মনে দয়া হইল। সে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ ছিল দেবীর মত। সে বস্ত্রের মধ্যে খুব পাত্‌লা বার্লির রুটি করিয়া লুকাইয়া আনিত এবং কারাগারের জানালার গরাদের ভিতর দিয়া ফেলিয়া দিত। পান করিবার জন্য জল আনিবার সুবিধা হইত না। আর একটি স্ত্রীলোক জানালার গরাদের ফাঁকে আপনার স্তন প্রবেশ করাইয়া দিত, হতভাগ্য যুবরাজ সেই দুগ্ধ পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতেন।

রমণী-দুইজনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাজপুত্রের প্রাণ-রক্ষা হইল না। প্রহরীরা সমুদায় ব্যাপার জানিতে পারিয়া রমণীদের আসা বন্ধ করিয়া দিল। যুবরাজ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন।*

রাজা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিলেন, তখন তিনি কনিষ্ঠপুত্রের জন্য ভাবিয়া আকুল হই লন। কনিষ্ঠ রাজপুত্র তখন বালকমাত্র। তাঁ াকে একটী জাহাজে তুলিয়া ফরাসী-দেশে পা াইয়া দেওয়া হইল, পাছে শত্রু তাঁহাকেও মারিয়া ফেলে। সে-জাহাজ ফরাসী-দেশে পৌঁছায় নাই। মধ্য-পথে একখানি ইংরাজ-জাহাজ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। তখন ইংলণ্ডের সহিত স্কট্‌লণ্ডের সদ্ভাব ছিল না। ইংলণ্ডের রাজার আদেশে যুবরাজ একটি দুর্গে বন্দী থাকিলেন। ইনি পরে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হ'ন। তখন ইঁহার নাম হইয়াছিল প্রথম জেমস্।

রাজপুত্র বন্দী রহিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করা হইল না। তাঁহার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই শিক্ষার ফলে তিনি একজন সুকবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রায় উনিশ বৎসর তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। একদিন তিনি দুর্গের জানালা হইতে দেখিলেন, নীচে বাগানে একটি রমণী ভ্রমণ করিতেছেন।† তাঁহার ভাবী পত্নীকে তিনি এই প্রথম দেখিলেন। সে রমণীর নাম জেন, ইংলণ্ডের তিনি রাজার আত্মীয়া। তাঁহাদের বিবাহের পরে যুবরাজ পত্নী জেনের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সকলে ভাবিল, এইবার দুইজাতির মধ্যে সদ্ভাব চিরস্থায়ী হইবে।

* সুপ্রসিদ্ধ স্কট্‌লণ্ড-দেশীয় ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার স্কট-প্রণীত 'ফেয়ার্ মেড্ অব পার্থ' (পার্থ-নগরের সুন্দরী কুমারী)-নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুবরাজের মৃত্যুর লোমহর্ষণ কাণ্ড বর্ণিত আছে।

† জেমস্ আপনার প্রণীত 'কিংস্ কোয়ের' (রাজার পুস্তক') এ তাঁহার প্রণয়-কাহিনী সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

স্কটলণ্ডে তখন ঘোর অরাজকতা। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছিল। সবল দুর্ব্বলের উপর অবাধে অত্যাচার করিয়া যাইতেছিল। স্বার্থপর সামন্তের দল এ-বিষয়ে প্রধান অপরাধী। রাজা হইয়া জেম্‌সের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, দেশে শান্তি-স্থাপন করা। তিনি সামন্তগণকে দমন করিবার চেষ্টা পাইলেন, ফলে, অনেক সামন্ত তাঁহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন।

মানবের শোণিত-পিপাসা কখনও নিবৃত্ত হয় না। রক্ত-লোলুপ পশুর ন্যায় সে হত্যার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই সময় রক্ত-পাতের যুগ। কার্য্য যতই ঘৃণিত, যতই নিষ্ঠুর হউক্ না কেন, মানব কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইত না। পৃথিবীর এই অন্ধকার যুগে কতিপয় রমণীর মহত্ব নৈশ-গগনে শুকতারার ন্যায় জল্ জল্ করিতেছে। দুইজন সামান্য স্ত্রীলোক জেম্‌সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ইতিহাস তাহাদের সে-চেষ্টার কথা ভুলে নাই। প্রদীপ-শিখার নিম্নেই অন্ধকারের পুঞ্জ। হিংস্র মানবচিত্রের নিকটে থাকিয়া সে স্বর্গীয় দৃশ্য তাহাকে আরও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। ১৪৩৭খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে যে পৈশাচিক হত্যার অভিনয় হইল, তাহার মধ্যেও নারী আপনার মহিমায় আপনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর হত্যাকারী দানবদলের পাপ-কালিমা আরও গাঢ়তর হইয়া রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-সমালোচনা।

অতীতের ব্রাহ্ম-সমাজ।—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব কর্ত্তৃক প্রণীত ও ১৪ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।—

গ্রন্থকার তাঁহার অতীত জীবনে ব্রাহ্ম-সমাজে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার এই বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত জরাজীর্ণদেহে অতীব সরল ও সুললিত ভাষায় এই গ্রন্থে বিংশতি অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন্। আদর্শ স্বার্থত্যাগী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের সম্মিলনে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ এতদ্দেশে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শক্তিসম্পন্ন হইল এবং বর্ত্তমান সময়ে কিজন্যই বা ইহা ইহার তাদৃশ-আকর্ষণী-শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে, তাহা তিনি কতিপয় প্রাচীন ধর্ম্মাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-বিবৃতি ও নিজ অভিজ্ঞানলব্ধ উপলব্ধি দ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন্। তাঁহার পুস্তক পাঠে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্কীর্ণগণ্ডী তিরোহিত হইয়া যায় এবং তদানীন্তন ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের জীবনালেখ্য হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন্, তাহার আদর্শ ফুটিয়া উঠে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত গভীর ভক্তিসহকারে লিখিত এবং পরমহংসদেব, ব্রহ্মানন্দ, ৺উমেশচন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণের অজ্ঞাত বিষয় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার যে প্রতিকৃতিগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানিই অতিশয় মূল্যবান্ ও আদরের সামগ্রী। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী নিজ নিজ জীবনের আদর্শের সহিত প্রাচীন আদর্শের তুলনা করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবেন্ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের উদ্যম, বিলাসবিদ্বেষ, নিঃস্বার্থতা ও সফলতা নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন্; এবং জাতীয় জীবনের এই নব জাগরণের দিনে, সত্যানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া, দেশবাসী হৃদয়ে বল লাভ করিবেন্। পুস্তকের মুদ্রণ-পারিপাট্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মূল্য ১৲ (এক টাকা মাত্র)।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 702. February, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ। ৭০২ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৮। ফেব্রুয়ারী, ১৯২২।	১২শ কল্প। ২য় ভাগ।

অনুভব।

দ্বন্দ্বের মাঝে কাহার আহ্বান শুনি গো প্রাণের সখা,
দিবসে নিশীথে প্রতি পলে পলে কে দেয় আমারে দেখা!
সংসারের প্রতি-কর্ত্তব্যের মাঝে শুনি কা'র প্রিয়বাণী,
বিষাদিত হ'লে কে আসি' যতনে মুছায় আনন-খানি।
ধরণীর শত শোভার মাঝারে ভাসিছে প্রতিমা কা'র,
কা'র স্নেহনদী সতত উছলে, কে সে প্রেম-পারাবার!
কে আমারে সদা করিছে আদর, নিরত বাসিছে ভাল,
তমসার মাঝে মরমের তলে কে দেয় জ্বালিয়া আলো!
আমার নয়নে আমার পরাণে জাগিছে পরশ কা'র!—
"সে যে তুমি সখা, সে যে তুমি নাথ, সে তুমি জীবন-সার।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জেমসের মৃত্যুদিন ঘনাইয়া আসিল। তাঁহার উপর গ্রেহাম্-নামক এক সামন্তের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইয়াছিল; তিনি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে রাজা একদিন পার্থ-নগরে যাইবেন বলিয়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রাণী জেন, তাঁহার সহচরীগণ ও রাজার দেহরক্ষী সৈন্য। পথে একজন পাহাড়িয়া স্ত্রীলোক তাঁহাদের নদী

পার হইয়া পার্শ্বে যাইতে নিষেধ করিল। রাজা তাহার কথা ভাল বুঝিতে না পারিয়া এবং বুঝার কোন চেষ্টাও না করিয়া অগ্রসর হইলেন। নগরে পৌঁছাইলে পর সন্ধ্যাকালে আবার সেই রমণী রাজার আবাস-দ্বারে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিল। তখন অসময়, সাক্ষাৎকার হইল না; রমণী আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল,—"হায় হায়! আর রাজাকে জীবিত দেখিব না!"

ক্রমে রাত্রি হইল। রাজা প্রফুল্লচিত্তে রাণীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, পার্শ্বে সখীর দল দণ্ডায়মান। সহসা প্রাঙ্গণে মশালের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শোনা গেল। রাজা বুঝিলেন শত্রু আসিয়াছে। পাহাড়িয়া স্ত্রীলোকটীর সাবধান-বাণী মনে পড়িল; কিন্তু তখন আর সময় নাই। দেহরক্ষী সৈন্যদল দূরে ছিল; কারণ রাজার আবাস-গৃহে স্থান হয় নাই। জেম্‌স্ কক্ষগুলির দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতক ছিল। তাহারা দ্বারের অর্গলগুলি সরাইয়া রাখিয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা কক্ষতলের একখণ্ড তক্তা তুলিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। ডগ্‌লাস্‌-বংশের ক্যাথারিন্ নামে এক রমণী এইবার প্রভুভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কক্ষদ্বারের লৌহ অর্গল ছিল না, তিনি আপন হস্ত অর্গলের পরিবর্ত্তে নিয়োজিত করিলেন। সে দুর্ব্বল হস্ত শোণিত-পিপাসু বিশ্বাসঘাতকের প্রবেশ-রোধ করিতে পারিল না। দ্বার খুলিয়া গেল; ক্যাথারিন্, অচৈতন্য হইয়া ভগ্ন-রক্তাক্ত-হস্তে পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।* রাণী হত্যাকারিগণকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও আহত হইলেন।‡ কেহ কেহ তাঁহাকেও হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রেহামের পুত্র বলিলেন, "রাণীকে হত্যা করিয়া কি হইবে; রাণী স্ত্রীলোক। রাজাকে খুঁজিয়া বাহির কর।"

হত্যাকারীর দল রাজাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। গোলযোগ শুনিতে পাইয়া রাজার দেহরক্ষিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। বিশ্বাসঘাতকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; তাহারা পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণ-রক্ষা হইল না। ভগবানের দেওয়া শাস্তি আসিতে বিলম্ব করে, কিন্তু সে শাস্তি এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই আসে। এ-ক্ষেত্রে শাস্তি অতিশীঘ্র আসিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ পলায়নের সময় আক্ষেপ করিয়াছিল যে, তাহারা রাণীকে হত্যা করে নাই। রাণী এইবার ভগবানের দণ্ডের অস্ত্র হইলেন। প্রতিহিংসার তীব্রজ্বালায় তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। যে অনল তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছিল, তাহাতে হৃদয়ের নারীসুলভ কোমলবৃত্তিগুলি পুড়িয়া ছাই হইল। হত্যার অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বাসঘাতকগণের অধিকাংশ ধৃত

---

* কবি রোসেটি তাঁহার 'কিংস্ ট্রেজেডি' ('রাজার বিয়োগ') নামক কাব্যে ক্যাথারিনের মুখ দিয়া ঘটনাটি বলাইয়াছেন।

‡ মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে জেম্‌স্ তাঁহার কবিতা-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পত্নীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "(যিনি) স্বামীর প্রাণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" মানবের কল্পনা কখন কখন এইরূপ বাস্তবে পরিণত হয়।

হইয়া এবং যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিয়া অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদের প্রাণবধ করা হইল।

ক্যাথারিন্ ডগ্লাস্ পরে আলেকজাণ্ডার লভেল্-নামক এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। রাজার প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্ত "বার্" অর্থাৎ অর্গল-রূপে আপন হস্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ডগ্লাস্ বংশের এই সাহসী বিশ্বস্ত দুহিতাকে 'ব্যারল্যাস্' বলিত। তাঁহার বংশধরগণ স্কট্লণ্ডে ব্যারল্যাস্ উপাধি ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের শীল-মোহর, যান, বসন, ভূষণ প্রভৃতিতে বংশ-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ একটী ভগ্ন হস্ত অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রথম জেম্সের পর জেম্স্ নামে কয়েক জন রাজা পর পর স্কট্লণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের বংশকে ষ্টুয়ার্ট বংশ বলা হয়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রবার্ট ব্রুসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্কট্লণ্ডের রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ফলে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ স্কট্লণ্ডের সিংহাসনে বসিবার অধিকার পান।

স্কট্লণ্ডের রাজা পঞ্চম জেম্স্ ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে রোগ-শয্যায় শয়ন করেন। সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা। রাজা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, রাণী একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজার বড় আশা ছিল যে, পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র তাঁহার অবর্ত্তমানে সিংহাসনে বসিবে। কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "আমাদের রাজমুকুট রমণী হইতেই আসিয়াছিল, রমণীর সহিতই তাহা চলিয়া যাইবে।" মরণ-পথের যাত্রী রাজার আশঙ্কা আংশিকভাবে ফলিয়াছিল।

রাজকন্যা মেরী কুক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতুল রূপগুণের অধিকারিণী হইয়াও তিনি জীবনে অতি অল্প দিনই সুখ-ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন শিশু, তখনই তাঁহার জন্য স্কট্ ও ইংরাজ, দুই জাতির মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইংলণ্ড হইতে এক-দল সেনা প্রেরিত হইল,—ইচ্ছা, রাণী মেরীকে লইয়া গিয়া ইংলণ্ডের বালক রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে। স্কট্দিগের এ বিবাহ-দানে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু এরূপ সশস্ত্র ঘটকদল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ইংরাজসৈন্য রাণীকে পাইল না। স্কটেরা জাহাজে করিয়া তাঁহাকে ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিল। ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া ফ্রান্সের সহিত স্কটলণ্ডের বরাবর মিত্রতা ছিল। আর মেরীর মাতা নিজে ফরাসী-দুহিতা ছিলেন। যে কয়েক বৎসর মেরী ফরাসী-দেশে অতি-বাহিত করিয়াছিলেন, সেই কয়টিই তাঁহার সুখের বৎসর।

সেকালে তাঁহার তুল্য রূপবতী মহিলা দেখা যাইত না। তাঁহার ব্যবহার ও কথা-বার্ত্তায় অহঙ্কারের লেশ থাকিত না। তিনি কয়েকটি বিভিন্ন ভাষা জানিতেন এবং রাজকার্য্য বেশ বুঝিতেন। তিনি অশ্বারোহণে পটু ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে সাহসের অভাব ছিল না। এক সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া-ছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যদি তিনি পুরুষ হইতেন, তাহা

হইলে বর্ম্ম-চর্ম্ম ও তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন।

মেরী যখন স্কট্লণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশের লোক তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিল। শৈশব ও যৌবনের 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' সোণার ফরাসী-দেশ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার প্রাণে যে ব্যথা জাগিয়াছিল, স্বদেশে প্রজাগণের মধ্যে আসিয়া তিনি তাহার কিছু ভুলিলেন। সকলের অনুরোধে তিনি আবার বিবাহ করিলেন। এই বিবাহই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার স্বামী উচ্চবংশের সন্তান ও রূপবান্ ছিলেন, কিন্তু তাহার অন্তর অতিনীচ ছিল। স্বামি-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটিল; স্বামী কতকগুলি সামন্ত একত্র করিয়া মেরীর চক্ষুর সম্মুখে মেরীর এক প্রিয় কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করাইলেন। হত্যা-কারিগণের উপর রাণীর দারুণ রোষ হইল। তিন মাস পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। এই শিশু ভবিষ্যতে ষষ্ঠ জেম্‌স্ নামে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হন্ এবং পরে ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্ হইয়া দুইটি দেশকে এক রাজছত্রের অধীন করেন।

রাজার মঙ্গলের জন্য মেরী অধিকাংশ হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করেন। কিন্তু স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ঘুচিল না। তাঁহার স্বামীর অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। লোকে তাঁহার স্বামীর হত্যাকারী বলিয়া যে সামন্তকে সন্দেহ করিল, তিনি একদিন মেরীকে পথিমধ্যে বন্দী করিয়া আপন দুর্গে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে মেরী সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন। প্রজাগণ রাণীর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইল। সকলে নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিল। এখনও সে সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই এবং মেরীর অপরাধ কতটুকু এখনও তাহা ভালরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ফলে, সুলতানা রিজিয়ার ন্যায় মেরী সিংহাসন-চ্যুত হইলেন; তাঁহার জীবন-হানি হইল না। তাঁহার শিশুপুত্র স্কট্লণ্ডের রাজা হইলেন।

মেরী বন্দিনী অবস্থায় কিছুকাল বাস করিয়া পলায়ন করেন * এবং কতিপয় অনুগত সামন্তের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পরাজিত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় ল'ন। ইংলণ্ডে বন্দিনী-রূপে উনিশ-বৎসরকাল থাকার পর ইংলণ্ডের রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। যিনি আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের রাণী উদারতার পরিচয় দেন নাই। মেরীর শেষ জীবনের করুণ দুঃখকাহিনী পাঠ করিবার সময় তাঁহার গত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির কথা মনে থাকে না। বীরবংশে তাঁহার জন্ম। মৃত্যুকালে তিনি যে নির্ভীকতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা সেই বীরবংশের দুহিতারই উপযুক্ত।

কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ডের রাণীর মৃত্যুর পর মেরীর পুত্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বহুবৎসর পরে ইংলণ্ডের শেষ ষ্টুয়ার্ট রাজা বিতাড়িত হ'ন। তাঁহার পুত্র-পৌত্র পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্য উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় স্কটলণ্ডে আগমন করেন। ইংলণ্ড ও

---

* ঔপন্যাসিক সার্ ওয়াল্টার স্কটের 'অ্যাবট' (মঠাধ্যক্ষ) নামক উপন্যাসে মেরীর জীবনের কতক অংশ দেখান হইয়াছে। কবি সুইনবার্ণ তাঁহার নাটকে মেরী ষ্টুয়ার্টের জীবন চিত্রিত করিয়াছেন।

স্কটলণ্ড তখন বর্ত্তমান রাজবংশের অধীনে। রাজপুত্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।* ইংলণ্ডের সরকার ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কেহ রাজপুত্রকে ধরাইয়া দিতে পারিলে ত্রিশ হাজার মোহর পুরস্কার পাইবে। রাজপুত্রের পক্ষ লইয়া যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইতেছিল। রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করিলেন একজন রমণী। চারিধারে রাজপুত্রের জন্য অন্বেষণ চলিতেছিল। তিনি রাজপুত্রকে আপনার অনুচরীর বেশে সাজাইয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ স্থানে পৌছাইয়া দিলেন। ইহাতে তিনি যথেষ্ট সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আর একজন ভদ্রলোক তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সেই ভদ্রলোক তাঁহার স্বামী হ'ন। এই রমণীর নাম ফ্লোরা-ম্যাক্‌ডোনালড্।

রাজপুত্র রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পলায়নের সহায়তা করার অপরাধে ফ্লোরা-ম্যাক্‌ডেনালড্ লণ্ডন-দুর্গে কিছুদিন আবদ্ধ থাকেন। তিনি মুক্তিলাভ করিলে পর, বিলাতের ষ্টুয়ার্ট-বংশের প্রতি অনুরক্ত সমস্ত লোক তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেন। ইংলণ্ডের তখন যিনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, তিনিও আপন পত্নীর নিকট এই মহৎ কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি সেই হতভাগ্য রাজপুত্র ঐপ্রকার বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আসিত, তবে তুমিও কি ঐরূপ করিতে না? আমি নিশ্চয় জানি, তুমিও ঐরূপ করিতে।" যে মহানুভব রাজকুমার শত্রুর প্রাণরক্ষাকারীর সম্বন্ধে এইরূপ মহৎ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রপিতামহ।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

* স্যার্ ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভার্লি' নামক উপন্যাসে যুবরাজের যুদ্ধকাহিনীর কতক অংশ বর্ণিত আছে।

স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

জন্ম-পত্রিকা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৩) ভাগ্য, ধর্ম্ম, ভক্তি, তপস্যা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।—এই কয়টী ভাবই এই মহাত্মার জীবনের অতীব উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বিষয়ে এ-স্থলে একটু বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

(ক) ভাগ্য:—"চন্দ্রাদ্ বিলগ্নাদ্বনম্ নিরুক্তং ভাগ্যালয়ং * * ..." (ইতি শম্ভু-হোরায়াম্)। চন্দ্র ও লগ্নের নবম স্থানে ভাগ্যের বিচার হয়। চন্দ্র লগ্নস্থ হওয়াতে চন্দ্র ও লগ্ন হইতে নবম ভাব একই রাশি। বর্ত্তমান স্থলে উহা বৃষরাশি। নবম ভাবের অধিপতি শুক্র পঞ্চম ভাবস্থ, বলবান্, উচ্চনবাংশস্থ এবং অধিমিত্র-ক্ষেত্রস্থ। নবমভাবে বুধ ও বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি বিদ্যমান। উহাতে অন্য কোন অশুভ গ্রহের বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই। অতএব নবমস্থান অতি নির্ম্মল ও মনোরম। পরন্তু

"শুভং বর্গোত্তমে জন্ম বেশিস্থানে চ সদ্‌গ্রহে।
অশূন্যেষু চ কেন্দ্রেষু কারকাখ্যগ্রহেষু চ॥
(বৃহজ্জাতকঃ)-এ স্থলে কেন্দ্রে চন্দ্র, মঙ্গল, রবি ও শনির অবস্থান হওয়াতে,—বিশেষতঃ—"বিলগ্ন-দুশ্চিক্য-সুতোপগশ্চেদ্ বলান্বিতো যে নবমং প্রপশ্যেৎ। যস্য প্রসূতৌ স তু ভাগ্যশালী বহ্বর্থ-সংযুক্ত-বিলাসশীলঃ॥"—(শম্ভুহোরাম্)-এ-স্থলে লগ্ন, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থান বলবান্ গ্রহ-যুক্ত এবং ভাগ্যস্থান বলবান্ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র-দৃষ্ট হওয়াতে এই মহাত্মার ভাগ্য ভাবের নির্মলত্ব ও মনোহারিত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।* এই বিশিষ্ট ভাগ্যযোগ হইতে এই মহাত্মার জীবনে অনেক বিশিষ্ট ও সুমিষ্ট ফল সম্ভূত হইয়াছে। এই ভাগ্য হইতেই ধর্ম্ম, ভক্তি ও তপস্যার উৎপত্তি; এই ভাগ্য হইতেই ধন, সম্মান, যশঃ ও প্রভুত্বের উৎপত্তি এবং এই ভাগ্য হইতেই সাধনা, বিশ্বপ্রেম এবং সিদ্ধির উৎপত্তি।—

"ভাগ্যাদেব নৃণাং সিদ্ধির্ভাগ্যাদেব ধনায়তী।
যশাংসি ভাগ্যতো ভাগ্যবৈপরীত্যাদ্ বিপর্য্যয়ঃ॥" "পরাশরঃ"

এইগুলি একটী একটী করিয়া বিবৃত করিতেছি।

(খ) ধর্ম্ম ও ভক্তি।—নবম বা ভাগ্য-ভাবে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পঞ্চমে ভক্তির বিচার হয়। বৃহস্পতি ধর্ম্ম ও ভক্তির কারক। ভাগ্যভাবের নির্ম্মলত্ব ও উৎকৃষ্টত্ব ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বৃহস্পতি কেমন মনোরম দেখুন।—বৃহস্পতি অধিমিত্র-ক্ষেত্রস্থ; সম্পূর্ণ মিত্রবর্গগত; স্বদ্রেক্কাণ-নবাংশ-ত্রিংশাংশগত; বর্গোত্তম-নবাংশস্থ; শুভগ্রহ বুধযুক্ত; কোনও অশুভগ্রহের দৃষ্টিযুক্ত নহে॥—

"শশী দৃকাণে রবিজস্য সংস্থিতঃ কুজার্কিদৃষ্টঃ প্রকরোতি তাপসম্॥" ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে।

এ-স্থলে চন্দ্র শনির দ্রেক্কাণস্থ হইয়া মঙ্গল-যুক্ত এবং শনি-কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়াতে এই মহাত্মার তাপস-যোগ হইয়াছে। বিশেষতঃ—"বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে শুভ-শতমুপযাতি স্বামি-দৃষ্টে বিলগ্নে। সুরগুরু-নব-ভাগ-ত্রিংশদংশ-ত্রিভাগে দশম-ভবনগে বা বীত-ভোগস্তপস্বী॥" (ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে)। এস্থলে নবমপতি বলবান্ শুক্র কোণস্থ এবং দশমপতি বুধ বৃহস্পতির দ্রেক্কাণ ও ত্রিংশাংশ-গত। কিন্তু লগ্নে লগ্ন-পতির কোন দৃষ্টি নাই। অতএব এই যোগজ ফল সম্পূর্ণ না হইলেও এই মহাত্মা যে অনেক পরিমাণে ভোগস্পৃহাহীন ও তপস্বী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই যোগটী সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হইয়াছিল; এজন্য তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বীতভোগ ও তপস্বী হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চমে ভক্তির বিচার হয়। ধর্ম্মপতি শুক্র ভক্তিস্থানস্থ। আর ভক্তিপতি শনি কেন্দ্রস্থ এবং সত্ত্বগুণী রবি-যুক্ত; কিন্তু অস্তগত ও নীচনবাংশস্থ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে উক্ত দোষের অনেকটা হানি হইয়াছে। ভক্তি-কারক বৃহস্পতি অতি-শুভ এবং নানাগুণে বিভূষিত। পরন্তু—

"সুনফাং বিনা মন্ত্র-মিষ্টাশনাভ্যাম্বীতেন কিং"—(ইতি চমৎকারচিন্তামণি)। এবং "সুতেশে মাতৃভবনে চিরং মাতা সুখং ভবেৎ। লক্ষ্মীযুক্তঃ সুবুদ্ধিশ্চ সচিবশ্চাথবা গুরুঃ॥—(পরাশরঃ) এবং,—"ভাগ্যেশে পঞ্চমে প্রাপ্তে ভাগ্যবান্ গুনবল্লভঃ। গুরুভক্তিরতো মানী ধীরো ধীরস্তৈর্যুতঃ॥" (পরাশরঃ)।

এই সকল যোগের দ্বারাও জপ-ধ্যানাদি-দ্বারা ইষ্টলাভ, ভক্তিমত্তা, ধর্ম্ম-গুরুর পদলাভ

প্রভৃতি সূচিত হইতেছে। এই মহাত্মার ধর্ম্ম ও ভক্তি-ভাব যে অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর প্রবাহের ন্যায় শয়নে কিংবা জাগরণে, গৃহে কিংবা কার্য্যক্ষেত্রে, ভ্রমণে কিংবা উপবেশনে, সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও ভক্তির স্রোতঃ সংগোপনে তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত থাকিত। ধর্ম্মপতি শুক্র অশুভ-মধ্যবর্ত্তী এবং ভক্তিপতি কঠোর তপস্বী শনি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল ও ভক্তিস্থান অশুভ-মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে তিনি ভক্তগুরু চৈতন্যাদির ন্যায় অহেতুকী ভক্তি লাভ করিতে না পারিলেও, তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের এই ভক্তির লক্ষণগুলি অনেক পরিমাণে তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, উপনিষদ্ ও গীতার অনেক শ্লোক তাঁহার হৃদয়ের মন্ত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছিল। তিনি এত ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। ইহা ভিন্ন ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইত।

(গ) ধর্ম্মোপদেশ, সাধনা ও তপস্যা।—প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সংসারের আব্‌হাওয়া ও উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্রিয়াতে সেগুলি ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রস্ফুটিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মহাত্মাও ধর্ম্ম ও ভক্তির উৎকৃষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রও সে বীজ ধারণ ও পরিপোষণের অনুকূল অনেক সার সদ্‌গুণ ধারণ করিত। সে সকল গুণের বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু উৎকৃষ্ট বীজ এবং উর্ব্বর ক্ষেত্র হইলেই হয় না। অভিজ্ঞ ও যত্নশীল কৃষক, জল, বায়ু ও উত্তাপের আবশ্যক। এই মহাত্মার উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ও ভক্তির সেই উৎকৃষ্ট বীজ ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অপরাপর ক্ষুদ্র বৃহৎ ধর্ম্মাচার্য্যদের যত্নে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ, শাস্ত্রালোচনা এবং সংসর্গের জলবায়ু ও উত্তাপে সুমধুর ও সুগন্ধ ফলফুল-শোভিত অতিমনোরম বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মহাত্মার তাপস-যোগ হইয়াছিল। পরন্তু

"শুভগ্রহাণাং ভবনে তু তস্মিংস্তৃতীয়রাশৌ শ্রবণং কথানাম্। পুণ্যাদিকানাং যদি, পাপরাশৌ এ্‌রূপ তৎকর্ণ-কুঠারমাহুঃ॥　—(জাতক-পারিজাত)।

এই বচনানুসারে ইঁহার পুণ্যকথাদি-শ্রবণ-যোগ হইয়াছে। এই মহাত্মা পুণ্যকথাদি-শ্রবণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় এত আনন্দ ও সুখানুভব করিতেন যে, তাঁহাকে কখনও এ-বিষয়ে অলস হইতে দেখি নাই। তিনি একজন কঠোর সাধক ও তপস্বী ছিলেন।

(ঘ) সিদ্ধি ও বিশ্বপ্রেম।—সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ হয় না। যাহার যতটুকু সাধনা, তাহার ততটুকু সিদ্ধি। অর্থাৎ যতটুকু সাধনা, অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি ততটুকুই পরিস্ফুটিত ও পরিপুষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই মহাত্মার অন্তর্নিহিত ভক্তি ও ধর্ম্মের শক্তি কীদৃশী বলবতী ছিল। সেই প্রবলা শক্তি সাধনা ও তপস্যার দ্বারা প্রবুদ্ধা ও পরিপুষ্টা হইয়া একটী মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

:সেই শক্তির সম্মুখে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, বিপদ্-দুঃখ, মায়া-প্রলোভন চূর্ণ হইয়া যাইত; তিনি সিদ্ধিলাভ না করিলেও (তাহার) অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বিশ্ব-প্রেম সিদ্ধির সহচর। যাঁহারা মুক্ত ও সিদ্ধ, তাঁহারা বিশ্বপ্রেমিক। কেন না, সংসারের ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন আর তাহাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"—তাঁহাতে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই ভগবানের পূজা। ইহাই মুক্ত ও সিদ্ধপুরুষদের হৃদয়-মন্ত্র। তাঁহার পরিচিত সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে ভক্তি ও পূজা করিত। অনেক গোঁড়া উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তাঁহার পদধূলি লইতে দেখিয়াছি। মহা শাস্ত্রজ্ঞ উপবীতধারী বৈদ্যবংশীয় ব্যক্তিকে তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে দেখিয়াছি। অনেক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে "ব্রাহ্মণ" এই আখ্যা দিতে সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভক্তি ও আগ্রহ-সহকারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ-সকল বিশ্বপ্রেমের ফল॥

(ঙ) বৈরাগ্য।—সংসারের অনিত্যতা-বোধ ও তজ্জন্য উহাতে অনাসক্তির নামই বৈরাগ্য। আমাদের একটা কুসংস্কার আছে যে, সংসার পরিত্যাগ না করিলে বৈরাগ্য-লাভ হইতে পারে না। কিন্তু এই মহাত্মার জীবন উহার ব্যতিক্রম। তিনি সংসারে থাকিয়াই বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার যে প্রব্রজ্যা বা বৈরাগ্য-যোগ হইয়াছে, এ-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি এ-স্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

"শনী দৃকাণে শবিলক্ষ সংস্থিতঃ।
কুজার্কিদৃষ্টঃ প্রকরোতি তাপসম্॥" (ইতি জ্যোতির্নিবন্ধে)

চারিটী গ্রহ কেন্দ্রবর্ত্তী হওয়াতেও বৈরাগ্য-যোগ সূচিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েন্ নাই। তাহার কারণ, লগ্নপতি বুধের সহিত বলবান্ ও সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন সুখাধিপতি বৃহস্পতির সংযোগ। এই সংযোগ তাঁহাকে সংসারের সুখ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে প্রবৃত্তি দান করে নাই। বিশেষতঃ—

"নিশার্দ্ধাচ্চ দিনার্দ্ধাচ্চ পরং সার্দ্ধদিনাড়িকা।
শুভা তজ্জন্যো রাজা ধনী বা তৎসমোঽপি বা॥" (পরাশর)

এই পরাশরোক্ত বচনানুসারে এই মহাত্মার মধ্যরাত্রির পর ২॥ দণ্ডের মধ্যে জন্ম হওয়াতে রাজযোগ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ-যোগ হইয়াছে। যে-স্থলে রাজযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ এই উভয়ই হয়, সে-স্থলে মানুষ উভয়-যোগের ফলই ভোগ করে। অর্থাৎ সাংসারিক সম্মান, যশঃ, ভোগ-সুখাদি প্রাপ্ত হইয়াও অন্তরে পরম বৈরাগ্য লাভ করিয়া পরমার্থপরায়ণ হয়। এই মহাত্মার জীবনও তদ্রূপ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনও উহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার রাজযোগ ও সন্ন্যাসযোগ এই দুই-ই অতিপ্রবল ছিল॥

(চ) সম্মান, খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি।—ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই মহাত্মার রাজযোগে জন্ম হইয়াছে। এই রাজযোগ-সম্মান, প্রভুত্ব-ও ঐশ্বর্য্য-যোগ। কিন্তু সন্ন্যাসযোগ হওয়াতে তিনি এই সকলের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তথাপি, সর্ব্বত্রই উচ্চ সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করিতেন। তিনি সকলপ্রকার বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; তথাপি অন্তরে বৈরাগ্য ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম করি-

তেন্। তিনি বিষয়াসক্ত হইলে বিষয়-রাজ্যে যে একজন অতি খ্যাত্যাপন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী-লোক হইতে পারিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(ছ) ধর্ম্ম ও ভক্তির বিশেষত্ব।—এই মহাত্মা বিশেষ স্বদেশ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও ভক্তিভাবেও তাহার অনুপ্রাণনা দৃষ্ট হয়। তাঁহার সাধনাপ্রণালী বহুপরিমাণে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা-প্রণালীর অনুরূপ ছিল। তিনি যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং স্বকীয় আচরণে দেশীয় ভাব রক্ষা করিতেন্। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহাকে গীতা ও উপনিষদাদিষ্ট-পথাবলম্বী সাধক বলা যায়। এইরূপ স্বদেশীয় ভাবপ্রিয়তা বৃহস্পতির ফল। বৃহস্পতি সত্ত্ব-গুণী ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ কিন্তু স্বদেশীয়-ভাব-রক্ষক (conservative)। বৃহস্পতি ধর্ম্মভাবের পূর্ণদর্শী হওয়াতে এই মহাত্মাও পূর্ব্বোক্তভাবাপন্ন হইয়াছেন।

(১৪) এই মহাত্মার অন্যান্য গুণ-সম্বন্ধে নিম্নে প্রাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

"In any aspect (between Sun and Saturn) tends to give a strong personality, one who goes his own way irrespective of the feelings or desires of others, who is not affected by the protests or opinions of others, and who is with difficulty thwarted or turned aside. He is capable of organising, controlling, governing and directing others. He is to some extent a natural leader; is subtle, often most so when seeming to be frankest, and does not mind isolation or positions of responsibility. He is ambitious and if the fire and energy of Mars are added to the subtlety and controlling power of Saturn, nothing can turn him aside; he will work out his purposes successfully in the face of the greatest obstacles and is certain to obtain leadership or mastery over others and positions of prominence or responsibility, even though in a small sphere. There is a tendency to pride, dignity and isolation and to whatsoever lifts a man up or separates him from his fellows."—
Alan Leo, How to Judge A Nativity,
Part II, P. 71

অর্থাৎ—রবি ও শনির মধ্যে দৃষ্টি কিংবা সংযোগ-জন্য কোনও সম্বন্ধ হইলে, জাতক অতি তেজস্বী পুরুষ হয়; সে অপরের ভাব কিংবা ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়া যায়; অপরের মত কিংবা প্রতিবাদ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; অতি-কষ্টে তাহাকে বিফল-মনোরথ অথবা নিবৃত্ত করিতে পারা যায়। সে অপরের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন, অন্যকে সংযত, শাসিত ও পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। সে অনেক-পরিমাণে স্বভাবতঃ সমাজের নেতা এবং সুকৌশলী হয়। সে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় না, কিংবা অন্যকর্তৃক ত্যক্ত হইলেও তাহা গ্রাহ্য করে না। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় এবং শনির কৌশল ও পরিচালন-ক্ষমতার সহিত মঙ্গলের কার্য্যশক্তি যুক্ত হইলে, অতীব কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও সে নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে সক্ষম হয় এবং নিশ্চয়ই নেতৃত্বও প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে। সে অনায়াসেই উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হয়। আত্ম-

প্রসাদ আত্মসম্মান, নির্জ্জনবাস, কিংবা যাহাতে মানুষকে অন্যাপেক্ষা উচ্চ করিয়া তুলে, সেই দিকে সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত ধাবিত হয়।”

এই মহাত্মার রবি ও শনির সংযোগ পূর্ণ হইয়াছিল, এবং মঙ্গল চন্দ্রযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হওয়াতে মঙ্গলের কার্য্যশক্তি উক্ত যোগজ ফলকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহার জীবনে পূর্ব্বোক্ত গুণসকল পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্ম ও ভক্তি-ভাব অতি প্রবল হওয়াতে উক্ত গুণ-সকল সংযত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সাধুতা- ও মুক্তি-লাভের সহায় হইয়াছিল।

এই স্থলে এই মহাত্মার চরিত্রাঙ্কন সমাপ্ত হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

জন্মভূমির জয়-গান।

[রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী]

জয়, জননি জনমভূমি!
আর্য্য-বীর্য্য-শৌর্য্য প্রসূতি, রমণীয়া শিরোমণি!—
স্মৃতি-মহিমায়, প্রীতি-জ্যোতিঃ ভায়, অতীত-পুলক-কাহিনী;
চির অভিনব তব গৌরব, চেতনা-আলোক-বাহিনী।
শোণিত-প্রবাহে, সভ্রমে বহে তব সন্তান ধমনী!—
সে কি ভুলিবার, ওগো মা আমার, সে কি ভুলিবার জননি!
আশীষ মা রণ-রঙ্গিণি আশীষ মা রণ-রঙ্গিণি,
আবার মরণে হোক্ শোভাময় সন্তান-চয়-জীবনী!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

কলিঙ্গড়া—রূপক।

০ ১ ২ ০ ১ ২
II গা -া মা। পা -া। দা পদা I পা মা গা। গা -মপা। মগা -ঋমা I
জ ০ য় জ ০ ন নি০ জ ন ম ভূ ০০ মি০ ০০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I গা -মা পদা। না -সা। র্সা I র্ঋর্ঋা -র্সা র্সা। নর্সা ঋা। -র্সা না I
আ র্ য্য০ বী র্ য্য ০ শৌ র্ য্য প্র০ সূ ০ তি

০　১　২　০　১　২
I [র্সা গা র্ঋা । র্সা । । দণা -র্সর্সা I র্সা -া -না । র্সা র্ঋা । -না -র্সা] I
I { গা মা পা । পা । । মপা -দদা I র্সা -া -না । র্সা -া । -া -া } I
র ম ণী য়া ০ শি০ রো ম ০ ০ ণি ০ ০ ০

০　১　২　০　১　২
I না -র্সা না । না -া । দা পদা I পা মা গা । ঋা -সা । সা -া II
জ ০ য় জ ০ ন নি০ জ ন ম ভূ ০ মি ০

০　১　২　০　১　২
I [র্সা -া র্গা । র্গা র্ঋা । র্ঋা -র্সা I না -দা না । সনা নদা । না -া] I
II { দা -মা দা । নদা নর্সা । র্সনা -র্সা I দা -ণা র্ঋা । র্সর্সা নর্সা । র্সা -া } I
শু ০ তি ম ০ হি০ মা ০ য় শ্রী ০ তি জ্যো তিঃ ভা য়

০　১　২　০　১　২
I র্সা না না । দা দা । পা -া I গা -া -সা । পা -দা । পা -া I
অ তী ত পু ল ক ০ কা ০ ০ হি ০ নী ০

০　১　২　০　১　২
I [না র্সা না । র্সা -া । নদা দা I না র্ঋা র্গর্গা । -র্ঋা না । র্সা -া] I
I { গা মা পা । দা -ণা । দা পা I গা গা মপা । -গা ঋা । সা -া } I
চি র অ ভি ০ ন ব ভ ব গউ ০ র ব ০

০　১　২　০　১　২
I না র্সা র্ঋা । র্সা -া । নদা পা I গা -মা -দা । নর্সা -র্ঋা । না -র্সা I
চে ত না আ ০ লো০ ক বা ০ ০ হি০ ০ নী ০

০　১　২　০　১　২
I না -র্সা না । না -া । দা পদা I পা মা গা । ঋা -সা । সা -া II
জ ০ য় জ ০ ন নি০ জ ন ম ভূ ০ মি ০

০　১　২　০　১　২
II সা গমা পা । দা -না । দা পা I মগা মাঃ পঃ । দা -া । দা -পা I
শো নি০ ত প্র ০ বা হে সম্ ভ্র মে ব ০ হে ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I মা -গা পা। দা -না। র্সা র্সা I র্দা -না -র্সা। ঋর্া -না। র্সা -া I
ত ০ ব স ম্ মা ন ধ ০ ০ ম ০ নী ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I [মা গা গমা। মা -া। গঋা -সা I ন্দাঃ দ্ঃ ন্া। -সা গা। গঋাঃ -সঃ] I
I { র্সা র্গা না। ঋর্া -র্সা। দা -র্সা I পদা -ননা মপা। -দা দা। গমা -পপা } I
সে কি ভু লি ০ বা র্ ও০ ০গো মা০ ০ আ মা০ ০র্

০ ১ ২ ১ ২
I গা মা পা। দা -না। না -দা I র্সা দা -নর্সা। না -া। -র্সা -া I
সে কি ভু লি ০ বা র্ জ ন ০০ নি ০ ০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I র্সনা র্সা র্সা। ঋর্া -া। না -র্সা I র্সনা না দা। গমা -পদা। পা -া II
জ০ য় জ ন ০ নি ০ জ০ ন ন ভূ০ ০০ মি ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I [র্সনা র্গঋর্া র্সা। ন্া -া। দণা পা I মা -গা -া। মগা -মপা। মা -গা] I
II { গমা গা মা পা -া। দা পা I মা -গা -দা। না -র্সা। না -র্সা } I
আ০ শী ষ মা ০র প স্ত ০ ঙ্ গি ০ ণি ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I পপা গা -া। মা -গা। গঋা সা I নর্সা -ঋর্া র্সা। না -া। দণা -দপা I
শ্যা মা র্ ম ০ র০ ণে হো০ ক্ শো ভা ০ ম০ ০য়

০ ১ ২ ০ ১ ২
I দদা পা পা। দা -া। পা -া I গা -া -মা। পা -দা। নদা -পা I
সন্ তা ন চ ০ য় ০ জী ০ ০ ব ০ নী০ ০

০ ১ ২ ০ ১ ২
I মা গা মা। -পপা দা। নদা দা I গমা -পদা -না। না -র্সা। র্সনা -দপা I
ও গো য ন্তা ন চ০ য় জী০ ০০ ০ ব ০ নী০ ০০